জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ছাত্রীর মৃত্যু

কানপুরের আইআইটির ছাত্রীর মৃত্যুতে নয়া মোড়। আত্মহত্যার আগে অনলাইনে নাইলন দড়ি কেনে মৃতা। ছাত্রী কেন এই সিদ্ধান্ত নিলেন তা নিয়ে ধোঁয়াশায় পুলিশ। চলছে হস্টেলের বাকিদের জিজ্ঞাসাবাদ

শীত-কুয়াশা

জেলা থেকে শহর, চলছে ঠান্ডার সঙ্গে কুয়াশার দাপট। তবে আর তিন-চারদিন, তারপর বাড়বে তাপমাত্রা। বৃষ্টির পর শীতের শেষ কামড় রাজ্যে

তৃণমূল সোশ্যাল মিডিয়া ও আইটি সেলের মেম্বারশিপ ড্রাইভ শুরু হল

ল্যান্ডার বিক্রমের অবস্থান নিশ্চিত করে ফেলল নাসা

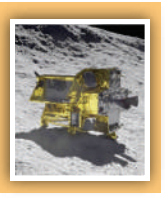

বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ২৫০ • ২১ জানুয়ারি, ২০২৪ • ৬ মাঘ ১৪৩০ • রবিবার • দাম - ৪ টাকা • ২০ পাতা • Vol. 19, Issue - 250 • JAGO BANGLA • SUNDAY • 21 JANUARY, 2024 • 20 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

সম্মান সব ধর্মকে ■ নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রী

কাল সংহতি মিছিল বাংলায় প্রস্তুতি তুঙ্গে

প্রতিবেদন : আগামিকাল, সোমবার ২২-এ সংহতি মিছিলে, জনপ্লাবনে ভাসবে কলকাতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হাজরা মোড় থেকে পার্ক সার্কাস ময়দান পর্যন্ত সর্বধর্ম সমন্বয়ের এই মিছিলে পা মেলাবে গোটা শহর। ওইদিন কলকাতার গন্তব্য, হাজরা মোড় কিংবা পার্ক সার্কাস ময়দান। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সর্বধর্ম সমন্বয়ের এই পদযাত্রায় সামনের সারিতে থাকবেন সব ধর্মের ধর্মগুরুরা। একাধিক হিন্দু সংগঠন যোগ দেবে এই মহামিছিলে। শুধু কলকাতা নয়, গোটা বাংলা জুড়ে ব্লকে ব্লকে ওই সর্বধর্ম মিছিল হবে। সেই সব মিছিলেও সব ধর্মের প্রতিনিধিরা সামনের সারিতে থাকবেন। সংহতি মিছিলে যোগ দিতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট। তাদের স্পষ্ট বক্তব্য, রামমন্দির নিয়ে রাজনৈতিক প্রচার নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বধর্ম সমন্বয়ের পথেই হাঁটবে তারা। একই সঙ্গে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে মিছিল করবে তারা। পশ্চিমবঙ্গ সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের সম্পাদক তপনকুমার মিশ্র শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা সর্বধর্ম মিছিলে পা মেলাব। তাঁর কথায়, ২৩টি জেলার প্রত্যেক ব্লকে ভূদেব মণ্ডলী অর্থাৎ জেলা সংগঠনের সদস্যরা মিছিল করবেন। (এরপর ১২ পাতায়)

■ পশ্চিমবঙ্গ সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট জানিয়েছে, সোমবারের সংহতি মিছিলে তারা যোগ দেবে। একইসঙ্গে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে যে সংহতি যাত্রা হবে তাতেও থাকবেন তাদের সদস্যরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই যাত্রাকে সফল করতেই এই ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের উদ্যোগ।

এগিয়ে এসেছে পরীক্ষার সময়

ভোর থেকেই মিলবে বাস ট্রেন অটো মেট্রো

প্রতিবেদন : এ বছর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে ভোর ৫টা থেকেই মিলবে সবরকমের পরিবহণ পরিষেবা। শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। মন্ত্রী জানান, রেলকে অনুরোধ করা হয়েছে ওই দিনগুলিতে বাড়তি মেট্রো ও ট্রেন চালানোর জন্য।

চলতি বছরে এগিয়ে আনা হয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের সময়।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক

তাই পরীক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তা নিশ্চিত করছে রাজ্য সরকার। পর্যাপ্ত বাস পথে নামানোর পাশে পরীক্ষার দিনগুলিতে যাতে বাড়তি রেল ও মেট্রো পরিষেবা মেলে সে-জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে।

এদিন পরিবহণ দফতরের ময়দান তাঁবুতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ও মাদ্রাসা বোর্ডের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। বৈঠক শেষে মন্ত্রী জানান, প্রত্যেক পরীক্ষার্থী যাতে সঠিক সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে পারে, তার জন্য পুলিশ ও পরিবহণ দফতরের অফিসারদের নির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু অতিরিক্ত সরকারি বাস নয়, অন্যান্য

বেসরকারি পরিবহণকেও সকাল থেকে রাস্তায় থাকার জন্যও বলা হয়েছে। পাশাপাশি কুয়াশা কেমন থাকবে, তা এখন থেকে স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়, তাই সে-দিকটিও মাথায় রাখতে বলা হয়েছে। জল-পরিবহণের ফেরিগুলি যাতে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটির কবলে না পড়ে, সেটাও আগেভাগে দেখে নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

বন্ধু

বন্ধু আমার থাকো কোথায়
কোন সুদূরের নির্জন পুরে
আঁখি দিয়াতে জলে উন্মুক্ত ঘূর্ণি
কণ্ঠ কেন তোমার স্তব্ধ সুরে।।

নয়নতীরে নয়ন ভাসে
কবে কখন বন্ধু আসে
ভেবেছিলাম তুমি যাযাবর শিশু
মেরির কোলের শান্ত যিশু।।

ছুটেছিলে এক মরুবিজয়ে
বিজয়কেতন ওড়াবে জয়ে
উল্কা ঝড়ের বরফ সাদায়
রেখে গেলে সব নিজেরে হারিয়ে।।

লঙ্ঘিতে গেলে হিমালয়
আর নজর সপ্তর্ষিতে
হিমাচলের হিমশীতল শীর্ষে
ঘুমিয়ে গেলে বরফ ধরণীতে।।

তাজা ফুলে, ফুলদানি ভরে
অপেক্ষা করে আলোক বৃষ্টি
বন্ধু আমার আসে না ফিরে
বাঁধ ভাঙে, ভাঙে নয়ন বৃষ্টি।।

ধান কেনাতেও কেন্দ্রের বঞ্চনা, তবু স্বনির্ভর প্রকল্পে ৩০ হাজার কোটি

প্রতিবেদন : বাংলার প্রতি কেন্দ্রের নির্লজ্জ বঞ্চনা সত্ত্বেও কর্মসংস্থান ও উন্নয়নে নজির সৃষ্টি করে চলেছে রাজ্য। আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজ, স্বাস্থ্য মিশন-সহ একাধিক প্রকল্পের টাকা আটকে দেওয়ার পর বাংলার প্রতি বঞ্চনার ধারা বজায় রেখে কৃষকদের ধান কেনার জন্য বাংলার প্রাপ্য ৭৬০০ কোটি টাকাও আটকে দিয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার প্রতি চূড়ান্ত অমানবিক বঞ্চনা করে চলেছে। তা সত্ত্বেও গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিল এবার।

কেন্দ্রের মোদি সরকার নানা উপায়ে বাংলাকে ভাতে মারার চেষ্টা করছে। কিন্তু বাংলার মানুষের পেটে লাথি মেরে কি ২০২৪-এর ভোট পকেটে পুরতে পারবে তারা? কেন্দ্রীয় বঞ্চনায় মোদি সরকারের প্রতি বাংলার মানুষ তিতিবিরক্ত। এরপর রাজ্য সরকারগুলি যদি জিএসটিবাবদ অর্থপ্রদান বন্ধ করে দেয়, তখন কেন্দ্র কোথায় যাবে? এই প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে প্রাপ্য বকেয়া নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের সচিব পর্যায়ের বৈঠকের দিনক্ষণ নির্ধারিত হয়েছে। ২৩ জানুয়ারি দিল্লিতে এই বৈঠকে ছ'টি দফতরের উপস্থিত থাকার কথা। এদিকে, ফের বাংলার প্রাপ্য ৭৬০০ কোটি টাকা আটকে দিয়েছে কেন্দ্র। এই টাকা দিয়ে বাংলার সরকার কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান কিনত। এরপর কেন্দ্রের এই নির্লজ্জ ভূমিকাকে ছেড়ে কথা বলবেন না কৃষকরাও! আর রাজ্য প্রধানমন্ত্রীর ছবি লাগাতে রাজি না হওয়ায় যদি কেন্দ্রের এই প্রতিহিংসা হয়, তার জবাবও শীঘ্রই পাবে তারা। (এরপর ৬ পাতায়)

সাড়া সমস্যা সমাধান ও জনসংযোগ কর্মসূচিতে

■ গাছের তলায় বসে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক খুরশেদ আলি কাদেরী ও পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার।

প্রতিবেদন : প্রথম দিনেই বিপুল সাড়া পড়ল মুখ্যমন্ত্রীর নবতম উদ্যোগ 'সমস্যা সমাধান-জনসংযোগ' কর্মসূচিতে। রাজ্যের প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষদের সব ধরনের নাগরিক পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে শনিবার থেকে ব্লক স্তরে শুরু হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত এই কর্মসূচি। কর্মসূচির প্রথম দিনে বিভিন্ন জেলায় ৬১৩০টি শিবিরের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ওইসব শিবিরে ৬৭ হাজারের বেশি মানুষ এসেছেন বলে নবান্নের প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। কর্মসূচির প্রথম দিনে জেলাশাসক-সহ প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা শিবিরগুলি পরিদর্শন করেছেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছেন। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই কর্মসূচির আওতায় ৮২ হাজারের বেশি শিবিরের আয়োজন করা হবে। (এরপর ১২ পাতায়)

২
২১ জানুয়ারি ২০২৪
রবিবার

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

21 January, 2024 • Sunday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯২৪ লেনিন

(১৮৭০-১৯২৪) এদিন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আদর্শগতভাবে একজন সমাজতান্ত্রিক হয়ে তিনি মার্কসবাদের একটি বৈচিত্রপূর্ণ বিকাশ সম্ভবায়িত করেছিলেন যা 'লেনিনবাদ' নামে পরিচিত। রুশ বিপ্লবের মহানায়ককে বাঙালি জেনেছে সুকান্ত ভট্টাচার্যের ইতিহাস চেতনায়, 'লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,/ অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ' এবং নিজস্ব করেছে তাঁরই আত্ম-অনুভবে 'লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ,/ বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন'। রবীন্দ্রপুত্র রথীন্দ্রনাথকে পতিসরের চণ্ডীমণ্ডপে সাদা দাড়িওয়ালা এক চাষি উঠে দাঁড়িয়ে একদা বলেছিল, ''বাবুমশায়, স্বদেশি ছোঁড়ারা দেশের উন্নতি নিয়ে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দেয় শুধু। আসল কাজের বেলা কারও টিকিটুকু দেখবার জো নেই। হ্যাঁ, লেনিনের মতো একজন লোক দেশে জন্মাত, দেখতেন সব ঠিক হয়ে যেত।'' বাঙালির স্মৃতিসত্তায় ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিন বোধহয় ওই চাষির বলা বিশ্বাস হয়েই আজও জাগ্রত। ১৯০৭-এর অগাস্টে জার্মানির স্টুটগার্ট শহরে

সপ্তম আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসে রাশিয়ার প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লেনিন আর ভারতীয় প্রতিনিধিদলে সরোজিনী নায়ডুর ভাই বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। লেনিন আদতে কে, সে-বিষয়ে তখনও কোনও ধারণা ছিল না বীরেন্দ্রনাথের। কিন্তু যেটা দাগ কাটল, লেনিন তাঁর রিপোর্টে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করলেন ভারতের কথা। লেনিনের মৃত্যুর পরে শোকযাত্রাতেও বাঙালির পতাকা উড়েছে। সোভিয়েত সম্পর্কে খানিক সন্দিগ্ধ, কিন্তু লেনিনে গভীর ভাবে অনুরক্ত যুগান্তর দলের শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে তিনি-সহ দশ জন সোভিয়েত দেশে পৌঁছন। অন্যতম উদ্দেশ্য, লেনিনের সঙ্গে দেখা করা। তিনি তখন অসুস্থ, তাই দেখা হল না। কিন্তু ১৯২৪-এ লেনিনের মৃত্যুর পরে তাঁর শেষযাত্রায় লাখো মানুষের ভিড়ে ছিলেন শিবনাথও।

১৯৭২ ত্রিপুরা, মেঘালয় ও মণিপুর

এদিন ভারত ইউনিয়নের তিনটি পৃথক রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। ভারতে অন্তর্ভুক্তির সময় সীমান্ত যা ছিল সেটাই বজায় থাকল ত্রিপুরা আর মণিপুরের ক্ষেত্রে। অসম থেকে কিছুটা অংশ নিয়ে গঠিত হয় মেঘালয়। দুটি জেলা, খাসি ও জয়ন্তীয়া পাহাড় এবং গারো পাহাড় নিয়ে মেঘালয় গঠিত হয়।

১৯৫০ জর্জ অরওয়েল

(১৯০৩-১৯৫০) এদিন লন্ডনে ইউনিভার্সিটি কলেজ হসপিটালে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আসল নাম এরিক আর্থার ব্লেয়ার। কালোত্তীর্ণ ইংরেজ সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক লেখক। জন্ম কিন্তু অবিভক্ত ভারতের বাংলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মতিহারিতে। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'দি রোড টু উইগ্যান পাইয়ার', 'হোমেজ টু ক্যাটালোনিয়া', 'এনিমাল ফার্ম'। তাঁর অমর উপন্যাস '১৯৮৪— নাইন্টিন এইটি ফোর' তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে প্রকাশিত হয়।

১৮৪৬ লন্ডনে এদিন প্রকাশিত হল

'ডেইলি নিউজ'-এর প্রথম সংখ্যা। সম্পাদক চার্লস ডিকেন্স।

১৯৪৫ রাসবিহারী বসু

(১৮৮৬-১৯৪৫) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভারতে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের একজন অগ্রগণ্য বিপ্লবী নেতা এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির অন্যতম সংগঠক। দিল্লিতে গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর এক বোমা হামলায় নেতৃত্ব দানের কারণে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি সুকৌশলে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার নজর এড়াতে সক্ষম হন এবং ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে জাপানে পালিয়ে যান। তিনি ভারতের বাইরে সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে জাপানের সম্রাট প্রথা ভেঙে রাজ পরিবারের সদস্যদের জন্য ব্যবহৃত শবযান পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সমাধির মাটি দীর্ঘদিন পরে ফেরে জন্মভিটে রায়নার সুবলদহে। আর তাঁর প্রিয় স্বদেশ, ভারতবর্ষে ১৯৬৭-তে একটি ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। তবে তাঁর প্রিয় স্বদেশ সম্পর্কে বলে যাওয়া রাসবিহারীর বাণীটি আজও যেন বিশ্বজনীন : 'সমস্ত জগতের শান্তির জন্য ভারতের স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন।'

১৭৯৩ সকাল সাড়ে দশটার সময়

এদিন ফরাসি বিপ্লবীদের হাতে লাগল রক্তের দাগ। ষোড়শ লুইয়ের কাটা মুন্ডু গড়িয়ে পড়ল গিলোটিনের কাছে রাখা ঝুড়িতে। জনতার উল্লাসধ্বনিতে চিহ্নিত হল সেই মুহূর্ত জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় হিসেবে।

পার্টির কর্মসূচি

মাটিগাড়া ব্লকের ফুলবাড়ি পতন চা-বাগানের আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত তৃণমূল চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে পাট্টা, পিএফ ও গ্র্যাচুইটি-সহ অন্যান্য সমস্যা নিয়ে মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ছিলেন আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি নির্জল দে, ইউনিট সভাপতি সুভাষ দর্জি ও রঞ্জিত খেরওয়ার, ইউনিট সম্পাদক ইউনিস এক্কা ও বিপিন মিঞ্জ, নবীন দীপ-সহ অন্যরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-৯০৯

১		২	■	৩			৪
	■		■		■	■	
	■	৫			৬		
৭			■	■		■	■
■	■		■	■	৮		৯
১০			১১			■	
	■	■		■		■	
১২				■	১৩		

পাশাপাশি : ১. উমর ৩. দান, বিতরণ ৫. মেঘের গর্জনের মতো গম্ভীর ৭. কোমল ৮. শিব, শরৎগল্প ১০. অসময়ের ফুল ১২. কুমোর ১৩. 'খাটে খাটায়—গাঁতি'।

উপর-নিচ : ১. শক্তিশালী, শক্তিমান ২. সমাজহিত ৩. ক্রয়, কেনা ৪. অপহারক ৬. গুরুপাক রন্ধন-উপকরণ ৯. বজ্র ১০. ব্যর্থ হয় না এমন, অব্যর্থ ১১. কুঁড়েঘর।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ৯০৮ : পাশাপাশি : ২. দুঃখ ৪. অলস ৬. ঘাম ৭. মলয়ানিল ৮. রতন ১০. গরিবি ১২. নয়ননীর ১৩. লীলা ১৪. জহিন ১৬. কান্তার। **উপরনিচ :** ১. ছাল ২. দুনিয়াদারি ৩. খগোল ৪. অমর ৫. সমন ৯. তখনকার ১০. গরজ ১১. বিলীন ১২. নলিকা ১৫. হিক্কা।

২০ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬২৯০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬৩২০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬০১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৭১৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৭১৪০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৪.৩৬	৮২.৯৫
ইউরো	৯২.২৮	৯০.০৪
পাউন্ড	১০৬.৯৬	১০৫.৩৬

নজরকাড়া ইনস্টা

■ ঋতাভরী চক্রবর্তী

■ জিৎ

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়

• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।

সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087 • Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21

City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

21 January, 2024 • Sunday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২১ জানুয়ারি ২০২৪
রবিবার

শহরের এক ব্যবসায়ীকে প্রতারণার অভিযোগে মিজোরাম থেকে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে কয়েক লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে

তৃণমূলই কথা দিয়ে কথা রাখে দেখিয়ে দিল ধূপগুড়ি

প্রতিবেদন : কথা দিলে কথা রাখে তৃণমূল। গত বছর ২ সেপ্টেম্বর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ধূপগুড়িকে পৃথক মহকুমা হিসেবে স্বীকৃতি দেবেন। আর সেই কথাই রাখল তৃণমূল। শনিবার রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, ধূপগুড়িকে আলাদা মহকুমা করার অন্যতম উদ্দেশ্য যাতে এলাকায় আরও উন্নয়ন সম্ভব হয়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আলাদা মহকুমা করার আবেদন এক মাসের মধ্যে বিধানসভায় প্রস্তাব হিসেবে পাশ হয়, এরপর মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে গোটা প্রক্রিয়া চলতে থাকে। মাঝে কিছু আইনি জট হয়েছিল। এরপর প্রধান বিচারপতিকে ফোন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যাতে দ্রুত বিষয়টি মিটে যায়। অবশেষে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস কোনও বৈষম্যের রাজনীতি করে না, ধূপগুড়ি তার প্রমাণ।

তবে শুধু ধূপগুড়ি নয়, এর আগে ২০১৬-য় দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্য সরকার বানারহাট ব্লক করে দিয়েছে। সার্বিক উন্নয়নের জন্য যে ধূপগুড়িকে আলাদা মহকুমা করার দরকার ছিল তা নিয়ে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস ভেবেছে। এখন মানুষ খুশি। সেখান থেকে সেলিব্রেশনের খবর আসছে। রাজ্যের সাধারণ সম্পাদকের কথায়, বিজেপি মানুষের পাশে থাকে না। প্রত্যন্ত এলাকায় মানুষের পরিষেবা-পরিকাঠামো-উন্নয়নের যে দাবি রয়েছে তাতে সাড়া দিচ্ছে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস। বাকিরা কেউ কুৎসা, কেউ এজেন্সি, কেউ ধর্মের রাজনীতি করছে। কিন্তু মানুষের উন্নয়নে রোটি কাপড়া মকান-এর রাজনীতি একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস করছে। এদিন গদ্দার অধিকারীকে তীব্র কটাক্ষ করেন কুণাল ঘোষ। বলেন, রামমন্দিরের আড়ালে এখন হনুমান সাজতে চাইছে গদ্দার। ২০২৩ সালের বিদ্যুৎ ব্যাহত হওয়ার নোটিফিকেশন নিয়ে ট্যুইট করল ২০২৪ সালে, আবার সেটা ডিলিটও করে দিল। ও প্রলাপ বকছে। বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন। সংহতি মিছিল আটকাতে হাইকোর্টে গিয়ে আদালতের চড় খেয়েছে।

তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, হিন্দু মানেই বিজেপি নয়। ভগবান রামের অনেক ভক্ত আছে যারা বিজেপি করে না। শুভেন্দু সিবিআই-এর স্ট্যাম্প লাগানো হিন্দু। গ্রেফতারি এড়াতে বিজেপিতে গিয়ে বসে আছে। শুভেন্দু আর বিজেপি, জালি হিন্দু। কুণালের প্রশ্ন, মোদি-অমিত শাহ-জে পি নাড্ডা কি শঙ্করাচার্যদের থেকে বড় হিন্দু? রাজনীতিবিদরা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে আর পুরোহিতরাই বাদ!

সাংবাদিক বৈঠকে কুণাল ঘোষ, বীরবাহা হাঁসদা, নির্মলচন্দ্র রায়। শনিবার তৃণমূল ভবনে।

আজ শহরে কলকাতা পুলিশের হাফ ম্যারাথন

প্রতিবেদন : আজ কলকাতা পুলিশের হাফ ম্যারাথন। শনিবার রাত থেকেই বন্ধ করা হয়েছে রেড রোড। সব ধরনের গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে রেড রোডে। ইতিমধ্যেই কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, এই রাস্তায় আজ রবিবার দুপুর ১২টা কিংবা যতক্ষণ না ম্যারাথন শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে। খিদিরপুর রোড, ক্যাসুরিনা অ্যাভিনিউ, লাভার্স লেন, কুইন্সওয়ে, হসপিটাল রোড, আর আর অ্যাভিনিউ, এজেসি বোস রোড, মা উড়ালপুল, এসপ্ল্যানেড র‍্যাম্প, ঘোড়া পাস, মেয়ো রোড, শেক্সপিয়র সরণি, সার্কাস অ্যাভিনিউ, জওহরলাল নেহরু রোড,ও আউটরাম রোডে প্রয়োজনমতো সব ধরনের গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা হবে। আপ অ্যাভিনিউ, এজেসি বোস রোডের হেস্টিংস মোড় থেকে মল্লিকবাজারগামী লেন, খিদিরপুর রোড, এসপ্ল্যানেড র‍্যাম্প, জওহরলাল নেহরু রোড, ডাফরিন রোড ও মেয়ো রোডে কোনওরকম পণ্যবাহী গাড়ি চলছে না। খিদিরপুর রোড, হসপিটাল রোড, আর আর অ্যাভিনিউ, জওহরলাল নেহরু রোড, ক্যাসুরিনা অ্যাভিনিউ-সহ আরও কয়েকটি রাস্তায় ভোর সাড়ে চারটে থেকে পার্কিং বন্ধ রাখা হয়েছে। ম্যারাথন শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই নির্দেশিকা কার্যকরী থাকবে।

একাধিক রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণ

অভিযুক্ত দুই ছাত্রের বিরুদ্ধে শীঘ্রই ব্যবস্থা

প্রতিবেদন : টানা দশদিন অভ্যন্তরীণ তদন্তের পর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে অর্থোপেডিক বিভাগ দুই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনির (পিজিটি) বিরুদ্ধে র‍্যাগিংয়ের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা পড়েছে শুক্রবার। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে শনিবার ছিল বৈঠক। রিপোর্টে প্রমাণ মিলেছে র‍্যাগিংয়ের। এরপরেই সিদ্ধান্ত হয়েছে অভিযুক্ত ওই দুই ছাত্রের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা নিয়ে ২-৩ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কলেজের অধ্যক্ষ জানান, যে চারজন ছেলে এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে অর্থাৎ ২ জন অভিযুক্ত এবং ২ জন নিগৃহীত। তারা প্রত্যেকেই কাজের দিক থেকে খুব সিরিয়াস। কিন্তু আচরণগত দিক থেকে কেন এরকম করল সেটা খতিয়ে দেখতে হবে। আমাদের মনোরোগ বিভাগের তরফ থেকে এ বিষয়টি দেখা হচ্ছে। তবে ওই অভিযুক্তদের কী শাস্তি হবে সেই নিয়ে প্রশাসন, অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি, ইউজিসির গাইডলাইন, সরকারের উপদেশ, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন, হিউম্যান রাইটস এবং সর্বোপরি আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেডিক্যাল কলেজ

শহরে এবার শিশুদের চলচ্চিত্র উৎসব

শনিবার অবনীন্দ্র সভাঘরে শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, অর্পিতা ঘোষ, শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌস্তভ তরফদার। — সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিবেদন : শীতের শহরে একইসঙ্গে জোড়া উৎসব। একদিকে বই, অন্যদিকে সিনেমা। আগামী সপ্তাহে শহরে শুরু হয়ে যাবে আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। আগামী বৃহস্পতিবার নন্দন-১ প্রেক্ষাগৃহে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত এই শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের। রাজ্য সরকার ও শিশু কিশোর অ্যাকাডেমির যৌথ আয়োজনে এই ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধনে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, পরিচালক সন্দীপ রায়, অর্পিতা ঘোষ প্রমুখ। নন্দন-১, ২, ৩, রবীন্দ্রসদন, রবীন্দ্রতীর্থ, শিশির মঞ্চ-সহ শহরের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে ২৫ থেকে ২৯ জানুয়ারি দেখানো হবে শিশুদের জন্য দেশ-বিদেশের বিখ্যাত চলচ্চিত্র। পরিচালক সৌরভ রাই পরিচালিত গুরাস ছবি দিয়ে শুরু হবে এই ফেস্টিভ্যাল। দার্জিলিংয়েরই এক গ্রামে হয়েছে বহু পুরস্কারপ্রাপ্ত এই ছবিটির শ্যুটিং। কিংবদন্তি পরিচালক তপন সিনহার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এই শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে থাকছে তাঁর ছবি কাবুলিওয়ালা (১৯৫৭), সবুজ দ্বীপের রাজা (১৯৭৯), আনোখা মোতি (২০০০)। জন্মশতবর্ষে মৃণাল সেনের শ্রদ্ধায় থাকছে তাঁর ছবি ইচ্ছাপূরণ (১৯৭০)। প্রদর্শিত হবে দেশের বিভিন্ন ভাষার জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি ও শিশুদের জন্য তৈরি হলিউডের ক্লাসিক ছবিগুলি। আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানি, পোল্যান্ড, ইরান-সহ ৩০টিরও বেশি দেশের ১০০-এরও বেশি ছবি দেখানো হবে এই কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে।

যৌথভাবে কাজ করে পুরসভা ও পুলিশ : মেয়র

প্রতিবেদন : বেআইনি নির্মাণ ভাঙার ক্ষেত্রে হোক কিংবা হকার অপসারণ, এমনকী শহরের বিভিন্ন এলাকায় গাড়ি পার্কিং নিয়েও পুরসভার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে কলকাতা পুলিশকে। এই নিয়ে কৌতূহল জানিয়ে প্রশ্ন ওঠে কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশনে।

শুক্রবার সেই প্রশ্নের উত্তরে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, পুরসভা বা পুলিশ কেউ কারও উপর নির্ভরশীল নয়। বেআইনি নির্মাণ ভাঙার মতো আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার সময় পুরসভা পুলিশের সাহায্য নেয়। পুরসভার তরফে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেটা বাস্তবে কতটা কার্যকর হচ্ছে সেটা পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণে থাকে কলকাতা পুলিশ। আমরা শহরবাসীকে সবরকম পরিষেবা দিতে পুরসভা ও পুলিশ যৌথভাবে কাজ করি।

১৫ নম্বর বরো অফিসে আইএনটিটিইউসি ইউনিয়নের উদ্যোগে কম্বল বিতরণে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে উত্তর হাওড়া মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ‘চলো পাল্টাই’ স্লোগানকে সামনে রেখে মিছিলে বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরী, গীতা মজুমদার সহ দলের আরও অনেকে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দিশাহীন

বাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টি দিশাহীন রাজনীতির শিকার। দিশাহীন হওয়ার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। দলের নেতা যদি দিশাহীন হন অথবা ব্যক্তিস্বার্থে যদি রাজনীতি পরিচালিত হন তাহলে পরিণতি দিশাহীন রাজনীতিই হয়। বাংলায় বিজেপি নামের দলটিকে সেই পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়েছে দলবদলু, গদ্দার এক নেতা। শাসকদলে থাকতে সবধরনের সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে নেত্রীর করুণায়। সিবিআই-ইডির ভয় দেখাতেই খেল খতম ডরপুক নেতা ও তাঁর পরিবারের। দলে বহিরাগত হওয়ার কারণে প্রবল বিরুদ্ধস্রোত নেতার বিরুদ্ধে। কখনও জিতে আসা বিধায়করা দল ছাড়ছেন। কখনও-বা উপনির্বাচনে বারবার অপমানের পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। কেন্দ্রের সব সিবিআই-ইডি অফিসারকে বাংলায় বসিয়ে রেখেও সরকার থেকে সরানো যাচ্ছে না তৃণমূল কংগ্রেসকে। ফলে বুকে ভীষণ ব্যথা নিয়ে মা-মাটি-মানুষের কর্মসূচিকেই নকল করা শুরু করেছে গদ্দারের দল। কখনও সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচিকে নকল, কখনও কোনও কারণ ছাড়াই ধর্মতলায় ফ্লপ সভা, আবার কখনও যথেষ্ট সংস্কৃতিমান সাজতে গিয়ে সঙ্গীতমেলা করার চেষ্টা। অর্থাৎ আইনি কারণেই পুলিশ অনুমতি দেয়নি অনুষ্ঠানের। কিন্তু গদ্দার অধিকারী সঙ্গীতমেলা করতে চাইছে ব্যাপারটা ঠিক হজম হচ্ছে না। গদ্দারের স্বরসাধনা নিয়ে কটাক্ষ করে রসিক রাজনীতিবিদেরা বলেছেন, ও তো কেবল সপ্তসুরের তৃতীয় ও ষষ্ঠ সুর অর্থাৎ গা ও ধা ছাড়া কিছুই জানে না! কিন্তু এ তো গেল শুধু কটাক্ষের কথা। দিশাহীন দলটা ময়ূরপুচ্ছধারী কাক সাজতে চাইছে প্রতিটি ক্ষেত্রে। এর ফলে যা যা হওয়ার তাই হচ্ছে। বিজেপি দলটা জনমানসে হাস্যাস্পদ হচ্ছে।

গোপন কথাটি রবে না গোপনে

‘জাগোবাংলা’র পাতায় উত্তর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ভারতে সাম্প্রতিক ফ্যাসিবাদী প্রবণতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে, ১৯৮৪ সালে জেরুসালেমে একটা আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজন হয়, যার নাম ছিল ‘ইজ়রায়েলের গণ ভাবমূর্তি : সমস্যা ও সমাধান’। সেই কনফারেন্স ও তার পরের কিছু আলোচনা থেকে একটা নির্দিষ্ট কৌশল তৈরি হয়, হিব্রু ভাষায় যার নাম ছিল ‘হসবরা’ অর্থাৎ, প্রোপাগান্ডা বা প্রচারকৌশল। সেই হসবরার কৌশল ছিল, ১) মুসলমান জনগণের প্রতিবাদকে উগ্রপন্থা বলে দেখানো; ২) মুসলমানদের ওপর হিন্দুদের আক্রমণকে আত্মরক্ষা বলে প্রচার করা; ৩) হিন্দু সম্প্রদায়ের বেআইনি দখলদারিকে উহ্য করে দেওয়া; ৪) মিডিয়ায় হিন্দুত্ববাদের সমর্থকদের অনেক বেশি জায়গা দেওয়া; ৫) মুসলমান নাগরিকদের হত্যাকে দুর্ভাগ্যজনক ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’ বলে চালানো। ভারতেও কি ঠিক ওই কাজগুলোই হচ্ছে না? সম্প্রতি গাজ়া আক্রমণের পর এই প্রথম আমেরিকার ইহুদি সম্প্রদায়ের একটা অংশ ইজ়রায়েলি আক্রমণের নিন্দায় পথে নেমেছেন। কিন্তু আমেরিকান ‘ইজ়রায়েল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটি’র নেতৃত্বে লালিত প্রায় ত্রিশটি সংস্থার সম্মিলিত রাজনৈতিক লবি-র রাজনৈতিক প্রভাব এতটাই বেশি যে, একটা খোলা সংঘাত বেধেছে আমেরিকায়, যার প্রভাবে বাক্‌স্বাধীনতার খোলসটা গিয়েছে সরে। ১৪ অক্টোবর এক ৬ বছরের প্যালেস্টাইনি শিশুকে ইলিনয়ে হত্যা করা হয়েছে; ৫ নভেম্বর এক ইহুদি বৃদ্ধ খুন হয়েছেন, একাধিক হলিউড অভিনেতা, সাংবাদিক, আইনজীবী, এমনকী চাকরিপ্রার্থী প্যালেস্টাইনের সমর্থনে কথা বলায় কাজ খুইয়েছেন; তিনটি প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে হেনস্থা করা হয়েছে, যার ফলে এক জন অধ্যক্ষ পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন; প্যালেস্টাইনের সমর্থক ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে নানা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা হয়েছে; ১৬টি রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল সংবাদপত্রকে হুমকি দিয়েছেন যাতে ইজ়রায়েলের সমালোচনা না করা হয়; একটি টিভি চ্যানেলের প্রতিষ্ঠিত অ্যাঙ্করকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে; আমেরিকান কংগ্রেসে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে, জ়ায়নবাদের বিরোধিতা মানেই ইহুদি-বিদ্বেষ, অতএব তা সহ্য করা হবে না। ভারতেও মুসলমানদের প্রতি অসহিষ্ণুতা একই ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বেলাগাম নোংরামিতে আক্রান্ত আমার মাতৃভূমিও।

— জয়দীপ মজুমদার, দমদম পার্ক, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

সংসদীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ছুঁড়ে ফেলে একনায়কতন্ত্রের দিকে পা বাড়াতে চাইছে

আগামীতে ভয়ানক দিন রুখতে লড়তে হবে এক সাথে। নেত্রী বলেছেন, আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়লে রাম-বাম সব উবে যাবে। সেই কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে তেমন লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরছেন **অনির্বাণ সাহা**

মোদি জমানায় দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে সংবিধান থেকেই বিদায় করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এই দর্শন মেনেই, জিএসটি চালু করে কেন্দ্রীয় নির্ভরতা বাড়ানো হয়েছে। এই দর্শন মেনেই ‘এক দেশ, এক ভোট’-এর তত্ত্ব সামনে আনা হয়েছে। সংবিধান থেকে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’, ‘যুক্তরাষ্ট্রীয়’ কথাগুলি ছেঁটে ফেলার ভাবনার কথাও শোনা যাচ্ছে। মোদির নাম, ছবি প্রচারে রাজি না হলে কৌশলে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থবরাদ্দও বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্যের মতো বিষয়েও রাজ্যের অধিকারে একতরফাভাবে হস্তক্ষেপ করারও চেষ্টা হচ্ছে। এই দর্শন মেনেই যাবতীয় ‘সাফল্য’ মোদি সরকারের নামে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। এমনকী কেন্দ্র-রাজ্যের যৌথ প্রকল্পেও প্রধানমন্ত্রী মোদির নামমাহাত্ম্য প্রচারের ফরমান জারি হচ্ছে! এই দর্শনেই সংসদের বুড়ি ছুঁয়ে, আসলে বিরোধীদের এড়িয়ে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করানো হচ্ছে।

খবরে প্রকাশ, ২০১৩ সালে চতুর্দশ অর্থ কমিশন যখন গঠিত হয় তখন করবাবদ আয়ের ৩২ শতাংশ অর্থ রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত। তখন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মোদি দাবি করেছিলেন, আদায় হওয়া করের অর্ধেক অর্থাৎ ৫০ শতাংশ দেওয়া হোক রাজ্যগুলিকে। সেই নরেন্দ্র মোদি ২০১৪-তে প্রধানমন্ত্রী হয়েই ভোল বদলে ফেলেছেন। অর্থ কমিশনই কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে করের ভাগ কী হবে তা ঠিক করে। তখন অর্থ কমিশনের সুপারিশ ছিল, রাজ্যগুলির ভাগ ৩২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪২ শতাংশ করা হোক। কিন্তু মোদি চান, রাজ্যগুলির ভাগ ৩৩ শতাংশ হোক।

রাজ্যগুলি আর্থিকভাবে দুর্বল হলে কেন্দ্রের উপর তাদের নির্ভরতা বাড়বে। অর্থাভাবে রাজ্যগুলি উন্নয়নের কাজও ঠিকমতো করতে পারবে না। ফলে অর্থ আর ক্ষমতার আতিশয্যে রাজ্যগুলির একমাত্র আশ্রয় হয়ে উঠতে পারবে কেন্দ্র। সহজ হিসাবে, দিল্লির কথায় ওঠবোস করতে হবে রাজ্যগুলিকে। তারপর প্রচারের কাজটি সহজ হবে, রাজ্যের উন্নয়ন করে দিচ্ছে ‘মোদি সরকার’। রাজ্যগুলিকে আর্থিকভাবে দুর্বল করে কেন্দ্রকেই দেশীয় প্রশাসনের পরোক্ষ ভরকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। এ একেবারে একনায়কতন্ত্রের পদধ্বনি। ফ্যাসিবাদের পুনর্জাগরণ।

বেনিতো মুসোলিনির রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ‘ফ্যাসিবাদের’ জন্ম হয় ইতালিতে। ১৯২২ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত তাঁর শাসনকালে ইতালিতে ফ্যাসিবাদী শাসনের অস্তিত্ব ছিল। ফ্যাসিস্ত দল গড়ার আগে তিনি ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টির সদস্য ছিলেন। কিন্তু পার্টির প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার ভূমিকার বিরোধিতা করায় তিনি বিতাড়িত হন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর মতাদর্শ পাল্টে ফেলে ১৯১৯ সালে ফ্যাসিস্ত আন্দোলন ও পার্টির জন্ম দেন। ১৯২২ সালে তিনি ইতালির প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯২৫ সালে বিরোধীদের সমস্ত ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে তিনি ফ্যাসিবাদী শাসন শুরু করেন। একটি নতুন আইন তৈরি করা হয় যাতে সংসদের সমস্ত আসনের দুই-তৃতীয়াংশ আসন সবচেয়ে শক্তিশালী দলের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বাকি আসন বিরোধীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। ‘নির্বাচনে ভোটদান, প্রতিনিধি সভা ইত্যাদি’র মতো জনগণের রায় নেওয়ার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলির ‘প্রায় কোনও দরকারই নেই যদি সরকারের সদিচ্ছা থাকে।’ রুশো লিখেছেন, ‘কারণ শাসকরা ভালই জানে যে সাধারণের ইচ্ছা সবসময় তাদের দিকেই থাকে যদি তা জনহিতৈষী হয়; যেটা সর্বাপেক্ষা ন্যায্য, তাই ন্যায়পূর্বকভাবে কাজ করলেই সাধারণের ইচ্ছা মেনে চলা হয়।’ রুশোর এই কথাগুলোই ফ্যাসিবাদী দর্শনের আঁতুড় ঘর। একইভাবে কমিউনিজমের ভিত্তি। সত্যি কথা বলতে কি, ফ্যাসিবাদ এবং কমিউনিজম— উভয়েই হল একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দুটি আলাদা রূপ। আর একনায়কতন্ত্রের এই দুই রূপের বিরুদ্ধে লড়াই জনগণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতার। আজকের বাংলায় এই লড়াই তাই একইসঙ্গে রাম ও বামের সঙ্গে মা মাটি মানুষের লড়াই।

মুসোলিনি লিখেছিলেন, ‘জীবনের ফ্যাসিবাদী ধারণা হল ধার্মিক প্রকারের, যেখানে মানুষকে একটি উচ্চতর নিয়মের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে দেখা হয় এবং তাকে একটা বাস্তব ইচ্ছাশক্তি দেওয়া হয় যাতে সে তার নিজত্বের গণ্ডি ভেঙে একটি আধ্যাত্মিক সমাজের অংশ হতে পারে। যারা ফ্যাসিবাদী রাজত্বের ধার্মিক নীতির সুবিধাবাদের দিকগুলির চেয়ে বেশি কিছু বোঝে না, তারা বুঝতে পারে না যে ফ্যাসিবাদ শুধু একটা শাসনপ্রণালীই নয়, কিন্তু তা বাদ দিয়েও এবং সর্বোপরি এটা একটা চিন্তাকাঠামো।’ এই বক্তব্য বুঝিয়ে দেয় যে ফ্যাসিবাদ কতটা কার্যকরভাবে জনগণকে ভুল পথে চালিত করার ক্ষমতা রাখে। আজকের ভারতে রামের নামে, দুর্নীতিমুক্ত করার নামে, কার্যকর প্রশাসনের নামে, বিজেপি এই কাজটাই করছে।

আজকের ভারতে রামনামে অসত্যকে সত্য হিসেবে, অনৈতিককে নীতি শিরোমণি হিসেবে তুলে ধরার মরিয়া চেষ্টা স্পষ্ট। এটা করা হচ্ছে একেবারে হিটলারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। আর্যদের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে হিটলার লেখেন, ‘আমাদের এই গ্রহে মানব-সংস্কৃতি ও সভ্যতা আর্যদের উপস্থিতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাকে যদি বিনষ্ট করা বা দমিয়ে রাখা হয় তাহলে নব্যবর্বর যুগের কালো চাদর পৃথিবীকে ঢেকে ফেলবে।’

এর উলটোদিকে মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের ভূমিকাও প্রশ্নাতীত নয়, বরং সন্দেহ করার মতো ও বিরক্তিকর। বিপক্ষকে পঙ্গু করতে ও নিজস্ব পদ্ধতিসমূহকে কার্যকর করতে মুক্তহস্ত হওয়ার জন্য মার্কসবাদীরা গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে। যখন কিছু মার্কসবাদী গোষ্ঠী নিজেদের সমস্ত নির্মাণকুশলতা দিয়ে একটা সময়ের জন্য বোঝাতে চেষ্টা করে যে তারা গণতন্ত্রের নীতিসমূহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, তখন এটা স্মরণে আনা ভাল যে এই ভদ্রলোকেরাই ক্ষমতায় থাকলে পশ্চিমি গণতন্ত্রের ধারণা অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট অনুযায়ী সিদ্ধান্তগ্রহণের নীতিকে বুড়ো আঙুল দেখান। বুর্জোয়া গণতন্ত্র তখন পুলিশ-মিলিটারির নৃশংস দমনপীড়নের মধ্য দিয়ে তার প্রকৃত রূপ নিয়ে আমজনতার সামনে আসে। ভারতে এখন সেই অবস্থা চলছে।

সিসিটিভির ফুটেজ দেখে কেপমারির অভিযোগে রহড়ার মাঠপাড়া থেকে এক মহিলাকে গ্রেফতার করল দেগঙ্গা থানার পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে ১ লক্ষ টাকা

সংশ্লিষ্ট দফতরের সাহায্য চাইল রাজ্যের খাদ্য দফতর

চালকলে বিদ্যুৎ খরচের হিসেব পরীক্ষা

প্রতিবেদন : রাজ্যের চালকলগুলিতে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ কেন খরচ হচ্ছে তা জানতে বিদ্যুৎ দফতরের সাহায্য চেয়েছে রাজ্য খাদ্য দফতর। কৃষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা ধান ভাঙার ক্ষেত্রে কিছু চালকলের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সেই কারণেই পুরো বিষয়টা গভীরভাবে খতিয়ে দেখতে চাইছে খাদ্য দফতর এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারের খুঁটিনাটি জানতে সাহায্য নিচ্ছে রাজ্য বিদ্যুৎ দফতরের। খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ জানিয়েছেন, কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান সংগ্রহের পর তা চালকলগুলির কাছে ভাঙানোর জন্য পাঠানো হয়। কিছু চালকলে নিয়মবহির্ভূতভাবে ওই চাল ভাঙিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে বাজারে। এবং পরিবর্তে নিম্নমানের ধান বাজার থেকে কিনে তার চাল খাদ্য দফতরকে ফেরত দিচ্ছে বলে অভিযোগ এসেছে। তা রুখতেই চালকলগুলির বিদ্যুৎ খরচের প্রকৃত হিসাব চাওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে খাদ্য দফতরের কর্তারা বিদ্যুৎ দফতরের সঙ্গে বৈঠকেও বসেছেন। এ ছাড়া সংগ্রহকেন্দ্র থেকে ধান চালকল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া এবং খাদ্য দফতরের গুদামে ফিরিয়ে আনার কাজে ব্যবহৃত সমস্ত গাড়িতে অবস্থা নির্ণায়ক প্রযুক্তি বা জিপিএস বসানোর বিষয়টি নিয়েও পরিবহন দফতরের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে খাদ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। এজন্য আইনি খুঁটিনাটি মেটানোর প্রক্রিয়া চলছে। এখানেই শেষ নয়, সহায়কমূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহের ক্ষেত্রে আরও স্বচ্ছতা আনতেও তৎপর হল রাজ্য। মধ্যস্বত্ব ভোগী ও ফড়েদের তৎপরতা আটকাতে এবার রাইস মিলগুলির জন্য ধান সংগ্রহ করার জায়গা বারবার পরিবর্তন করতে বলা হয়েছে। ধান সংগ্রহের দায়িত্বে থাকা পারচেজ অফিসারদেরও নির্দিষ্ট সময় অন্তর বদলে দেওয়া হবে। চলতি মরশুমে গত পয়লা নভেম্বর থেকে রাজ্য জুড়ে যে ধান সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের নেতৃত্বে আধিকারিকরা সম্প্রতি সব জেলার আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করে ধান সংগ্রহের প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করেন। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, এখন থেকে একটি রাইস মিল কর্তৃপক্ষ কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে ধান কিনতে পারবে না। খবর খাদ্য দফতর সূত্রে। ভিডিওগ্রাফিও করা হচ্ছে ধান সংগ্রহের।

আইটি সেলের মেম্বারশিপ ড্রাইভ ঘিরে উৎসাহ তুঙ্গে

■ শনিবার নৈহাটিতে মেম্বারশিপ ড্রাইভ। উপস্থিত পার্থ ভৌমিক, দেবাংশু ভট্টাচার্য, দেবরাজ চক্রবর্তী প্রমুখ।

সংবাদদাতা, নৈহাটি : তৃণমূল কংগ্রেসের সোশ্যাল মিডিয়া ও আইটি সেলের উদ্যোগে শনিবার দুপুরে নৈহাটি পুরসভার সমরেশ বসু হলে অনুষ্ঠিত হল মেম্বারশিপ ড্রাইভ কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন আইটি সেলের রাজ্য সভাপতি দেবাংশু ভট্টাচার্য, সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, দমদম-বারাকপুর সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবরাজ চক্রবর্তী-সহ আইটি সেলের রাজ্য নেতৃত্ব। এদিন প্রায় সাড়ে তিনশো জনকে নতুন সদস্য হিসেবে যোগদান করানো হয়। আই সেলের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিজেপি যেভাবে তার আইটি সেল নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে সেই দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সোশ্যাল মিডিয়া ও আইটি সেলের প্রতিটি সদস্যকে আরও বেশি করে জনসংযোগ বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিধায়ক, দলীয় পদাধিকারীকদের সঙ্গে সংযোগ বাড়িয়ে একযোগে কাজ করারও নির্দেশ এদিন বৈঠক থেকেও দেন নেতৃত্ব।

কুয়াশার দাপট, চলবে ঠান্ডা

প্রতিবেদন : গত কয়েকদিন ধরে জেলা থেকে শহর, যেভাবে তাপমাত্রা নামছে তাতে ফের জাঁকিয়ে শীতের অনুভূতি মিলতে পারে রাজ্যবাসীর। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। শুক্রবার তা আরও কমে হয় ১৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর শনিবার শহর কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হয়েছে ১৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা শুক্রবারের তুলনায় আরও দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। ফলে শনিবার সকালেও কলকাতা ও শহরতলিতে ছিল শীতের কামড়। জেলাগুলিতে ঠান্ডার দাপট ছিল আরও বেশি। মাঝে কয়েকদিনের বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি। তারপর মেঘ কাটতেই ফের দাপিয়ে ব্যাটিং শুরু করেছে শীত। এরই মধ্যে শুষ্ক আবহাওয়ার সঙ্গে ফিরছে শীত। কমতে শুরু করেছে রাতের তাপমাত্রাও। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আপাতত শীতের মাঝে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণের জেলাগুলিতে সকালের দিকে কুয়া থাকবে। বেলা বাড়লে হালকা রোদ উঠতে পারে। কোনও কোনও জায়গায় থাকবে পরিষ্কার আকাশ। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বর্ধমানে ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি। তবে দক্ষিণের জেলাগুলিতে রাতের তাপমাত্রায় বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না। স্বাভাবিকের থেকে অনেকটা নিচে থাকবে তাপমাত্রা। আগামী কয়েকদিন সামান্য বাড়তে পারে তাপমাত্রা। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে পার্বত্য জেলাগুলিতে।

খেলার ছলে পড়া, ব্যতিক্রম পাণ্ডুয়ার স্মার্ট স্কুল

■ স্মার্ট ক্লাসে চলছে পড়াশোনা।

সংবাদদাতা, হুগলি : প্রকৃত অর্থেই স্মার্ট স্কুল। পড়ুয়াদের আগ্রহী করে তুলতে এখানে ছবির মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে প্রকৃতি আর মনীষীদের। সুফলও মিলছে হাতেনাতে। পড়ুয়ার সংখ্যায় অনেক ইংলিশ মিডিয়ামকে টেক্কা দিচ্ছে হুগলির এই স্কুল। প্রায়শই অভিযোগ ওঠে সরকারি স্কুলে ঠিক মতো পড়াশোনা হয় না। পরিকাঠামোও ঠিক নেই। কিন্তু এইসব বিতর্ক দূরে সরিয়ে একেবারেই ব্যতিক্রম পাণ্ডুয়ার হারাধন চন্দ্র নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়। পড়ুয়াদের আগ্রহী করে তুলতে স্কুলকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে পশু-পাখির ছবি, মনীষীদের ছবি, ম্যাপ আঁকা ছড়া-ছবিতে শিখছে শিশুরা। স্কুলের পিছনে সবজির বাগান। সঙ্গে খেলার মাঠ। ১২ জন শিক্ষক, শিশু শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি মিলিয়ে ৬০২ জন পড়ুয়া নিয়ে চলছে স্কুল। পড়াশোনার পাশাপাশি স্কুলের পরিবেশ তাদের পছন্দ। পড়াশোনা যেন কোনও ভাবেই চাপ না হয় তার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা সচেষ্ট। না বুঝতে পারলে বারবার বুঝিয়ে দেন। স্মার্ট ক্লাস চালু হওয়ায় উপকৃত পড়ুয়ারাও। ভূগোল, বিজ্ঞান, প্রকৃতি সবই দেখানো হচ্ছে স্মার্ট বোর্ডে। খেলার ছলে মজা করে শিখছে পড়ুয়ারা। প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে অধিকাংশ অভিভাবকই সন্তানকে বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করতে চান। সেদিক থেকে দেখতে গেলে পাণ্ডুয়ার এই স্কুল রীতিমতো নজির গড়েছে। প্রধান শিক্ষক সঞ্জীব ঘোষ বলেন, সরকারি স্কুলও যে করতে পারে সেই চেষ্টাই আমরা করেছি। প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা যা থাকে তার থেকে অনেক বেশি আছে আমাদের। স্কুলে ঠান্ডা জলের মেশিন, প্রজেক্টর, অডিও ভিস্যুয়াল মাধ্যমে পড়ানো, পড়ুয়াদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করার উপর আমরা জোর দিয়েছি।

শুরু সমস্যা সমাধান-জনসংযোগ কর্মসূচি

■ শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঠাকুরপুকুর মহেশতলা ব্লকের আশুতি গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবিরে সমস্যা সমাধান-জনসংযোগ কর্মসূচি। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলছেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক ভাস্কর পাল প্রমুখ।

■ বারাসতে সমস্যা সমাধান-জনসংযোগ কর্মসূচির শুরুতে শনিবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সমস্যার কথা শুনে তা মেটালেন জেলাশাসক শরদকুমার দ্বিবেদী।

■ লেক অ্যাভিনিউ সেবক সঙ্ঘের উদ্যোগে পাড়ার জলসার উদ্বোধনে উপস্থিত পণ্ডিত স্বপন চৌধুরী, সাংসদ মালা রায় , শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অসীম বসু, প্রবীর মুখার্জি, এবং সুব্রত দেব-সহ বিশিষ্টরা।

হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ ঘোষিত হল নয়া কমিটি

প্রতিবেদন : হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের কমিটি পুনর্গঠিত হল। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই কমিটির পদাধিকারী ও সদস্যরা হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ পরিচালনা করবেন। ১৮ জানুয়ারি তৈরি হওয়া এই কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন জ্যোতির্ময় কর, দু'জন ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন সাধন জানা ও শেখ সুফিয়ান। পদাধিকার বলে এই কমিটির সদস্য মনোনীত হয়েছেন হলদিয়ার পুরপ্রধান, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি। কমিটিতে আছেন অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য, সুকুমার দে, নন্দকুমার মিশ্র প্রমুখ। থাকছেন অর্থ, পুর ও নগরোন্নয়ন, শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের প্রতিনিধিরাও। কমিটিতে থাকছেন জেলাশাসক, কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের ডেপুটি চেয়ারম্যান, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের নিবাহী পরিচালক, হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রধান নিবাহী আধিকারিক।

অযোধ্যায় যাবেন না নাগা সাধুরা

প্রতিবেদন : শঙ্করাচার্যের পর এবার অযোধ্যা থেকে মুখ ফেরালেন গঙ্গাসাগরের নাগা সাধুরাও। অযোধ্যার রাম মন্দির উদ্বোধনের আমন্ত্রণ পত্রকে প্রত্যাহার করলেন গঙ্গাসাগরের নাগা সাধুরা। তাঁদের কথায়, আমন্ত্রণ পাওয়ার পরেও সাধুকুলের আচার্য গুরুর সম্মান পায়নি। জগৎগুরু শঙ্করাচার্য— সেখানেও তাঁদের সম্মান নেই, সাধু সম্প্রদায় মানুষদেরও সম্মান নেই তাই কোনও নাগা সাধুরাই তাঁদের প্রাপ্য সম্মান না পাওয়ায় অযোধ্যার রাম মন্দির উদ্বোধনে যাবেন না। নাগা সাধুরা প্রশ্ন তোলেন, এটা কী ধরনের রাম মন্দির উদ্বোধন? প্রধানমন্ত্রী একাই পুজো করবেন ও একাই উদ্বোধন করবেন। কোনও হিন্দু মহাসভাও ডাক পায়নি।

রাজ্য
21 January, 2024 • Sunday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদিষ্ট মন্দির প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে কম্বল ও বস্ত্র বিতরণে উপস্থিত অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক নিয়ে মুখ্যসচিবের স্পষ্ট নির্দেশ

তল্লাশির নামে চলবে না বাড়াবাড়ি

প্রতিবেদন : পরীক্ষার্থীদের ব্যাগ, পকেট বা দেহতল্লাশির নামে বাড়াবাড়ি চলবে না। পুলিশকে দিয়েও এই কাজ করানো যাবে না। স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন মুখ্যসচিব। চলতি বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে রাজ্য সরকার সবরকমের বন্দোবস্ত করছে। পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে শনিবার নবান্নে শিক্ষা দফতর এবং পুলিশ, বিদ্যুৎ ও পরিবহণ দফতরের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা। সেখানে তিনি পরীক্ষা পর্ব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে একাধিক নির্দেশ দিয়েছেন বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। পরীক্ষার দিনগুলোতে যেন সকাল থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যায় বাস থাকে পরিবহণ দফতরকে তা নিশ্চিত করতে মুখ্যসচিব পরিবহণ দফতরকে নির্দেশ দিয়েছেন। পরীক্ষায় সময়ে জেলা ও মফস্বলে বিদ্যুতের সরবরাহে কোনও ব্যঘাত যাতে না ঘটে বিদ্যুৎ দফতরকে তা দেখতে বলা হয়েছে। তাছাড়া বন দফতরকে বলা হয়েছে, বনাঞ্চলে যেখানে হাতি বা বন্য পশু বেরিয়ে

আসার কারণে যান চলাচলে অসুবিধা হয়, সেখানে ড্রপগেট ব্যবহার করতে। গত বছরও এরকম ৪০০ ড্রপগেট বসানো হয়েছিল। এবারও অনুরূপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্রে থাকা পুলিশকে দিয়ে যাতে পরীক্ষার্থীদের ব্যাগ, পকেট বা দেহ তল্লাশি না করা হয় সে ব্যাপারে মুখ্যসচিব স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। বৈঠকে তিনি বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস বা অন্যান্য অপ্রীতিকর ঘটনা আটকানোর দায়িত্ব পুলিশের। কিন্তু পরীক্ষার্থীদের ব্যাগ বা পকেট পুলিশ তল্লাশি করলে পরীক্ষা শুরুর আগে তাদের মনে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। এরা কেউ অপরাধী নয় যে পুলিশকে দিয়ে তল্লাশি করাতে হবে। তাই মোবাইল বা কোনও ইলেকট্রনিক গেজেট নিয়ে কোনও পরীক্ষার্থী ঢুকছে কি না পরীক্ষাকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষকরাই তা পরীক্ষা করে দেখবেন। এবারও পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা বাবা-মা কিংবা কোনও অভিভাবককে নিয়ে ঢুকতে পারবেন না। স্কুলের গেটের একশো মিটারের মধ্যে বাইরের কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। পরীক্ষাকেন্দ্রে বিশেষ করে মূল গেটের মুখে সিসিটিভি ক্যামেরা বসাতে হবে। তা মনিটর করবেন কোনও পুলিশ কর্মী। সিভিক ভলান্টিয়ারকে দিয়ে যেন তা করানো না হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ২ ফেব্রুয়ারি থেকে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে। পরীক্ষার সময় ইতিমধ্যে বদল করা হয়েছে। সকাল ৯টায় রিপোর্টিং টাইম রাখা হয়েছে। পৌনে ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চলবে পরীক্ষাগ্রহণ।

রাজ্যের বকেয়া নিয়ে বৈঠকে যৌথ কমিটি

প্রতিবেদন : রাজ্যের মানুষের ন্যায্য দাবির কাছে মাথা নোয়াতে অবশেষে বাধ্য হল কেন্দ্র। একশো দিনের কাজ সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বকেয়া নিয়ে আলোচনা করতে বৈঠক ডাকল প্রধানমন্ত্রীর দফতর। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ কমিটি গড়ার প্রস্তাব আসে। সেই কমিটিই বৈঠকে বসতে চলেছে এতদিন পরে। গতবছর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১০০ দিনের বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য দিল্লিতে গিয়েছিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। মন্ত্রীর দফতরে ধরনাতেও বসেছিলেন তৃণমূলের নেতারা। দিল্লি গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অভিষেক সহ তৃণমূলের আরও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা। সেই বৈঠকের আগেও মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, বাংলার প্রাপ্য টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। আবাস যোজনা, গ্রামের রাস্তা, ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই রাজ্য থেকে জিএসটি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কিন্তু রাজ্যের ভাগ দেওয়া হচ্ছে না। ওদের টাকা চাই না, অন্তত আমাদের ভাগের টাকা দিয়ে দিন। এরপর দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাব দিয়েছিল, বকেয়া জট কাটানোর জন্য কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ কমিটি তৈরি করা হোক। সেই কমিটিরই এবার বৈঠক বসতে চলছে। যা বকেয়া জট কাটানোর প্রথম ধাপ বলে মনে করছেন নবান্নের কর্তারা। নবান্ন সূত্রে খবর, দিল্লিতে এই বৈঠক হতে চলেছে ২৩ জানুয়ারি। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যের বকেয়া নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে সচিব স্তরে তৈরি কমিটি এই বৈঠক করবে বলে জানা গিয়েছে। যেসব দফতরের বরাদ্দ আটকে রয়েছে সেই সব দফতরের সচিবদের নিয়ে এই কমিটি তৈরি করা হয়েছে। সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে তাই ৬টি দফতরের আধিকারিকদের উপস্থিত থাকার কথা। এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নের সচিব পি উলগানাথান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম, পুর ও নগরোন্নয়ন সচিব খলিল আহমেদ, শিক্ষাসচিব মণীশ জৈন ওই বৈঠকে যোগ দেবেন। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে সবচেয়ে বেশি টাকা আটকে আছে রাজ্যের। এই প্রকল্পের প্রায় আট হাজার কোটি টাকা বাংলার পাওনা বলে জানা গিয়েছে।

বীরবাহার পছন্দ লিটল ম্যাগাজিন

প্রতিবেদন : বইমেলায় এসে লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহ করতেই বেশি উৎসাহিত থাকেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। মেলা প্রাঙ্গণে এসে খোশমেজাজে জানান মন্ত্রী। উদ্বোধনের দিন থেকেই জমে উঠেছে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা। শনিবার প্রথম ছুটির দিনেই সকাল থেকেই দেখা গেল উপচে পড়া ভিড়। বইমেলা মানেই শীতকাল আর শীতকাল মানেই বইমেলা— এই চেনা ছকে মিঠে রোদ গায়ে মেখে সেন্ট্রাল পার্কে জমজমাট পুস্তক মেলা। বহু মানুষের ঢল নেমেছিল বইমেলায়। একই সঙ্গে স্টলেও ছিল ভিড়। সুতরাং নেট দুনিয়ায় ই-বুক যতই ট্রেন্ড্রি হোক না কেন, পাতা উল্টে বই পড়ার মজা মানুষের ছিল, থাকবে এবং বইমেলাও মাথা উঁচিয়ে বেঁচে থাকবে তার ঐতিহ্য নিয়ে। এদিন মেলায় দেখা মেলে মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার। বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখার পাশাপাশি তিনি জানান, বই কখনও পুরনো হয় না। বইয়ের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটানো যায়। আমি বইমেলায় এসে শান্তি পাই। অনেক বই কেনার আছে। সবথেকে বেশি সংগ্রহ করতে ভালবাসি লিটল ম্যাগাজিন।

■ শনিবার বইমেলায় মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা।

আদালতে হাজিরা

প্রতিবেদন : নির্ধারিত দিনের আগেই আলিপুর আদালতে হাজিরা দিলেন সাংসদ- অভিনেত্রী নুসরত জাহান। শনিবার আলিপুরের নিম্ন আদালতে হাজিরা দেন তিনি। ফ্ল্যাট সংক্রান্ত মামলায় আদালতে সশরীরে হাজিরা দিতে না চেয়ে আলিপুর জজ কোর্টে আবেদন করেছিলেন নুসরত।

পুলিশের না

প্রতিবেদন : বিজেপির বঙ্গ সঙ্গীত মেলা বাতিল হয়ে গেল। শনিবার প্রিন্সেপ ঘাটে এই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। পুলিশের অনুমতি না মেলায় তা বাতিল হয়ে যায়। 'কালচারাল অ্যান্ড লিটেরারি ফোরাম অফ বেঙ্গল' ছিল এর আয়োজক। পুলিশ জানিয়েছে, দেরি করে আবেদন জানানোয় অনুমতি মেলেনি।

আদালতের নিরাপত্তায় জোর পুরসভার

সংবাদদাতা, বনগাঁ : বনগাঁ সীমান্ত শহরকে পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছে বনগাঁ পুরসভা। শহরকে যানজট মুক্ত করে দুর্ঘটনা কমানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। সম্প্রতি ছেলেকে স্কুলে দিয়ে ফেরার সময় পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় মায়ের। বাবাও গুরুতর জখম হন। এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্য জোরদার পদক্ষেপ নিয়েছেন বনগাঁর পুরপ্রধান গোপাল শেঠ। শুক্রবার পুরসভার অডিটোরিয়ামে এই নিয়ে বৈঠক হয়। একইসঙ্গে বনগাঁ মহকুমা আদালতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে উদ্যোগী হয়েছে পুরসভা ও প্রশাসন। এই লক্ষ্যে বনগাঁ মহকুমা আদালত পরিদর্শন করেন আদালতের বিচারক, পুরপ্রধান গোপাল শেঠ, বনগাঁর এসডিপিও অর্ক পাঁজা এবং আইনজীবীরা। আদালতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে আদালত চত্বরে বিক্ষিপ্তভাবে থাকা দোকানপাট নির্দিষ্ট জায়গায় বসানোর সিদ্ধান্ত হয়। আদালতের বাইরে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে। বিচারপ্রার্থী ও তাঁদের আত্মীয়দের নির্দিষ্ট পরিচয়পত্র দেখিয়ে আদালতে প্রবেশ করতে হবে। গোটা আদালত চত্বরে থাকবে সিসিটিভির নজরদারি।

■ পার্ক সার্কাসে ২২ জানুয়ারির মিছিলের প্রস্তুতিসভায় সুব্রত বক্সি, ডাঃ শান্তনু সেন, দেবাশিস কুমার, বাবুল সুপ্রিয়, জয়প্রকাশ মজুমদার প্রমুখ।

■ নন্দীগ্রাম পল্লি উৎসবের উদ্বোধনে ডাঃ শান্তনু সেন, অখিল গিরি, জ্যোতির্ময় কর, শেখ সুফিয়ান, জয়প্রকাশ মজুমদার।

মোদির 'অমৃতকাল'-এ ক্ষুধা ও অপুষ্টি

প্রতিবেদন : সামনে এল কেন্দ্রের মোদি সরকারের 'অমৃতকাল'-এর হাঁড়ির হাল। পরিসংখ্যান বলছে, কম উন্নত দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় রয়েছে আমাদের দেশ। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভের গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সে উঠে এসেছে দেশের ক্ষুধা ও অপুষ্টির ভয়াবহ ছবিটা। সমীক্ষা বলছে, ভারতের জনসংখ্যার ৬.৭ শতাংশ এখনও দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। মাত্র এক শতাংশ উচ্চবিত্তের হাতে রয়েছে দেশের মোট সম্পদের ৪০.৫ শতাংশ। বিশ্ব ক্ষুধাসূচক অনুসারে ১২৫টি দেশের মধ্যে ১১১ নম্বরে রয়েছে ভারত। ৩১.৭ শতাংশ শিশুর বিকাশ ব্যহত হয়েছে। ১৫-৪৯ বছর বয়সী মহিলাদের ৫৭ শতাংশই রক্তাল্পতায় ভুগছেন। এই হল মোদির অমৃতকালের আসল ছবি। কেন্দ্রীয় সরকার যখন রাম মন্দিরের ঢাক পেটাতে ব্যস্ত তখনই সামনে এল হাঙ্গার ইনডেক্সের এই পরিসংখ্যান।

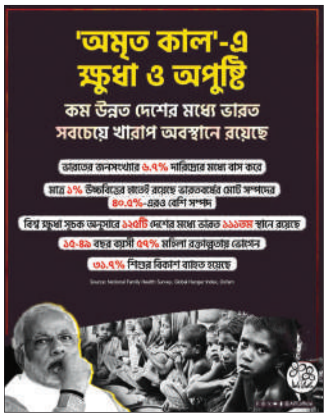

ধান কেনাতেও কেন্দ্রের বঞ্চনা

(প্রথম পাতার পর)

এই পরিস্থিতিতেও উন্নয়নের ধারা বজায় রেখে মা-মাটি-মানুষের সরকার আসন্ন অর্থবর্ষে বাংলার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ৩০ হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে। এর ফলে রাজ্যের ১১ লক্ষ ৮০ হাজার গোষ্ঠী উপকৃত হবে। পঞ্চায়েত ও সমবায়মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের উৎপাদিত সামগ্রী নিয়ে সৃষ্টিশ্রী মেলার উদ্বোধন করতে এসে বলেন, কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও গ্রামীণ অর্থনীতি এগিয়ে চলেছে রাজ্যে। গোষ্ঠীর কাজ এখন গ্রামে বিকল্প কর্মসংস্থানের পথ দেখাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে হেঁটেই গ্রামীণ শিল্পীদের তৈরি নানা সামগ্রী কর্মসংস্থানের নয়া দিশা দেখাচ্ছে। শুধু যে বাংলার মহিলারা আত্মনির্ভরতার হচ্ছেন তা নয়, তাঁরা দেশকে পথ দেখাচ্ছে।

উল্লেখ্য, কলকাতার বুকে ১২ দিন ধরে চলা মেলায় ২৩ কোটি টাকার সামগ্রী বিক্রি হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে স্বনির্ভর দলের সদস্যরা ব্যবসা করার জন্য ২১ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। এবার তা আরও বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

বিধায়ক করবী মান্নার নেতৃত্বে হরিপাল ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল

ধূপগুড়ি মেতে রয়েছে উচ্ছ্বাসে
দায়িত্ব নিলেন নয়া মহকুমা শাসক

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : সদ্যগঠিত ধূপগুড়ি মহকুমার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন নতুন মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী। এই খুশির খবরে গতকাল থেকেই তৃণমূল কর্মী থেকে সাধারণ মানুষ, সকলে উৎসবে মেতেছেন। এদিনও আবির খেলে, লাড্ডু বিতরণ করে, উল্লাস মিছিল করল ধূপগুড়ি মহকুমা নাগরিক মঞ্চ। ডাকবাংলো চত্বরে জড়ো হন মঞ্চের সদস্যরা। এরপর ব্যান্ডপার্টি নিয়ে আবির খেলে ও পথচারীদের লাড্ডু বিতরণ করে বিডিও অফিস চত্বরে যায়। সেখানে গিয়ে নতুন মহকুমা শাসককে বরণ করে নেন মঞ্চের সদস্যরা।

রাজ্য সরকার শুক্রবার মহকুমার গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করে এবং নতুন মহকুমা শাসকের নাম ঘোষণা করে। শনিবার ধূপগুড়ি বিডিও অফিসের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের কার্যালয়ে এসে মহকুমা শাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তমোজিৎ চক্রবর্তী। দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ভীষণ খুশি তিনি। সাংবাদিকদের জানালেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ধূপগুড়ি মহকুমার পথচলা শুরু হল। আমি ভীষণ খুশি জলপাইগুড়ি মহকুমা ও ধূপগুড়ি মহকুমার জন্য কাজ করতে পারব বলে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী সকলে সরকারি প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন কি না সেটা সর্বপ্রথম দেখতে চাই। প্রতিনিয়ত এখন থেকে ধূপগুড়িতে বসব। নতুন মহকুমা শাসককে তৃণমূল জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ মিষ্টিমুখ করিয়ে সংবর্ধনা দেন। পুরসভার তরফে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিরাও সংবর্ধিত করেন। ধূপগুড়ি প্রেস ক্লাবও পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে। মহকুমা শাসক দায়িত্ব নেওয়ার পর বিডিও, আইসি ও ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে নিয়ে একটি বৈঠক সারেন।

পথচারীদের মিষ্টিমুখ করানো হচ্ছে। ডানদিকে, নতুন মহকুমা শাসককে সংবর্ধনা জানানো হচ্ছে। ধূপগুড়িতে।

ব্যাঙ্ককর্তার রহস্যমৃত্যু

প্রতিবেদন : সন্ধ্যা ৭টা ৩৯ মিনিটে স্ত্রী লিখিতা লাবণ্যর ফোনে লোকেশন দেওয়া মেসেজ এল। যেখানে লেখা 'আমার মৃতদেহ নিতে হলে এখানে এস।' তারপরেই ফোন বন্ধ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে লিখিতাদেবী স্বামীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর পেলেন। যুবক থাকেন কলকাতায় চেতলার ফ্ল্যাটে। কর্মস্থল গার্ডেনরিচ। অথচ শুক্রবার রাতে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের কর্মচারী সমবায় ব্যাঙ্কের ডেপুটি চিফ ম্যানেজার ইয়েরা সাম্বা স্বরূপের (৩০) দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ পাওয়া গেল খড়গপুর-মেদিনীপুর শাখার রাজগ্রাম রেলগেটের একটু দূরে রেললাইনে। বাড়ি অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে কৃষ্ণনগরে। বাড়িতে স্ত্রী ও চার বছরের কন্যাসন্তান। রহস্য তৈরি হয়েছে স্ত্রী থেকে শুরু করে সহকর্মীদের মনে। জিআরপি মৃতের দুটি মোবাইল ফোন ও একটি হাতঘড়ি পেলেও বাইক পায়নি।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

■ কাতলামারি সন্তোষপুর হাই মাদ্রাসার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল শনিবার। ছিল ১০০ মিটার, দৌড়, হাঁড়িভাঙা, এবং হাইজাম্প লংজাম্প ইত্যাদি। ছিলেন মালদহ জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন, মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান, প্রধান শিক্ষক মফিজউদ্দিন প্রমুখ।

ভ্রমণ নিয়ে পত্রিকা

■ বাঙালি ঘুরতে ভালবাসে। তাই ভ্রমণ নিয়ে পত্রপত্রিকার চাহিদাও খুব। সেই সূত্রেই ৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার দ্বিতীয় দিনে বিশিষ্ট আলোকচিত্রী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দফতরের যুগ্ম কমিশনার অনুপম হালদার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করলেন 'দূরে কোথাও পাবলিকেশন'-এর স্টলের। ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক অরিন্দম ভট্টাচার্য প্রমুখ।

অবশেষে মিলল দেহ

■ অবশেষে ছয়দিনের মাথায় সুবর্ণরেখা নদীতে তলিয়ে-যাওয়া কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। শনিবার সকালে, গোপীবল্লভপুর ১ ব্লকের আলামপুর এলাকায় সুবর্ণরেখার জলে। কুঠিঘাট এলাকায় গত সোমবার মকরসংক্রান্তির দিন সুবর্ণরেখা নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়েছিল সূর্য পাল (১৭)।

রাজ্যপাল-নিযুক্ত উপাচার্যেরা শিক্ষাক্ষেত্রে গেরুয়াকরণ চান
শিলিগুড়িতে তুমুল সমালোচনায় তৃণাঙ্কুর

সভায় বক্তা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গৈরিকীকরণের চেষ্টা করছেন রাজ্যপালের দ্বারা নিযুক্ত উপাচার্যেরা। বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনীতির প্রচারমঞ্চে পরিণত করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা তা প্রমাণ করে দিল। এর প্রতিবাদে শনিবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়। ছিলেন রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে বিজেপির দার্জিলিং কেন্দ্রের লোকসভার সম্ভাব্য প্রার্থী হর্ষবর্ধন শ্রীঙলাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে মোদি সরকারের গুণগান করান উপাচার্য সি ভি রবীন্দ্রন। ভরা সভাকক্ষে সমস্ত ছাত্রছাত্রীর সামনে নিজেকে মোদির খাস লোক হিসেবেই তুলে ধরেন। যার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন পড়ুয়ারা। তৃণমূল ছাত্র পরিষদও তীব্র নিন্দা করেছে। তৃণাঙ্কুর বলেন, আমরা প্রথম থেকেই বলেছিলাম, রাজ্যপাল যে উপাচার্যদের নিয়োগ করছেন, তাঁদের শিক্ষাগত কোনও যোগ্যতা নেই। রাজ্যপাল শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রকে গৈরিকীকরণের জন্য এই ভিসিদের নিয়োগ করেন। সেই কথা সত্যি প্রমাণিত হল। এঁরা সবসময় চেষ্টা করছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে রাজনীতির ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করতে। শিক্ষিত সমাজকে ভুলপথে চালিত করছে। আমরা ধিক্কার জানাই।

শিলিগুড়িকে জঞ্জালমুক্ত করতে বিশেষ উদ্যোগ

বৈঠকে গৌতম দেব, রঞ্জন সরকার ও কাউন্সিলররা।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : শহরের জঞ্জাল অপসারণে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে শিলিগুড়ি পুরসভা। শহরকে জঞ্জালশূন্য করে তোলার লক্ষ্য মেয়র গৌতম দেবের। তাই শনিবার পুরসভার উদ্যোগে বিশেষ আলোচনাসভা হল শিলিগুড়িতে। ৪৭টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, ওয়ার্ড কমিটির সদস্য ও এসডব্লুএম কমিটির সদস্যদের নিয়ে সভা হয়। নির্মলসাথী ও নির্মলবন্ধু কর্মীরাও ছিলেন। সভায় প্রোজেক্টারের মাধ্যমে এসডব্লুএমের বিভিন্ন কাজ তুলে ধরা হয়। মেয়র গৌতম দেব বলেন, কর্মশালা করা হচ্ছে। শহরকে দূষণমুক্ত করতে হবে। জঞ্জালশূন্য করতে হবে। তিনি ঘোষণা করেন, জঞ্জাল অপসারণে যে ওয়ার্ড ভাল কাজ করবে তাদের পুরস্কৃত করা হবে। নির্মলসাথী ও নির্মলবন্ধুদের কাজের উপরেও নজর রাখা হবে। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, জঞ্জাল অপসারণে ১২৪ জন নির্মলসাথী ও নির্মলবন্ধু নিয়োগ করা হয়েছে। সরকার ১১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এসডব্লুএমের কালেকশনের টাকা নিয়ে পুর বোর্ড বিশেষ গাইডলাইন তৈরি করেছে, সেটার উপরে নজর রাখতে হবে।

জঙ্গলমহলে মহিলা তৃণমূলের পাড়াবৈঠক

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশমতো জঙ্গলমহলে তৃণমূলের 'পাড়াবৈঠক' কর্মসূচি শুরু হল। আগামী লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করতে মহিলা তৃণমূলের ঘোষিত কর্মসূচি 'চলো পাল্টাই' শনিবার ঝাড়গ্রাম ব্লকের বাঁধগোড়া অঞ্চল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে হল চিচুড়গেড়িয়া গ্রামে। লোকসভা নির্বাচনের আগে বুথস্তরে দলীয় সংগঠনকে চাঙ্গা করার পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের মনোবল বাড়াতে এই কর্মসূচি বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি এই কর্মীবৈঠকে পাড়ার যুবক-যুবতী থেকে বৃদ্ধরাও একসঙ্গে মিলিত হয়ে বিভিন্ন কথা আলোচনা করেন। ছিলেন রেখা সরেন, তৃণমূল নেত্রী অলোকা মাহাতো, অঞ্চল সভাপতি শঙ্কর বেজ, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নেপাল চট্টোপাধ্যায় ও প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান বিপ্লব মানা প্রমুখ।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

21 January, 2024 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

উন্নয়নে না পেরে ধর্ম নিয়ে টানাটানি

রায়গঞ্জে প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকে উন্নয়ন করে চলেছেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে উত্তর দিনাজপুরের পিছিয়ে-পড়া এলাকার মানুষও সব সরকারি পরিষেবা পাচ্ছেন। কিন্তু উন্নয়নে হারাতে না পেরে ধর্মের নামে ভোট চাইতে আসছে বিজেপি। তাই লোকসভা নির্বাচনে সকল কর্মী-সমর্থককে এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। আর এই ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে আসা দলকে প্রতিহত করতে হবে। শনিবার উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ডাকে রায়গঞ্জ ব্লক ২-এর বুথ ও অঞ্চল সাংগঠনিক সভায় মন্তব্য করলেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন। জগদীশপুর, ভাতুনে আয়োজিত সভায় ছিলেন কৌশিক গুণ, দীপঙ্কর বর্মন, লাকেশ্বর বর্মন, আশরাফুল আলি প্রমুখ। এদিন অঞ্চল ও বুথ যুব সভাপতি কমিটি ঘোষণা করা হয়।

কোচবিহারে সভায় ছবি-মোদিকে বিঁধলেন চন্দ্রিমা

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে যাবেন না, স্বাস্থ্যসাথীতে ওঁর ছবি নেই

সংবাদদাতা, কোচবিহার : শতাধিক মহিলাকে নিয়ে কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ি গ্রামে পাড়াবৈঠক করলেন মহিলা তৃণমূল রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রভবনে। জেলা তৃণমূলের ডাকে কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলার প্রতি বঞ্চনা, একশো দিনের কাজের টাকা না দেওয়া, মুখ্যমন্ত্রী তথা মহিলাদের প্রতি অসম্মানের প্রতিবাদ জানিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ শপথ নেওয়া হয় এদিন। চন্দ্রিমা বলেন, দিদি মহিলাদের অনেক সম্মান দিয়েছেন, তাঁর হাত শক্তিশালী করতে হবে। লোকসভা ভোট হবে। তবে সারা বছর আন্দোলন কর্মসূচিতে মহিলারা মিলিত হই। নির্বাচন আসছে, আরও সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। ৪২-এ ৪২ পেতে হবে। ফার্স্ট হবেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপি সাংসদ বলেছিলেন, স্পোর্টস হাব হবে। কিন্তু হয়েছে কী? কী করে হবে! প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের পয়সা খরচ করে সেলফি জোন বানাচ্ছেন, অথচ একশো দিনের কাজের টাকা দিচ্ছেন না। ২০২১ সালে কাজ করিয়ে নিয়েছে কিন্তু সেই টাকা দেয়নি। আবাস যোজনার টাকার জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে কবে তিনি দেবেন। ভুল অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে বলছে চুরি করা হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা করছেন, তা টুকে করতে চাইছে কেন্দ্র সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে যেও না। স্বাস্থ্যসাথীতে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি লাগাতে হয়নি। দিনহাটায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের উদ্যোগে আয়োজিত স্বাস্থ্যমেলার উদ্বোধনও করেন তিনি।

মহিলাকর্মীদের শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। আছেন স্মিতা বক্সি, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ। রবীন্দ্রভবনে।

উত্তর দিনাজপুরে বুথেই সমস্যা সমাধান

সংবাদদাতা, করণদিঘি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের সর্বশেষ প্রান্তিক মানুষটির হাতেও সকল পরিষেবা পৌঁছে দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। সেই লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নব উদ্যোগ— সমস্যা সমাধান জনসংযোগ শুরু হয়ে গেল বুথে বুথে। সকল সরকারি পরিষেবা একেবারে বাড়ির দুয়ারে পৌঁছে যাবে বাড়িতে। প্রত্যেক ব্লক ও মিউনিসিপ্যালিটিতে ২০ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে গেল এই শিবির। চলবে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। শিবিরে সব পরিষেবার ফর্ম পাওয়া যাবে। এই ফর্ম পূরণ করে পরিষেবা পৌঁছে যাবে সাধারণ মানুষের কাছে। শিবিরের প্রথম দিনে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পরিষেবা খতিয়ে দেখেন প্রশাসনিক আধিকারকরা। জেলার করণদীঘি, চাকুলিয়া, গোয়ালপোখর ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক হসিন জহরা রেজবি, ইসলামপুরের মহকুমা শাসক মহম্মদ আব্দুল শাহিদ প্রমুখ।

মহকুমা শাসক মহম্মদ আব্দুল শাহিদ সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন করণদিঘিতে।

প্রকল্প নিয়ে খোঁজখবর জেলাশাসকের

সংবাদদাতা, কোচবিহার : দিনহাটার প্রত্যন্ত এলাকার সাধারণ মানুষ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন কি না তা সরজমিনে দেখতে দিনহাটার এক গ্রামে পৌঁছে গেলেন কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দকুমার মিনা। শনিবার দুপুরে, দিনহাটা ১ ব্লকের বড় আটিয়াবাড়ি ১ ও বড় আটিয়াবাড়ি ২ গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় যান তিনি। জনসংযোগ কর্মসূচির অধীনে এদিন সংশ্লিষ্ট ওই দুটি গ্রামপঞ্চায়েতে এলাকায় যান জেলাশাসক। ওই দুটি গ্রামপঞ্চায়েতে এদিন দুয়ারে সরকার কর্মসূচি হয়। সেখানেও সাধারণ মানুষ সঠিকভাবে সমস্ত প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন কিনা খোঁজখবর নেন জেলাশাসক। ওঁকে অনেকেই বিধবাভাতা, বার্ধক্যভাতা পেয়ে কতটা সুবিধা হয়েছে জানিয়ে ধন্যবাদ দেন। আবাস যোজনার ঘরের জন্য আবেদন জানান অনেকে। জেলাশাসক পরিদর্শনে গেলে সেখানে ছিলেন দিনহাটা ১ নং ব্লকের বিডিও গঙ্গা ছেত্রী, দিনহাটা থানার আইসি সুরজ থাপা, ব্লক ও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। গ্রামের একটি সরকারি স্কুলে ঢুকে মিড ডে মিল কেমন চলছে, তা ঘুরে দেখেন জেলাশাসক।

দিনহাটার গ্রামে জেলাশাসক অরবিন্দকুমার মিনা।

মৃত সিভিক ভলান্টিয়ার

সংবাদদাতা, চোপড়া : বালিবোঝাই ডাম্পারের সঙ্গে মোটরবাইকের মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষে মৃত্যু হল এক সিভিক ভলান্টিয়ারের। শনিবার। উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া ব্লকের দাসপাড়া পঞ্চায়েতের বাঁধেরহাট এলাকায়। মৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম জয়নাল হক। বাড়ি চোপড়া ব্লকের অম্বিকানগর এলাকায়। চোপড়া থানায় সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কর্মরত ওই যুবক ডিউটি করে বাড়ি ফেরার পথে ঘটে এই দুর্ঘটনা। গুরুতর জখম অবস্থায় জয়নালকে শিলিগুড়ির এক বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে জানান। ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকা জুড়ে। ঘাতক ডাম্পারটিকে আটক করেছে পুলিশ।

দিনমজুরি করে পড়াশোনা চালিয়েও প্রশান্ত বিডিও

অমিতকুমার মহলী

তিনি দেখালেন, মনের জেদে গরিব ঘরের ছেলে হয়েও ডব্লবিসিএস পাশ করা যায়। কৃষিজমি ছিল না, বাবা দিনমজুরি করতেন। মা বাসন মাজতেন লোকের বাড়ি। তীব্র অনটন সত্ত্বেও পড়াশোনা করতেন মনপ্রাণ দিয়ে। আবার বাবার সঙ্গে যেতেন অন্যের জমিতে কাজ করতে। কখনও ধানকাটা, পাটচাষ বা মাটিকাটা। দারিদ্র্যের কাছে হার মানেননি কোচবিহারের প্রশান্ত বর্মন। মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই শিক্ষকতার চাকরি পেয়ে যান। এখানেই থেমে থাকার বান্দা নন। পাখির চোখ ডব্লবিসিএস। একবার পড়াশোনার ব্যাপারে বিডিও অফিসে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরতে হয়। ঠিক করেন, একদিন ওই চেয়ারে বসবেন। দেখবেন, কাউকে হতাশ হয়ে যেন ফিরতে না হয়। শুরু হয় আরেক লড়াই। শিক্ষকতার পাশাপাশি ডুবে যান গভীর পড়াশোনায়। কঠোর পরিশ্রমে আসে সাফল্য। ডব্লবিসিএস পাশ করে বর্তমানে রাজগঞ্জ ব্লকের বিডিও। অফিসে পৌঁছেই গরিব মানুষজনের সমস্যার কথা মন দিয়ে শোনেন। চেষ্টা করেন যাতে সরকারি পরিষেবা থেকে কেউ বঞ্চিত না হন। পড়ুয়াদের সমস্যা সমাধানে বিশেষ নজর দেন। বলেন, রাজ্য সরকার স্বামী বিবেকানন্দ, কন্যাশ্রীর মতো একাধিক স্কলারশিপ দেয়। পড়ুয়াদের খুব কাজে লাগে। ব্যক্তিগতভাবেও দেখি, যাতে কেউ সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত না হয়। অল্প দিনেই গরিবের মসিহা হয়ে উঠেছেন প্রশান্ত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঝাড়গ্রামে সাঁকরাইল ব্লকের মুরুনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে বিধায়ক দুলাল মুর্মু, সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি প্রমুখ

আমার বাংলা

21 January, 2024 • Sunday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২১ জানুয়ারি ২০২৪
রবিবার

অপরাধ দমন ও পর্যটক নিরাপত্তায় জেলা পুলিশের বড় উদ্যোগ

দিঘার হোটেলে চালু ই-পোর্টাল অতিথি

সংবাদদাতা, দিঘা : দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর, শঙ্করপুর-সহ গোটা পূর্ব মেদিনীপুরের হোটেল ব্যবস্থাপনায় অপরাধ দমন-সহ নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে জেলা পুলিশ। জেলার সমস্ত হোটেল, লজ ও গেস্টহাউসের বহিরাগত ভাড়াটিয়া, পেয়িংগেস্টদের সম্পূর্ণ রেকর্ড ধরে রাখার জন্য চালু করা হয়েছে ই-পোর্টাল 'অতিথি'। hotel.emdp.in-এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে এই সুবিধা। বড়দিনের আগে থেকেই পুলিশের তরফে এই ব্যাপারে জানিয়ে দেওয়া হয় হোটেল সংগঠক ও মালিকদের। কীভাবে তথ্য আপলোড করতে হবে তারও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কিন্তু বহু হোটেল এখনও সংশ্লিষ্ট পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করেনি বলে অভিযোগ। তাই ফের ওই পোর্টালে নাম নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর জন্য মাইকে প্রচারও চালাচ্ছে পুলিশ। হোটেলগুলি অবিলম্বে পোর্টালভুক্ত না হলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তা দেওয়া হচ্ছে। প্রতি বছরই লক্ষ লক্ষ পর্যটক বেড়াতে আসেন সৈকতনগরী দিঘা-সহ আশপাশের পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে। পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন শহরের হোটেল-লজগুলিতে অনেকেই

পড়াশোনা, চাকরি ও ব্যবসার জন্য বসবাস করেন। এই ব্যবস্থার ফলে অপরাধ জগৎ ও অপরাধপ্রবণ মানসিকতার লোকদের থাকার ঝুঁকি কমবে। জেলা পুলিশের বক্তব্য, সাধারণ মানুষের সুরক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দিঘা-সহ আশপাশের পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে অপরাধীদের লুকিয়ে থাকা আটকাতেই মূলত এই ব্যবস্থা। মাঝে মাঝেই দেখা যায় কোনও অপরাধী তার সঙ্গীকে হোটেলে খুন করে পালিয়ে যায়। আবার রাজ্য বা দেশের কোথায় জঘন্য অপরাধ করে এই সব পর্যটন কেন্দ্রে গা-ঢাকা দিয়ে অপরাধীরা লুকিয়েও থাকে। তাদের সম্পর্কে কোনও তথ্য না থাকায় জেলা পুলিশ সেই সব অপরাধীকে সহজে ধরতে পারে না। তাই পুলিশ মনে করছে, এই ব্যবস্থায় এই সব পর্যটন কেন্দ্রে লুকিয়ে থাকা অপরাধীদের উপর সহজে নজরদারি চালানো যাবে। আবার এই সব পর্যটন কেন্দ্রে থাকা অবস্থায় কেউ অপরাধ করে পালালেও তার খোঁজ করা অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে। জেলার পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'মূলত অপরাধ দমনে এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জেলা পুলিশের এই উদ্ভাবনী প্রযুক্তির দ্বারা আরও সহজ ও সুন্দর হবে হোটেল ব্যবস্থাপনা।' এই বিষয়ে দিঘা শংকরপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী জানান, পুলিশ থেকে এই সংক্রান্ত নির্দেশ পেয়ে অনেক হোটেল সেই কাজ শুরুও করেছে। পর্যটন কেন্দ্রের সুরক্ষা ও অপরাধীদের পাকড়াও করার এই ব্যবস্থা প্রশংসাযোগ্য। তবে পর্যটক মহলের প্রশ্ন, হোটেল কর্তৃপক্ষ কি রাত্রিবাস করা সব পর্যটকের নথি পোর্টালে আপলোড করবে, নাকি সেই অজুহাতে বেশি ভাড়া নেবে?

পুরস্কৃত করা হবে তিন জেলাশাসককে

নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা প্রচার ও ভোটদানে উৎসাহ দেওয়ার প্রক্রিয়ার ভাল কাজের সুবাদে রাজ্যের তিন জেলাশাসককে পুরস্কৃত করবে নির্বাচন কমিশন। ২৩টি জেলার মধ্যে তিনটি বিভাগে সেরা হওয়ার নিরিখে 'স্টেট অ্যাওয়ার্ডস ফর বেস্ট ইলেক্টোরাল' পুরস্কার দেওয়া হবে। ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবসে রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠানে কলকাতার আলিপুরে ভাষাভবন প্রেক্ষাগৃহে ওই সম্মাননা প্রদান করা হবে। পুরস্কার পাবেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরদকুমার দ্বিবেদী, হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য ও পুরুলিয়ার জেলাশাসক রজত নন্দা।

কেরলে গিয়ে মৃত্যু মুর্শিদাবাদের যুবকের

সংবাদদাতা, ডোমকল : ফের ভিনরাজ্যে মৃত্যু হল বাংলার এক শ্রমিক সিনারুল ইসলামের (২২)। কোলের ছেলেকে মানুষ করা আর বোনের বিয়ে দেওয়ার আশায় রোজগার করতে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎই হাইভোল্টেজ তারের সংস্পর্শে শুক্রবার মৃত্যু হল তাঁর। মর্মান্তিক এই খবর গ্রামের বাড়ি মুর্শিদাবাদের ফকিরাবাদ পূর্বপাড়ায় পৌঁছেতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। শুক্রবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে কেরলের ত্রিশুরে। জানা গিয়েছে, মাস চারেক আগে রোজগারের আশায় কেরলে পাড়ি দেন সিনারুল। এর্নাকুলাম জেলার প্রেমবাভুর আল্লাপাড়ায় থাকতেন। সেখানেই পিচ রাস্তা নির্মাণের কাজ করতেন। হঠাৎ ত্রিশুর এলাকায় কাজ পড়ায় সেখানে দিন দশেকের জন্য যান।

বাইশের সর্বধর্ম সমন্বয় মিছিলের প্রস্তুতি বৈঠক

সংবাদদাতা, নলহাটি : শনিবার বিকেলে নলহাটি ২ ব্লকের লোহাপুরে তৃণমূলের বৈঠক হল ২২ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা সর্বধর্ম সমন্বয়ে শান্তিপূর্ণ মিছিলকে সার্থক করার লক্ষ্যে। ছিলেন ব্লক সভাপতি রেজাউল হক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বরুণ ভট্টাচার্য, প্রাক্তন ব্লক সভাপতি কুদরতে খোদা, প্রাক্তন শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ও ব্লকের সাধারণ সম্পাদক আবু জাহের রানা, যুব তৃণমূল সহ সভাপতি আব্দুস সালাম-সহ নেতৃত্ব।

ক্যানসার সচেতনতায়

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : শনিবার ক্যানসার সচেতনতা অনুষ্ঠান করল মহানন্দা ক্যানসার হসপিটাল সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এ-বিষয়ে বার্তা দিতে ও ক্যানসারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্রেক্ষাগৃহ থেকে জংশন মল অবধি পদযাত্রায় সব বয়সী পুরুষ ও মহিলারা অংশ নেন। হাসপাতালের চিফ একজিকিউটিভ জানান, মানুষের জীবনযাত্রা আরও সুস্থ ও স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে এবং ক্যানসারের মতো মারণরোগের থেকে কীভাবে নিজেরাই প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় তার প্রচারেই পদযাত্রা করা হল।

মেচেদায় লাইনচ্যুত মালগাড়ির বগি, ১৪ লোকাল বাতিলে দুর্ভোগ

সংবাদদাতা, মেচেদা : গভীর রাতে লাইনচ্যুত হয়ে গেল মালগাড়ির একটি বগি। ভোগপুর স্টেশনের মাঝে লাইনচ্যুত বগিটিকে বেশ খানিকটা টেনে নিয়ে যায় ইঞ্জিন। ফলে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় রেল লাইন। এই ঘটনায় হাওড়া-খড়্গপুর শাখার একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল করে দেয় রেল। তবে কোনও হতাহতের খবর নেই। রেল সূত্রে খবর, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকটির যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামতি চলছে। কোন কারণে দুর্ঘটনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ৩ নম্বর বগিটির ডানদিকের চাকা রেল লাইন থেকে নেমে যায়। সেই অবস্থাতেই ট্রেনটি বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে যায়। বেলাইন হওয়া বগির চাকার ধাক্কায় রেল লাইনের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। পরে ট্রেনটি নন্দাইগাজন স্টেশনের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে রেলের আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বগিটিকে লাইনে তুলে আনার পর ট্রেনটিকে খড়্গপুরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। রেল সূত্রে খবর, এই দুর্ঘটনার জেরে শনিবার হাওড়া-খড়্গপুর শাখায় ৬টি আপ ও ৮টি ডাউন লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়। যার জেরে বহু ট্রেনযাত্রী অসুবিধায় পড়েন।

আসানসোল হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে মন্ত্রী

সংবাদদাতা, আসানসোল : শনিবার আসানসোল জেলা হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক হয়ে গেল। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী তথা আসানসোল উত্তরের বিধায়ক মলয় ঘটক, হাসপাতাল সুপার নিখিলচন্দ্র দাস, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মোহাম্মদ ইউনুস-সহ হাসপাতালের অন্য আধিকারিকেরা। বৈঠকে হাসপাতালের একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানিয়েছেন জেলা মোঃ ইউনুস। তিনি বলেন, হাসপাতালে ট্রমা কেয়ার সেন্টার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বর্তমানে সেখানে পাঁচটি বেড রয়েছে।

বৈঠকে মন্ত্রী মলয় ঘটক, সুপার ও জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রমুখ।

সুতি ১ ব্লকে শুরু হল প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ পালন

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : রাজ্যে স্বনির্ভরভাবে দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদনের বিষয়ে পর্যালোচনা করতেই রাজ্যজুড়ে পালিত হচ্ছে প্রাণিসম্পদ বিকাশ সপ্তাহ। শুক্রবার শুরু হয়ে চলবে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। অন্যান্য জেলার পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের সুতি ১ ব্লকে হারুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চরকমেলা মাঠে শনিবার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে প্রাণিসম্পদ সপ্তাহের সূচনা করেন উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সুতি ১ প্রাণিসম্পদ বিকাশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। বিভাগের পশু চিকিৎসক প্রদীপকুমার বিশ্বাস জানান, 'অনুষ্ঠানে কাজের সঙ্গে যুক্ত উপভোক্তারা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কাজের খতিয়ান পেয়েছি। আগামীতে রাজ্য সরকারের প্রাণিসম্পদ বিকাশ বিভাগ বেকারত্ব দূরীকরণে তা অনেকটাই সহায়ক হবে এবং এই দফতরের আরও উন্নয়ন করতে পারবে সরকার। দফতরের যে সুযোগগুলো রয়েছে তাও বেকারত্ব কমাতে অনেকটাই কাজে লাগবে বলে আশাবাদী।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুতি ১ পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মাধ্যক্ষ সাবিনুর বিবি ও সুতি ১ প্রাণিসম্পদ আধিকারিকেরা।

হারুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে শুরু হল প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ পালন।

খুদে পড়ুয়াদের বার্ষিক ক্রীড়া

সংবাদদাতা, নলহাটি : শনিবার নলহাটি ২ ব্লকের লোহাপুর এমআরএম হাইস্কুল মাঠে প্রাথমিক, নিম্ন বুনিয়াদি, মাদ্রাসা ও শিশুশিক্ষা কেন্দ্রসমূহের ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন বিডিও রজতরঞ্জন দাস, জয়েন্ট বিডিও বিধানরঞ্জন হাওলাদার, কৃষি আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বরুণ ভট্টাচার্য, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক দেবদাস হালদার, ক্রীড়া সম্পাদক মহঃ আতাউর রহমান প্রমুখ।

বিজেপির ৯ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

চোর সন্দেহে মহিলাকে নগ্ন করে নিগ্রহ

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : চোর ধরতে পুলিশ নয়, ওঝা ডাকার এই নির্দেশে নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের বিরুলিয়া গ্রামে বিজেপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ছি-ছিক্কার পড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি প্রতিবেশী মহিলাকে চোর সন্দেহে নগ্ন করে তল্লাশির ঘটনাতেও উত্তেজনা ছড়ায় নন্দীগ্রামে। এই নিন্দনীয় ঘটনায় নন্দীগ্রাম থানায় বিজেপির ৯ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে প্রকাশ, নলধড়কার সাহায্যে প্রতিবেশী চুরির ঘটনায় জড়িত সন্দেহ করে এলাকায় মাইকিং করে সালিশিসভা বসে। মহিলার বাড়িতে চলে হামলা। পরিবারের সদস্যদের মারধর করে বাড়িছাড়া করার ঘটনা ঘটে। এলাকায় মাইকিং করে একঘরে করার নিদান দেওয়া হয়। গোটা ঘটনায় অভিযুক্তরা বিজেপির নেতা-কর্মী হিসেবে পরিচিত। বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি প্রলয় পালের খাসতালুকে এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। মহিলার পরিবার স্থানীয় ৯ বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে নন্দীগ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। প্রসঙ্গত, কদিন আগে বিরুলিয়া গ্রামের শিবশঙ্কর জানার বাড়ি থেকে সোনার গয়না চুরির ঘটনা ঘটে। ঘটনায় থানা-পুলিস না করে শিবশঙ্করের পরিবার তুকতাকে ভরসা করেন। সন্দেহভাজনকে ধরার জন্য গুণিন এনে 'নলধড়কা'-র সাহায্যে শিবশঙ্করের এক কাকিমাকে সন্দেহভাজন দেগে দেওয়া হয়। তারপরই চলে তাঁকে নগ্ন করে অনৈতিক তল্লাশি। পাশাপাশি সালিশিসভা ডেকে চুরি যাওয়া গয়না দিতে হবে বলে সিদ্ধান্ত জানানো হয়। নিগৃহীতা মহিলা ও তাঁর পরিবার জানান, চুরির ঘটনায় তাঁরা জড়িত নয়। সুতরাং খোয়া যাওয়া সোনা ফেরানো সম্ভব নয়। নিগৃহীতার বাড়িতে ভাঙচুর চালানো ও মারধরের পাশাপাশি পরিবারটিকে একঘরে করে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করা হয়। ঘটনায় স্থানীয় বিজেপি নেতা সরোজাক্ষ ত্রিপাঠী-সহ ওই দলের ৯ কর্মীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নিগৃহীতা মহিলার পুত্রবধূ। তারপর থেকেই অভিযুক্তরা বেপাত্তা। অভিযুক্ত সরোজাক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতে চিচিগাপাটি লেখার কাজ করে। ঘটনায় বিজেপির নিজেদের মধ্যেই ব্যাপক ঝামেলা শুরু হয়েছে।

বিরুলিয়ায় এই বাড়ির পরিবারকে মেরে ঘরছাড়া করায় ছি-ছিক্কার

প্রধানশিক্ষকের বদলি রোখার দাবিতে বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, নদিয়া : কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে হওয়া প্রধানশিক্ষকের বদলি রুখতে কৃষ্ণগঞ্জ থানার টুঙ্গি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে পড়ুয়াদের নিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকেরা। জানা গিয়েছে, টুঙ্গি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক হিসেবে দায়িত্বে আছেন রবীন্দ্রনাথ নাথ। স্কুলে ভাল কাজ করায় তাঁর সুনাম আছে। বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগরে প্রধানশিক্ষকের কাউন্সেলিংয়ে ৭৩ নম্বরে থাকা রবীন্দ্রনাথবাবু তাঁর পছন্দমতো ধরমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বদলির জন্য বেছে নেন। এই খবর জানতেই স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। অভিভাবকদের দাবি, ওই শিক্ষকের কাছ থেকে ছাত্রছাত্রীরা ভালবাসা, ভাল শিক্ষা পেয়েছে। উনি বদলি হলে কোনও ছাত্রছাত্রীই স্কুলে আসতে চাইবে না। অবিলম্বে শিক্ষা দফতর এই অর্ডার বাতিল করুক। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথবাবু বলেন, 'একটি নিয়মের মধ্যে দিয়ে বদলি অর্ডার এসেছে। তাই যাঁরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তাঁরা আমাকে ভালবাসলেও এটা অনৈতিক। যিনি এই স্কুলে প্রধানশিক্ষক হয়ে আসছেন তিনিও নিশ্চয়ই খুব ভাল শিক্ষাই দেবেন।'

বস্তাবন্দি দেহ তৃণমূল কর্মীর, অভিযোগ খুনের

সংবাদদাতা, খড়্গপুর : শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুরের বাখরাবাদ স্টেশন এলাকায় রেললাইনের পাশে পড়ে থাকা বস্তাবন্দি মৃতদেহটি অরুণ খাগড়া গ্রামের তৃণমূল কর্মী শেখ হাসিবুল রহমানের। বহুতল নির্মাণের সরঞ্জাম বিক্রেতা ছিলেন। কয়েক বছর আগে তাঁর দাদা একটি জেসিবি নিয়ে এলে তা নিয়ে মামলা চলে দীর্ঘদিন। মৃতের দাদা ও বাবার নামে ওয়ারেন্ট বেরোনোয় তাঁরা বাড়ি থাকতেন না। তাই হাইকোর্টের উকিলকে মামলার দেড় লক্ষ টাকা দিতে বৃহস্পতিবার ভোরে বাড়ি থেকে বেরোন তিনি। এরপর থেকে বহুবার ফোন করেও পাওয়া যায়নি। পরে ফোনটি সুইচ অফ হয়ে যায়। শুক্রবার সকালে হাসিবুলের মৃতদেহ বস্তাবন্দি অবস্থায় জিআরপি উদ্ধার করে। মৃতের স্ত্রীর দাবি, তাঁর স্বামীকে খুন করা হয়েছে। লিখিতভাবে খড়্গপুর জিআরপিতে অভিযোগ জানানো হলে তারা তদন্ত শুরু করেছে।

জুয়ার আসরে ধৃত ৬

সংবাদদাতা, নদিয়া : শুক্রবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কল্যাণী মেন স্টেশনের ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিনের এক জুয়ার আসরে অভিযান চালায় কল্যাণী থানার পুলিশ। জুয়ার আসর থেকে ৬ জনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে পুলিশ। শনিবার ধৃতদের কল্যাণী জেলা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের মধ্যে দুজনকে ৪ দিনের পুলিশ হেফাজত ও ৪ জনকে ১৪ দিনের জেল হেফাজত দেন বিচারক।

উধাও স্কুটি, খোঁজে পুলিশ

সংবাদদাতা, সালানপুর : শুক্রবার নিমেষের মধ্যেই চুরি হয়ে গেল একটি স্কুটি। রূপনারায়ণপুর স্টেশন রোড থেকে। তবে সিসিটিভি ফুটেজে চোরের ছবি ধরা পড়ায় তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। সন্দীপ চৌহান তাঁর স্কুটি নিয়ে দুপুরে বন্ধুর বাড়ি দেখা করতে গিয়ে দু'ঘণ্টা পর বেরিয়ে দেখেন স্কুটি উধাও। রূপনারায়ণপুর পুলিশ ফাঁড়িতে জানানোর পর তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

রাজ্যের মানুষের সমস্যা সমাধানে চলছে জনসংযোগ যাত্রা

গ্রামে ঘুরলেন জেলাশাসক

সমস্যা সমাধান ও জনসংযোগ যাত্রায় গ্রামে ঘুরলেন জেলাশাসক।

বর্ধমান

সংবাদদাতা, বর্ধমান : শনিবার থেকে গোটা রাজ্যের সঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও শুরু হল গ্রামে গ্রামে সমস্যা সমাধান ও জনসংযোগ যাত্রা। এই কর্মসূচি সফল করতে সকাল থেকে জেলা প্রশাসনের কর্তারা এলাকা ভাগ করে রাজ্য সরকারের ২০টি প্রকল্প নিয়ে প্রচার চালালেন। একই সঙ্গে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশংকর মণ্ডলের নেতৃত্বে একটি ট্যাবলো বর্ধমান শহরে পথপরিক্রমা করে। দুয়ারে সরকার এবং পাড়ায় সমাধান কর্মসূচির সাফল্যের পর গ্রামে গ্রামে সমস্যা সমাধান ও জনসংযোগ কর্মসূচি চলবে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। জেলাশাসক পূর্ণেন্দুকুমার মাজী খণ্ডঘোষ ব্লকের শাঁকারি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হুরিয়া গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে সরকারি প্রকল্পের সুফল গ্রামবাসীরা পাচ্ছেন কিনা, কোনও প্রকল্প নিয়ে অসুবিধা আছে কিনা তা নিয়ে জানতে চান। বর্ধমান সদর উত্তর ও দক্ষিণের মহকুমা শাসক কৃষ্ণেন্দুকুমার মন্ডল ও তীর্থঙ্কর বিশ্বাস-সহ বিডিওরা ঘোরেন জেলার ২৩ ব্লকের গ্রামে গ্রামে।

গাছতলায় বসেই মানুষের সমস্যা শুনলেন জেলাশাসক

পশ্চিম মেদিনীপুর

সংবাদদাতা, নারায়ণগড় : গাছতলায় বসে মানুষের সমস্যা শুনলেন জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার। পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড় ব্লকের কাশীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। শনিবার সমস্যা সমাধানে জনসংযোগ শিবির আয়োজিত হয় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে। শিবির পরিদর্শনে এসে জেলাশাসক খুরশেদ আলি কাদেরী ও পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার বটগাছের তলায় বসে মানুষের বিভিন্ন সমস্যা শুনলেন। সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন তাঁরা। এলাকার মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে জানলেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাচ্ছেন কিনা। আগামী দিনে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই শিবির হবে বলেও জানান জেলাশাসক।

বাঁকুড়ার মেজিয়া ব্লকে সমস্যা সমাধান ও জনসংযোগ কর্মসূচি ক্যাম্পে তদারকি করছেন বিডিও সেখ আবদুল্লা।

লালগড়ে বাড়ি বাড়ি মহকুমা শাসক

ঝাড়গ্রামের ব্লকে ব্লকে সরকারি আধিকারিক-সহ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, পঞ্চায়েত কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে শুনছেন মানুষের সমস্যার কথা। ঝাড়গ্রামের প্রত্যন্ত লালগড়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহকুমা শাসক জানলেন তাঁদের সমস্যার কথা।

নলহাটির ৩ গ্রামে বিডিও

সংবাদদাতা, নলহাটি : মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে দুয়ারে সরকার, পাড়ায় সমাধান কর্মসূচির অভূতপূর্ব সাফল্যের পর এবার রাজ্যের প্রতিটি মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে চালু হয়েছে সমস্যা সমাধানে জনসংযোগ প্রকল্প। ২০টি পরিষেবা ও সমস্যার সমাধান বীরভূমের নলহাটিতে চলছে জনসংযোগ যাত্রা। শনিবার নলহাটি ২ ব্লকের ভবানীপুর, চক ভবানীপুর, শুক্রাবাদ গ্রামে কর্মসূচিতে ছিলেন নলহাটি ২ ব্লকের বিডিও রজতরঞ্জন দাস, জয়েন্ট বিডিও বিধানরঞ্জন হাওলাদার, কৃষি দফতরের আধিকারিকেরা।

নলহাটির ২ ব্লকের গ্রামে গ্রামে সমস্যা শুনতে হাজির বিডিও এবং যুগ্ম বিডিও

বাংলার বকেয়া নিয়ে আগামী ২৩ জানুয়ারি রাজ্যের বিভিন্ন দফতরের সচিবদের বৈঠকে ডাকল প্রধানমন্ত্রীর দফতর। এই বৈঠকে রাজ্যের ছয় দফতরের সচিবকে বৈঠকে ডাকা হয়েছে। মনরেগা ও আবাস যোজনায় বিপুল বকেয়া নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কেন্দ্রের উপর চাপ তৈরি করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী

প্রাণপ্রতিষ্ঠার আগেই রামলালা ভাইরাল কীভাবে, তদন্ত চাইলেন প্রধান পুরোহিত

প্রতিবেদন : প্রাণপ্রতিষ্ঠার আগেই ভাইরাল রামলালার মুখ। গোটা দেশের সমস্ত সংবাদমাধ্যমের দৌলতে দেশবাসী দেখে ফেলেছে রামলালাকে। এই ঘটনায় চরম ক্ষুব্ধ রামমন্দিরের প্রধান পুরোহিত। কীভাবে রামলালার ছবি প্রকাশ্যে এল তার তদন্ত চেয়েছেন শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের প্রধান পুরোহিত আচার্য সত্যেন্দ্র দাস। এই ঘটনায় উদ্বোধনের আগেই বিতর্কের কেন্দ্রে 'রামলালা'।

সোমবার অযোধ্যায় রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। তার আগে রীতিনীতি মেনে মন্দিরের গর্ভগৃহে বসেছে রামমূর্তি। সেই ছবি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এতেই চরম 'ক্ষুব্ধ' মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে আচার্য সত্যেন্দ্র দাস জানিয়েছেন, প্রাণপ্রতিষ্ঠার আগে রামলালার চোখ প্রকাশ্যে আসতে পারে না। যে ছবিতে রামলালার চোখ দেখা যাচ্ছে, সেই ছবি প্রকৃত নাও হতে পারে। কারা রামলালার খোলা চোখের ছবি প্রকাশ্যে এনেছেন তার তদন্ত হওয়া উচিত বলে জানান তিনি। একইসঙ্গে যারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। এদিকে আচার্য সত্যেন্দ্র দাসের মন্তব্য ঘিরেও সংশয় তৈরি হয়েছে। তিনি একবার বলেছেন প্রকাশিত মূর্তির ছবি আসল নয়। পরক্ষণেই আবার বলেছেন, যদি তা আসল হয় তবে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত চাই। ঘটনা হল, শুক্রবার রামলালার মূর্তির ছবি প্রথম এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা। সেই ছবি গোটা দেশের সংবাদমাধ্যমে যখন দেখানো হয় তখন গেরুয়া শিবির বা কেন্দ্রীয় সরকার, কোনও মহল থেকেই আপত্তি জানিয়ে উচ্চবাচ্য করা হয়নি। এখন প্রধান পুরোহিতের মন্তব্য থেকে মন্দিরের অন্দরে সমন্বয়ের অভাব উঠে আসছে বলে মনে করছে অনেকে।

বৃহস্পতিবার ভোরে নেপালের কষ্টিপাথরে তৈরি রামলালার মূল মূর্তিটিকে প্রবেশ করানো হয় গর্ভগৃহে। 'গৃহপ্রবেশে'র আগে একদফা পুজো হয় রামলালার। এর পর 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি সহযোগে ক্রেনের সাহায্যে মন্দিরে ঢোকেন রামলালা। তার পরেই প্রকাশ্যে আনা হয় রামলালার প্রথম ছবি। তবে সেই ছবিতে পাঁচ বছর বয়সি রামের মুখের দর্শন মেলেনি। পরে বিজেপি নেতার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ও সংবাদমাধ্যমে কষ্টিপাথরে তৈরি রামের ছবি ভাইরাল হয়। যেখানে তার মুখ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত।

উদ্বোধনই হল না অনলাইনে মিলছে রামলালার প্রসাদ?

প্রতিবেদন : আজব কাণ্ড ঘিরে শোরগোল। সোমবার রামমন্দিরের উদ্বোধন, কিন্তু ইতিমধ্যেই অনলাইনে মিলছে রামলালার প্রসাদ! পুজোই হল না, অথচ প্রসাদ বিক্রি করার অভিযোগ নামী অনলাইন বিপণন সংস্থা অ্যামাজন-এর বিরুদ্ধে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর ব্যাপক বিতর্ক দেখা দিয়েছে। সেইসঙ্গে অ্যামাজনকে সতর্ক করে নোটিশ পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। জানা গিয়েছে,

অ্যামাজনকে কেন্দ্রের নোটিশ

কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স কেন্দ্রকে অভিযোগ করার পরই তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করেছে সেন্ট্রাল কনজিউমার প্রোটেকশন অথরিটি। একদিকে যখন দেশের চার শঙ্করাচার্য অসমাপ্ত মন্দির উদ্বোধন অশাস্ত্রীয় জানিয়ে অনুষ্ঠানে অংশ না নেওয়ার কথা জানিয়েছেন, তখন পুজোর আগেই প্রসাদ বিলিকে ঘিরে দানা বেঁধেছে বিতর্ক। দেখা যাচ্ছে, পুজো হওয়ার আগেই প্রসাদ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে একদল অসাধু ব্যবসায়ী। সাধারণ মিষ্টান্নকে 'প্রসাদ' বলে বিক্রি করে ভক্তদের প্রতারণা করা হচ্ছে। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে গ্রাহকদের প্রতারিত করার অভিযোগ উঠছে। এই ঘটনায় আগামী সাতদিনের মধ্যে অ্যামাজনকে জবাবদিহি করতে বলা হয়েছে। জানানো হয়েছে, যদি কোনও সুস্পষ্ট উত্তর না মেলে সেক্ষেত্রে ২০১৯-এর উপভোক্তা আইনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। শুধু অ্যামাজনই নয়, রামমন্দিরের প্রসাদের নামে ফাঁদ পাতছে সাইবার অপরাধীরাও। ভক্তদের আবেগ ব্যবহার করে নানারকম প্রলোভন দিয়ে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। এমন কিছু লিঙ্ক পাঠানো হচ্ছে যাতে ক্লিক করলেই নিমেষে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে অ্যাকাউন্ট। এই পরিস্থিতি রুখতে কেন্দ্র কত দ্রুত সদর্থক ব্যবস্থা নেয় সেটাই এখন দেখার।

মায়ানমার সীমান্তে এবার কাঁটাতার বসাতে চায় কেন্দ্র

প্রতিবেদন : অবৈধ ও অবাধ অনুপ্রবেশ ক্রমশ জাতীয় সুরক্ষার জন্য উদ্বেগের কারণ হচ্ছে। এবার তাই পাল্টা সক্রিয়তা শুরু। মায়ানমার থেকে যাতে কেউ বিনা বাধায় ভারতে ঢুকে পড়তে না পারে সেজন্য মিজোরাম-মায়ানমার সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। শনিবার একথা জানিয়েছেন খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জানা গিয়েছে, গত তিন মাসে ৬০০-এর বেশি মায়ানমারের সেনা সীমান্ত পেরিয়ে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে আশ্রয় নিয়েছেন। এই ধরনের গতিবিধি রুখতেই এবার পদক্ষেপ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের। সম্প্রতি গৃহযুদ্ধে উত্তপ্ত মণিপুর ও মিজোরাম লাগোয়া মায়ানমার। এদিকে নিয়ম অনুযায়ী দুই দেশের ভূমিপুত্র আদিবাসীরা ১২ কিলোমিটার পর্যন্ত ভিসা ছাড়া যাতায়াত করতে পারেন। এই নিয়মের জেরেই মায়ানমারের সেনা ও বিদ্রোহীদের অনেকেই সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে আসছেন। এ-বিষয়ে পদক্ষেপের জন্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের কাছে আর্জি জানিয়েছে মিজোরাম সরকার। এই অবাধ যাতায়াত রুখতেই এবার উদ্যোগ নিল কেন্দ্র। এ প্রসঙ্গে এদিন অসমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, বাংলাদেশ সীমান্তের মতোই নিরাপত্তার চাদরে মোড়া হবে মায়ানমার সীমান্তও। শীঘ্রই মায়ানমার সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকতে সে দেশের আদিবাসীদের ভিসার প্রয়োজন হবে। শেষ হবে ১৯৭০-এর 'ফ্রি মুভমেন্ট রেজিম' চুক্তি। উল্লেখ্য, ভারতের সেনাকর্তারা মনে করেন মণিপুরে অশান্তির শিকড় রয়েছে আসলে মায়ানমারে। কীভাবে? সেনা সূত্রে বক্তব্য, মায়ানমার গৃহযুদ্ধের প্রভাব পড়ছে মিজোরাম এবং মণিপুর দুই রাজ্যেই। সংঘর্ষ না থামার দ্বিতীয় কারণ, মেইতেই ও কুকি দুই গোষ্ঠীর কাছেই রয়েছে প্রচুর হাতিয়ার ও আগ্নেয়াস্ত্র। মনে করা হচ্ছে, চিন থেকে মায়ানমার হয়ে অস্ত্র ঢুকছে বিদ্রোহীদের হাতে। আবার গত তিন মাসে মায়ানমারের প্রচুর সেনা মিজোরামে ঢুকেছে। গৃহযুদ্ধের ফলে মায়ানমারের সেনাক্যাম্প দখল করেছে আরাকান আর্মি। এরপরই সেখান থেকে ভারতে ঢুকে পড়ে মায়ানমারের ৬০০ সেনা। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবার ভারত মায়ানমার সীমান্ত সিল করার কথা জানাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

অনুপ্রবেশ রুখতে

সীমান্ত পেরিয়ে দেশে মায়ানমার সেনা, কেন্দ্রকে ফেরানোর আর্জি মিজোরামের

প্রতিবেদন : জুন্টা ও বিদ্রোহীদের সংঘর্ষে উত্তপ্ত প্রতিবেশী দেশ মায়ানমার। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে প্রতিদ্বন্দ্বীদের আক্রমণে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের মিজোরামে ঢুকে পড়ে আশ্রয় নিয়েছে মায়ানমারের বহু সেনা জওয়ান। এই অবস্থায় বিদেশি সেনাদের ফের মায়ানমারে ফেরত পাঠাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানাল মিজোরাম সরকার।

জানা যাচ্ছে, ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় সেনার যে সব ঘাঁটি বিদ্রোহীদের হামলায় তছনছ হয়ে গিয়েছে সেখান থেকেই এই জওয়ানরা ভারতে পালিয়ে এসেছেন। এই মুহূর্তে অসম রাইফেলসের ক্যাম্পেই প্রায় ৬০০ মায়ানমারের জওয়ান আশ্রয় নিয়েছে বলে খবর। পাশাপাশি আরও নানান জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছেন মায়ানমারের সেনাবাহিনীর সদস্যরা। এই অনুপ্রবেশকারীদের দ্রুত মায়ানমারে ফেরত পাঠানোর আর্জি জানিয়ে কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছে মিজোরাম সরকার। অনুরোধ করা হয়েছে যাতে কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুত এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়। উল্লেখ্য, মায়ানমারের তিন বিদ্রোহী গোষ্ঠী— 'তাঙ ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি' (টিএনএলএ), 'আরাকান আর্মি' (এএ) এবং 'মায়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স আর্মি' (এমএনডিএএ)-র জোট 'ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স' নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে সে দেশের সামরিক জুন্টা সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিল। ওই অভিযানের নাম 'অপারেশন ১০২৭'। বিদ্রোহীদের হামলার জেরে ইতিমধ্যেই সে-দেশের অর্ধেক এলাকা সরকারি সেনার হাতছাড়া হয়েছে। উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম মায়ানমারের শান, চিন আর সাগিয়াং প্রদেশ রয়েছে এই তালিকায়। এবার লড়াই জারি রয়েছে পশ্চিম মায়ানমারের রাখাইনে। যা 'রোহিঙ্গাভূমি' নামেও পরিচিত। বর্তমান গৃহযুদ্ধের জেরে মায়ানমারে লক্ষাধিক মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন বলে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে। এক দশক আগে রোহিঙ্গা বিতাড়নের পর মায়ানমারের এই গৃহযুদ্ধ নতুন করে শরণার্থী সমস্যা তৈরি করবে বলে আশঙ্কা।

■ অসমের বিভিন্ন জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসে গ্রামবাসীদের যোগদান কর্মসূচি। করিমগঞ্জের অনুষ্ঠানে ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেব। এ-ছাড়াও কর্মসূচি হয় মরিগাঁও জেলায়।

দেশ বিদেশ

21 January, 2024 • Sunday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অবশেষে অভিনেত্রী রশ্মিকা মান্ধানার ডিপ ফেক ভিডিও-কাণ্ডে গ্রেফতার হল মূল অভিযুক্ত। শনিবার দিল্লি পুলিশের তরফে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত নীল ইমানি নবীনকে(২৩)। অভিযুক্ত অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুরের বাসিন্দা। দু'মাস আগে অভিনেত্রীর ডিপ ফেক ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল নেটদুনিয়ায়

নির্বাচনের আগে এজেন্সি-রাজনীতি

ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ইডি

প্রতিবেদন : লোকসভা ভোটের মুখে যথারীতি বিজেপি সরকারের প্ররোচনায় এজেন্সি-রাজনীতি শুরু। ঝাড়খণ্ডেও বহুদিন ধরেই মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সির তৎপরতা চলছে। শনিবার ইডির তদন্তকারী আধিকারিকরা পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের বাড়িতে। জমি হস্তান্তর মামলায় এই জিজ্ঞাসাবাদ বলে জানানো হয়েছে ইডি-র তরফে।

রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দল পরিচালিত রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এই যাতায়াত আসলে অবিজেপি সরকারগুলিকে জনমানসে হেয় করার চেষ্টা। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই প্রতিবার ভোটের আগেই সক্রিয়তা বাড়ায় এজেন্সি। এই কৌশলের সূত্রেই এবার ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে জিজ্ঞাসাবাদ।

জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত একটি মামলায় ঝাড়খণ্ডের আধিকারিক স্তরে জিজ্ঞাসাবাদ ও গ্রেফতারি জারি রেখেছে ইডি। ইতিমধ্যে এক আইএএস আধিকারিক সহ গ্রেফতার হয়েছেন ১৪ জন। সেই মামলায় মুখ্যমন্ত্রীকে একাধিকবার ইডি সমন পাঠায়। প্রয়োজনীয় যাবতীয় নথি ইডির কাছে পেশ করেছেন বলে জানিয়েছেন হেমন্ত সোরেন। তারপরেও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য জানুয়ারির শুরুর দিকে সময় চায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই মতো ২০ জানুয়ারি সময় দেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার সকালেই কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয় হেমন্ত সোরেনের রাঁচির কাঁকে রোডের বাড়ি। দিল্লির তিন আধিকারিক জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব চালান।

হিন্দুধর্মে চার শঙ্করাচার্য একনজরে তাঁদের ভূমিকা

প্রতিবেদন : অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছেন দেশের চার শঙ্করাচার্য। তাঁদের বক্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলে শুরু হয়েছে বিতর্ক। তাঁদের সিদ্ধান্ত ঠিক নাকি ভুল তা নিয়ে চর্চা কম হচ্ছে না। তবে শঙ্করাচার্য এবং তাঁদের মঠের ইতিহাস অনেক পুরনো। ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আদি শঙ্কর। পুরী, জোশীমঠ, দ্বারকা এবং শৃঙ্গেরী— দেশের চারটি উল্লেখযোগ্য মঠ। আর সেই মঠের প্রধান পরিচালকের দায়িত্বে যাঁরা থাকেন তাঁদের শঙ্করাচার্য বলা হয়।

'শাস্ত্রবিরোধী' যুক্তি দিয়ে রামমন্দির অনুষ্ঠান বয়কট

পাশাপাশি হিন্দু ধর্মে তাঁদের গুরুত্ব অসীম। বেদ-উপনিষদের অসামান্য জ্ঞান তাঁদের। মূলত, প্রতিষ্ঠাতা আদি শঙ্করের নাম অনুসারেই চারটি মঠের চার প্রধান শঙ্করাচার্য নামে খ্যাত। তাঁরা মূলত আদি শঙ্করের বার্তা সারা দেশে ছড়িয়ে দেন।

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক আদি শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত চার মঠের ইতিহাস:

গোবর্ধনপীঠ

আদি শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত পুরীর মঠটির নাম গোবর্ধনপীঠ। খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৬ অব্দে এই মঠ তৈরি করা হয়েছিল। বর্তমানে এই মঠের প্রধান হলেন শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী। পূর্ব ভারতে আদি শঙ্করের মতাদর্শ প্রচারের দায়িত্ব এসে পড়ে পুরীর গোবর্ধনপীঠের উপরে।

দ্বারকা সারদাপীঠ

আদি শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত পশ্চিম মঠের নাম দ্বারকা সারদাপীঠ। গুজরাতের দ্বারকা জেলায় ওই মঠটি স্থাপন করা হয়েছিল। ওই মঠের বর্তমান প্রধানের নাম শঙ্করাচার্য সদানন্দ সরস্বতী।

দ্বারকায় শঙ্করাচার্যের মঠটি চারতলা। মঠের দেওয়ালে রয়েছে শঙ্করাচার্যের বিভিন্ন ছবি।

শ্রীসারদাপীঠ

দেশের দক্ষিণ প্রান্তে আদি শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত মঠটির নাম শ্রীসারদাপীঠ। দক্ষিণে মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য কর্নাটকের শৃঙ্গেরীকে উপযুক্ত হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন শঙ্কর। বর্তমানে শঙ্করের দক্ষিণ মঠ বা শৃঙ্গেরী মঠের প্রধানের নাম শঙ্করাচার্য স্বামী ভারতী তীর্থ মহেশ্বরী।

জ্যোতির্পীঠ

দেশের উত্তর প্রান্তে আদি শঙ্কর যে মঠটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার নাম জ্যোতির্পীঠ। উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার জোশীমঠে ওই মঠ রয়েছে। বর্তমান প্রধান হলেন শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী। ছেলেবেলায় সন্ন্যাস গ্রহণ করে সংসার ছাড়েন শঙ্কর। হিন্দু ধর্মের পথপ্রদর্শক হিসাবে তিনি দেশের চার প্রান্তে চারটি মঠ গড়ে তোলেন। হিন্দু ধর্মে এই শঙ্করাচার্যরা এখনও অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

এরপরই শঙ্করের হাত ধরে শৃঙ্গেরী পীঠের দায়িত্ব পান সুরেশ্বরাচার্য। দ্বারকার মঠটির দায়িত্ব পান হস্তামলকাচার্য। পুরীতে আদি শঙ্করের গোবর্ধন মঠের দায়িত্ব পান তাঁর শিষ্য পদ্মপাদাচার্য। এছাড়া, উত্তর ভারতের জোশীমঠে শঙ্করাচার্যের মঠের প্রথম প্রধান হয়েছিলেন তোটকাচার্য। সোমবার অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর সেই অযোধ্যাতেই সনাতন ধর্ম লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কট করার কথা জানিয়েছেন শঙ্করাচার্যরা। পুরী গোবর্ধনপীঠের শঙ্করাচার্য জানিয়েছেন, তিনি অযোধ্যার অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন না। পরে জোশীমঠের জ্যোতির্মঠপীঠের শঙ্করাচার্যও জানান, দেশের চার পীঠের চার শঙ্করাচার্যই অনুষ্ঠানে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গঙ্গাসাগরের অনুষ্ঠানে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদির ভূমিকার সমালোচনাও করেন পুরীর শঙ্করাচার্য।

সাড়া সমস্যা সমাধান ও জনসংযোগ কর্মসূচিতে

(প্রথম পাতার পর)

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড, কিসান ক্রেডিট কার্ড-সহ ২০টি সরকারি প্রকল্পের আবেদন ও সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যেই এই কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনার ২২টি ব্লকেই এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে শনিবার। জেলার সরকারি আধিকারিকদের পাশাপাশি জেলাশাসক শরদকুমার দ্বিবেদীও রাস্তায় নেমে মানুষের সমস্যার কথা শোনেন, সমাধান করেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঠাকুরপুকুর-মহেশতলা ব্লকের আশুতি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের আশুতি নেতাজি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। তিনি বলেন, জেলার সমস্ত বুথে এই কর্মসূচি চালু হয়েছে। যে সমস্ত উপভোক্তা এই শিবিরে আসবেন তাঁদের প্রত্যেকের পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে হবে। দরকার হলে বাড়ি বাড়ি যাবেন আধিকারিকরা।

এদিন পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড় ব্লকের কাশীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে শিবির পরিদর্শনে এসে জেলাশাসক খুরশেদ আলি কাদেরী ও পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার বটগাছের তলায় বসে মানুষের বিভিন্ন সমস্যা শুনলেন। বীরভূমের নলহাটি দু'নম্বর ব্লকের গ্রামে গ্রামে সমস্যা সমাধান-জনসংযোগ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিডিও রজতরঞ্জন দাস, জয়েন্ট বিডিও বিধানরঞ্জন হাওলাদার ও অন্য আধিকারিকরা। পূর্ব বর্ধমানে কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন জেলাশাসক পূর্ণেন্দুকুমার মাজি। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশঙ্কর মণ্ডলের নেতৃত্বে একটি বিশেষ ট্যাবলো বর্ধমান শহরে পথ পরিক্রমাও করে। বর্ধমান সদর উত্তর ও দক্ষিণ মহকুমা শাসক যথাক্রমে কৃষ্ণেন্দুকুমার মণ্ডল ও তীর্থঙ্কর বিশ্বাস ও ২৩টি ব্লকের বিডিওরা বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ঘোরেন।

কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দকুমার মিনা যান দিনহাটার এক গ্রামে। বিডিও গঙ্গা ছেত্রী, দিনহাটা থানার আইসি সুরজ থাপা ও আধিকারিকরা ছিলেন সঙ্গে। উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি, চাকুলিয়া, গোয়ালপোখর কর্মসূচিতে যান অতিরিক্ত জেলাশাসক হাসিন জহরা রেজভি, ইসলামপুরের মহকুমা শাসক মহম্মদ আব্দুল শাহিদ প্রমুখ। সমস্যা সমাধান-জনসংযোগ কর্মসূচিতে প্রতিটি জেলায় ব্লকভিত্তিক একটি করে ক্যাম্প তৈরি করা হবে। গ্রামগুলিতে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হবে সেই ক্যাম্প থেকে। প্রান্তিক এলাকা, পাহাড়ি অঞ্চল, পিছিয়ে পড়া জনবসতি এলাকা, চা-বাগান ইত্যাদি এলাকার মানুষ তাঁদের সমস্যা নিয়ে হাজির হতে পারবেন ক্যাম্পগুলিতে।

কাল সংহতি মিছিল

(প্রথম পাতার পর)

সোমবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিছিল শুরুর আগে ঠিক বিকেল ৩টেয় কালীঘাট মন্দিরে পুজো দেবেন। এরপর হাজরা মোড় থেকে শুরু হবে মিছিল। বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে কিছুক্ষণের জন্য মিছিল দাঁড়াবে। কাছের একটি গুরুদ্বারে প্রার্থনা করবেন নেত্রী। এরপর মিছিল পৌঁছবে সোজা পার্ক সার্কাস ময়দানে। সেখানে একটি গির্জা ও একটি মসজিদেও প্রার্থনা করবেন তিনি। এছাড়া ওইদিন কলকাতার সমস্ত মন্দির-মসজিদ-গির্জাতেও যাতে প্রার্থনা হয় সেই ব্যবস্থা করছেন। মিছিল শেষে পার্ক সার্কাস ময়দানে বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখবেন সব ধর্মের প্রতিনিধিরা। এই সভার মঞ্চে কোনও রাজনৈতিক নেতৃত্ব থাকবেন না। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন বাদে কলকাতার রাজপথে একটি বিশাল মিছিলের নেতৃত্ব দেবেন। স্বাভাবিক ভাবেই কাতারে কাতারে মানুষ এসে জড়ো হবে সেই মিছিলে। ইতিমধ্যেই তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। সাংগঠনিকভাবে তৈরি গোটা দল। এছাড়াও পরিস্থিতি ও সময়ের দাবি অনুযায়ী অসংখ্য মানুষ এই মিছিলে ধর্মগুরুদের সঙ্গে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পা মেলাবেন। কৃষ্টি-সংস্কৃতি অনুযায়ী বাংলা চিরকালই সব ধর্মের মানুষকে আপন করে নিয়েছে। এটাই বাংলার চিরাচরিত চেহারা।

নাসার ডাকে সাড়া বিক্রমের

প্রতিবেদন : চাঁদের মাটিতে নিজের কাজ সেরে ঘুমিয়ে পড়েছিল ল্যান্ডার 'বিক্রম'। কাজ শেষ করে অচল হয়ে পড়ে রোভার প্রজ্ঞানও। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো জানিয়ে দিয়েছিল যে নির্ধারিত চিরঘুমে চলে গিয়েছে 'বিক্রম'। নিশ্চুপ প্রজ্ঞানও। তবে এবার চমকে দিলেন নাসার বিজ্ঞানীরা। জানালেন, সাড়া দিয়েছে বিক্রম। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা ভারতের চন্দ্রযান-৩ অভিযানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এবার অভিযান শেষেও নজরদারি আর তত্ত্বাবধান চালিয়ে যাচ্ছেন মার্কিন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। তাঁরা রীতিমতো অসাধ্যসাধন করলেন। এবার ল্যান্ডার বিক্রমের অবস্থান নিশ্চিত করল নাসা। তারা জানিয়েছে, চাঁদের বুকে নিদ্রারত ল্যান্ডার বিক্রমকে ল্যান্ডমার্ক হিসেবে দেখা হচ্ছে। নাসার তরফে বিবৃতি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, গত ১২ ডিসেম্বর, পৃথিবীর সময় অনুযায়ী দুপুর ৩টে নাগাদ লেসার আল্টিমিটার ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে বিক্রমের দিকে তীক্ষ্ণ আলো ফেলা হয়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখা যায় সাড়া দিচ্ছে বিক্রম। অর্থাৎ যেটা মনে করা হচ্ছিল যে চাঁদের বুকে অন্ধকার নেমে আসার পর ল্যান্ডারের যন্ত্র আর কাজ করবে না, সেই আশঙ্কা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি মিলল। কারণ সাড়া মিলেছে 'বিক্রমে' বসানো রিফ্লেক্টর থেকেও। সেখান থেকেও আলোকতরঙ্গ প্রতিফলিত হয়েছে বলে জানিয়েছে নাসা। অর্থাৎ চিরঘুমে হয়তো পুরোপুরি চলে যায়নি বিক্রম।

ভোর থেকেই মিলবে

(প্রথম পাতার পর)

এ ছাড়াও গ্যালপিং ট্রেনগুলো যাতে প্রতিটি স্টেশনে দাঁড়ায় সেই আবেদন করা হয়েছে।

চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আগামী ২ ফেব্রুয়ারি। ওই মাসেরই ১৬ তারিখ থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। এবারে এই দুটি পরীক্ষার শুরুর সময়ই এগিয়ে আনা হয়েছে। দুটি পরীক্ষাই শুরু হবে বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটের জায়গায় সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট থেকে। আর সেই কারণেই অনেক পরীক্ষার্থীর মনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছনো নিয়ে আশঙ্কা ছড়িয়েছে। তাদের আশ্বস্ত করে রাজ্য সরকার জানিয়েছে, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও মাদ্রাসা পরীক্ষার দিন ভোর ৫টা থেকে বাস চালানো হবে। এর পাশাপাশি রাজ্যের তরফে রেলকে চিঠি দিয়ে জানানো হচ্ছে, এই পরীক্ষার দিনগুলিতে পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব রেল এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল যেন বাড়তি ট্রেন চালায়।

কান্দি পুরসভার উদ্যোগে কান্দি হ্যালিফক্স ময়দানে চলছে কান্দি মহকুমা বইমেলা ২০২৪। শুরু হয়েছে ১৭ জানুয়ারি। আজ শেষদিন

রোদ উঠেছে হাসি ফুটেছে

বিধাননগর বইমেলা প্রাঙ্গণে চলছে ৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা। জমতে শুরু করেছে ভিড়। বিভিন্ন স্টলে বিকোচ্ছে দেশ-বিদেশের বই। শীতের আবহে মেলবন্ধন ঘটছে লেখক-পাঠকের। আজ রবিবার। মেলায় পালিত হবে শিশু দিবস। বিভিন্ন বয়সি পাঠকের উন্মাদনা পৌঁছবে চরমে। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

প্রথমদিন আবহাওয়া ছিল বিরূপ। অকাল বৃষ্টি কিছুটা হলেও ছন্দপতন ঘটিয়েছে। তবে দ্বিতীয় দিনই সরে গেছে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। ঝিলমিলিয়ে উঠেছে রোদ। প্রাণে উঠেছে খুশির তুফান। ফলস্বরূপ ৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় জমতে শুরু করেছে ভিড়। নানা বয়সি বইপ্রেমী স্টলে স্টলে ঘুরছেন। নেড়েচেড়ে দেখছেন পুরোনো-নতুন বই। শীতের আবহে মেলবন্ধন ঘটছে লেখক-পাঠকের। শনিবার দুপুর থেকেই মেলা প্রাঙ্গণে চেনা-ছবি। কেনাবেচা হয়েছে জমিয়ে। গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক সুধাংশুশেখর দে জানালেন, 'প্রথমদিন প্রায় প্রতিটি স্টলই খোলা ছিল। এসেছিলেন বহু মানুষ। দ্বিতীয় দিন থেকেই ভাল ভিড় হচ্ছে। শনিবার জনসমাগম অনেকটাই বেড়েছে। চলছে বেচাকেনা। হাসি ফুটেছে প্রকাশকদের মুখে। ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে মেলা। দিন যত এগোবে, ভিড় এবং বিক্রিবাটা তত বাড়বে।'

আজ, রবিবার। ছোটদের দিন। মেলায় পালিত হবে শিশু দিবস। বড়দের হাত ধরে ভিড় জমাবে খুদেরা— আয়োজিত হবে বিশেষ অনুষ্ঠান। ছোটদের প্যাভেলিয়নটি ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় স্মরণে। মেলায় সব বয়সি পাঠকের উন্মাদনা পৌঁছবে চরমে। যাতায়াতের সমস্যা নেই। রাত পর্যন্ত চলছে বিভিন্ন রুটের বাস। শিয়ালদহ থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রো। করুণাময়ী মেট্রো স্টেশন লাগোয়া বিধাননগর বইমেলা প্রাঙ্গণ।

মোট ৯টি গেট। প্রতিটি দিয়েই মেলায় ঢোকা ও বেরোনো যাচ্ছে। আছে বিশ্ববাংলা গেট এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও লোরকার ১২৫তম জন্মবর্ষ উদযাপনে তাঁদের স্মরণে গেট। সমরেশ মজুমদার এবং এ এস বায়াটের নামে হয়েছে দুটি হল।

এবারের বইমেলার থিম কান্ট্রি ইউনাইটেড কিংডম। সরাসরি ও যৌথভাবে অংশ নিচ্ছে প্রায় ২০টি দেশ। আছে বাংলাদেশ প্যাভেলিয়ন। রয়েছে বিভিন্ন রাজ্যের প্রকাশনাও।

বইমেলার অন্যতম আকর্ষণ কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হবে ২৬-২৮ জানুয়ারি। বেলা ১২টা থেকে রাত ৮টা। সিনিয়র সিটিজেন দিবস 'চিরতরুণ' পালিত হবে ২৪ জানুয়ারি। 'জলের উপর পানি'র জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী। বইমেলায় দারুণ চাহিদা। এ ছাড়াও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'আমাকে বিয়ে করবেন', তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ম্যাজিস্টোরি', নলিনী বেরার 'জল ঝিঁঝরি', প্রচেত গুপ্তর 'আজ একটা ভালো দিন', জয়ন্ত দে-র 'মনে যে জোনাক জ্বলে', কুণাল ঘোষের 'পথের বাঁকে এসে', ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'জগুমামা রহস্য সমগ্র ৫', সিজার বাগচীর 'প্রত্যাঘাত', চুমকি চট্টোপাধ্যায়ের 'মন জানলার গল্পরা', দেবারতি মুখোপাধ্যায়ের 'ব্যালান্স শিট' নিয়েও পাঠকের আগ্রহ রয়েছে। প্রবল উন্মাদনা চোখে পড়ছে আনন্দ পাবলিশার্স, দে'জ পাবলিশিং, পত্রভারতী, মিত্র ও ঘোষ, সিগনেট প্রেস, আজকাল, সংবাদ প্রতিদিন, করুণা প্রকাশনী, দীপ প্রকাশন, প্রতিভাস প্রভৃতি স্টলে। কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে লম্বা লাইন। সন্দেশ, বিজল্প, কৌরব, সপ্তর্ষি প্রকাশন, মান্দাস, অরিয়ল পাবলিকেশন, আনন্দ প্রকাশন, এডুকেশন ফোরাম, জয়ঢাক প্রকাশন, বার্তা প্রকাশন, ছোটদের কচিপাতা, আমপাতা জামপাতা, উদার আকাশ, যুগ সাগ্নিক, পাঠক, ছোঁয়া, অঙ্কুরোদগম প্রকাশনী, বই টার্মিনাস, সম্পর্কের শিকড় পাবলিকেশনের স্টলেও ভিড় উল্লেখ করার মতো। সপ্তধা-র কর্ণধার দেবাশিস ঘোষ জানালেন, 'প্রথমদিন তেমন কিছু না হলেও, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিন আমাদের স্টলে ভালই বিক্রি হয়েছে।' অন্যান্য বছরের মতো এবারও 'জাগো বাংলা' স্টলে চোখে পড়ছে মানুষের উন্মাদনা। পাওয়া যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন বই, সংকলন। পাঠকদের আগ্রহ রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ মণ্ডপটি ঘিরেও। এখানে আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন আকাদেমি ও পর্ষদের বই। এবারের লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়নটি তৈরি হয়েছে সন্দীপ দত্ত স্মরণে। পত্রপত্রিকার সম্ভার সাজিয়ে বসেছেন সম্পাদকরা। ইসক্রা, নৌকো, শরৎশশী, পুরবৈয়াঁ, কিঞ্জল, আমি আমার মতো প্রভৃতি পত্রিকার টেবিলে দেখা যাচ্ছে পাঠকের আনাগোনা। আনন্দকানন পত্রিকার সম্পাদক অগ্নিশ্বর সরকার জানালেন, এবার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে লিটল ম্যাগাজিনকে। বাড়ানো হয়েছে প্যাভেলিয়নের মধ্যে চলাফেরার জায়গা।

এসবিআই অডিটোরিয়াম, প্রেস কর্নারের পাশাপাশি রয়েছে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও সমরেশ বসু জন্মশতবর্ষ স্মরণে দুটি মুক্তমঞ্চ। সম্পাদক, প্রকাশক, কবি, সাহিত্যিকরা মেতে উঠছেন বই-পত্রিকা প্রকাশ, আলোচনা, কবিতাপাঠে। সঙ্গে থাকছে জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ভিড় চোখে পড়ছে ফুড পার্কে। চলছে জমিয়ে পেটপুজো। তারপর গরম চা-কফিতে তৃপ্তির চুমুক। মেলায় বসেছেন কয়েকজন চিত্রশিল্পী ও হস্তশিল্পী। তাঁদের ঘিরেও উৎসাহ দেখা যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার সঙ্গে মিশে রয়েছে মানুষের আবেগ, ভালবাসা। তাই প্রতিদিন মেলা প্রাঙ্গণে ওঠে তুমুল ঢেউ। আছে বিনোদনের বিবিধ উপকরণ। তবু বিন্দুমাত্র কমেনি মুদ্রিত বইয়ের চাহিদা। বরং দিন দিন বাড়ছে। পরিসংখ্যান অন্তত সেটাই বলে। সারা বছর হরেক মেলা। তবে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার কোনও তুলনাই হয় না। স্বমহিমায় উজ্জ্বল ছিল। আজও আছে। আগামী দিনেও থাকবে।

ডোমজুড় বইমেলা

☞ শনিবার প্রাচ্য ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হল ১৮তম বছরের ডোমজুড় বইমেলা। উদ্বোধন করলেন কবি জয় গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ, কবি সাতকর্ণী ঘোষ, সাহিত্যিক উল্লাস মল্লিক-সহ বিশিষ্টরা। এবারের বইমেলায় অংশ নিয়েছে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক প্রকাশন সংস্থা। বইমেলার পাশাপাশি আয়োজিত হয়েছে লোক সংস্কৃতি উৎসব। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন বিশিষ্ট শিল্পীরা। আয়োজক সংস্থা সম্প্রীতি-র পক্ষে বাপি ঠাকুর চক্রবর্তী জানালেন, আলোচনাসভা, কবিসম্মেলন, বসে আঁকো প্রতিযোগিতার পাশাপাশি আয়োজিত হবে রক্তদান শিবির। বইমেলা চলবে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত।

সাহিত্যের ইয়ারবুক

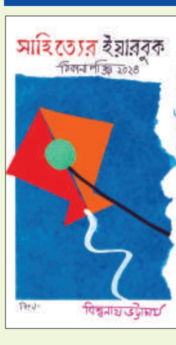

☞ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'সাহিত্যের ইয়ারবুক ঠিকানাপঞ্জি ২০২৪'। অনেকেই বলেন, বাংলা সাহিত্যের গুগল। ২৫ বছর আগে সূচনা হয়েছিল জাহিরুল হাসানের হাতে। আজও এগিয়ে চলেছে। বাংলা ভাষার লেখক, সম্পাদক, শিল্পী, পত্রিকার ঠিকানা, ফোন নম্বর, সংক্ষিপ্ত পরিচিতি-সমৃদ্ধ বইটির দারুণ চাহিদা। এবারের ভূমিকা লেখক পবিত্র সরকারের ভাষায় 'শুধু বর্ষপঞ্জি নয়, একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে।' প্রচ্ছদশিল্পী হিরণ মিত্র। দাম ৪০০ টাকা। প্রকাশক 'পূর্বা'। কলকাতা বইমেলায় পাওয়া যাচ্ছে পুরবৈয়াঁ লিটল ম্যাগাজিনের টেবিলে।

সমন্বয়ের বাণী বাহক মালদহ

☞ নতুন বছর সুচেতনা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে আব্দুর রহিম বক্সির লেখা 'সমন্বয়ের বাণী বাহক মালদহ'। বইটিতে আছে 'মালদহ জেলার বর্তমান অবস্থান', 'প্রাচীন গৌড় মালদহের সূচনা', 'মালদহের প্রাচীন রাজবংশগুলির পরিচয়', 'মালদহের ভূমিতে ইসলাম', 'মালদহের প্রাচীন মন্দির ও মসজিদ', 'মালদহে হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ সংস্কৃতির অবস্থান, মালদহের সমন্বয়ী জীবন ও অর্থনীতি', 'মালদহের প্রাচীন সৌধগুলির ঐতিহাসিক ও সামাজিক গুরুত্ব' শীর্ষক কয়েকটি গদ্য। প্রতিটি রচনাই তথ্যসমৃদ্ধ। লেখার পাশাপাশি আছে কয়েকটি রঙিন ছবি। দাম ২০০ টাকা।

মাঠে ময়দানে
21 January, 2024 • Sunday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছোটদের ক্রিকেটে বড়দের মতো ঝগড়া। বাংলাদেশ বোলারদের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়ালেন ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ অধিনায়ক উদয় সাহারান

উপেক্ষার জবাব দিয়ে কুয়াদ্রাত খুশি

প্রতিবেদন : চলতি মরশুমে তাঁর কোচিংয়ে তিনটি ডার্বির মধ্যে দু'টিতেই জিতেছে ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদ শিবিরে কার্লেস কুয়াদ্রাত নায়কের সম্মান পাচ্ছেন। গত কয়েক বছর ধরে টানা ডার্বি হারে খাদের কিনারায় চলে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। কার্লেসের কোচিংয়ে অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরেছে শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব। সুপার কাপে কলিঙ্গ ডার্বি জিতে ইস্টবেঙ্গল কোচও জানিয়ে দিয়েছেন, উপেক্ষার জবাব দিতে পেরে তিনি খুশি।

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে তিন গোল দেওয়ার আনন্দে ভাসছেন লাল-হলুদ সমর্থকরা। দলও সেমিফাইনালে। ডার্বি জয়ের পর কোচ কার্লেসকে প্রায় কাঁধে করেই টিম বাসে তুলে দিয়েছেন সমর্থকরা। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল কোচ, ফুটবলাররা ডার্বি জয়ের আনন্দে ভেসে যেতে চান না। কারণ, সামনে ট্রফি জয়ের হাতছানি। দীর্ঘদিন সর্বভারতীয় ট্রফি জেতেনি ক্লাব। বুধবার সুপার কাপের সেমিফাইনালে ক্লেটনদের সামনে চিমা চুকুদের জামশেদপুর এফসি। যারা টুর্নামেন্টে ভাল খেলছে।

ডার্বি জয়ের পরদিনই নতুন লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু ইস্টবেঙ্গলের। তবে বড় ম্যাচে খেলা ফুটবলাররা এদিন বিশ্রামে ছিলেন। তাঁরা

জামশেদপুর ম্যাচের প্রস্তুতি ইস্টবেঙ্গলের

ডার্বি জয়ের পর উচ্ছ্বাস ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লেসের।

রিকভারি সেশন করেছেন। রিজার্ভ বেঞ্চের ফুটবলারদের অনুশীলন করান কার্লেস। বেঞ্চের ফুটবলারদের নিয়েও কীভাবে বাজিমাত করতে হয়, তা বড় ম্যাচে দেখিয়ে দিয়েছেন স্প্যানিশ কোচ। ডার্বি জিতে যে নিন্দুকদের যোগ্য জবাব দিতে পেরেছে দল, তা শুনিয়েও দিয়েছেন কার্লেস। বললেন, ''বেশ কয়েক বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সাফল্য পাচ্ছিল না বলে অনেকে মজা করছিল। ক্লাবকে নীচে নামানোর চেষ্টা হচ্ছিল। আশা করি, এগুলো বন্ধ করতে পেরেছি। ডুরান্ড কাপ ফাইনাল আমরা খেলেছি। সুপার কাপ সেমিফাইনালে উঠেছি। জামশেদপুরকে হারিয়ে এবার ফাইনালে ওঠার সুযোগ। আবার ইস্টবেঙ্গল ট্রফির জন্য লড়াই করছে দেখে আমি দারুণ খুশি। আশা করি, সমর্থকরাও সন্তুষ্ট।'' সমর্থকদের জয় উৎসর্গ করেছেন জোড়া গোলে ডার্বির নায়ক ক্লেটন।

সেরা ৯ ফুটবলারকে ছাড়া ডার্বি হারে হতাশ মোহনবাগান। জেসন কামিন্স, হুগো বুমোস, আর্মান্দো সাদিকুর পারফরম্যান্স নিয়ে সন্তুষ্ট নয় ম্যানেজমেন্ট। কামিন্স-বুমোসদের রাখা হবে নাকি ছেড়ে দেওয়া হবে, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন কোচ অ্যান্তোনিও লোপেজ হাবাস।

জিতল ভারত

ব্লুমফনটেন, ২০ জানুয়ারি : জয় দিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল ভারত। শনিবার বাংলাদেশকে ৮৪ রানে হারিয়ে এশিয়া কাপের সেমিফাইনালের বদলা নিল ভারতের ছোটরা। এদিন টসে জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। এই সিদ্ধান্তকে ব্যাট হাতে বুমেরাংয়ে পরিণত করে ভারতের ওপেনার আদর্শ সিং (৭৬) এবং অধিনায়ক উদয় সাহারণ (৬৪)। যাঁদের দাপটেই পঞ্চাশ ওভারে সাত উইকেটে ২৫১ তোলে ভারত। বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ পাঁচ উইকেট নেয় মারুফ মিদ্ধা। জবাবে, ৪৫.৫ ওভারে ১৬৭ রানেই শেষ হয়ে যায় বাংলাদেশের ইনিংস। মহম্মদ শিহাব জেমস (৫৪) এবং আরিফুল ইসলাম (৪১) ছাড়া আর কেউই লিম্বানি, কুলকার্নিদের বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতে পারেনি। সৌমি পাণ্ডে চার উইকেট নেয়। মুশির খান নেয় দুই উইকেট।

অভিষেকের সেঞ্চুরি, চারশোর কাছে বাংলা

ইডেনে দ্বিতীয় দিনে সেঞ্চুরির পর অভিষেক।

প্রতিবেদন : কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেছিলেন, সকালে রিপোর্টিং টাইমের ৩০-৪০ মিনিট আগে এসে শর্ট বলে প্র্যাকটিস করবি। দিনের শেষে অভিষেক পোড়েলের মনে হচ্ছে কোচের এই পরামর্শ খুব কাজে দিয়েছে। তিনি বললেন, কোচ ও অধিনায়ক আজ পর্যন্ত তাঁকে যে পরামর্শ দিয়েছেন, তা অবিশ্বাস্য।

অভিষেক এসব বললেন, কারণ তাঁর সেঞ্চুরিতে ভর করে বাংলা দ্বিতীয় দিনের শেষে ৩৮১-৮ তুলেছে। অভিষেক ২১৯ বল খেলে ১৪টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১৪ রান করেছেন। আগের দিনের নট আউট থাকা অনুষ্টুপ মজুমদার করেছেন ৭১ রান। মন্দ আলোয় খেলা বন্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত করণ লাল (২৪ ব্যাটিং) ও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল (৩৩ ব্যাটিং) মিলে অপরাজিত নবম উইকেটে ৫০ রান যোগ করেছেন।

আলো কম থাকায় শনিবার সকালের সেশনে কোনও খেলা হয়নি। লাঞ্চের পর খেলা শুরু হলে অভিষেক ও অনুষ্টুপ সাবধানে দলের রানকে এগিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু এই জুটিতে সকালে ৪১ রান ওঠার পর অনুষ্টুপ সৌরভ মজুমদারের বলে আশুতোষের হাতে ধরা পড়েন। সবমিলিয়ে এই জুটিতে উঠেছে ১২০ রান। তবে সাত নম্বরে এসে শুভম চট্টোপাধ্যায় তাঁর অভিষেক ইনিংসে ৬১ বলে ২১ রান করে নজর কেড়েছেন।

শুভম আউট হয়ে যাওয়ার পর সঙ্গীর অভাবে লম্বা শট নিতে শুরু করেন অভিষেক। আর এটা করতে গিয়ে তিনি বাসুদেব বারেথের বলে বোল্ড হয়ে যান। ছত্তিশগড়ের বোলারদের মধ্যে সৌরভ, বাসুদেব ও শশাঙ্ক সিং দুটি করে উইকেট নিয়েছেন। তবে দ্বিতীয় দিনের শেষেও উইকেট থেকে বোলারদের জন্য বিশেষ কোনও সাহায্য ছিল না। ফলে এমন পাটা উইকেটে মুকেশ, আকাশ দীপের অভাব অনুভূত হবে।

অভিষেক এই সেঞ্চুরি বাবা-মাকেই উৎসর্গ করেছেন। তিনি বলেন, কেরিয়ারের শুরুতে এঁরা অনেক সাহায্য করেছেন। আরও বলেন, এই সেঞ্চুরিকে খুব উঁচুতেই রাখব। কারণ, লাল বলে সেঞ্চুরি আমার কাছে খুব স্পেশাল। আর আমার স্বপ্ন হল দেশের হয়ে টেস্ট খেলা।

সম্মানিত সুব্রত

প্রতিবেদন : শনিবার পালিত হল সাদার্ন সমিতির আনন্দ উৎসব। অনুষ্ঠানে জীবনকৃতি সম্মানে ভূষিত হলেন প্রাক্তন কোচ ও ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য। মহামেডান ক্লাবের কর্মকর্তা মহম্মদ কামারউদ্দিনকে ময়দানবন্ধু পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে। তিনি সাদার্ন সমিতির ১৬০ জন শিক্ষার্থীকে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমে নাম নথিভুক্ত করার পরামর্শ দেন। উপস্থিত ছিলেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত, সাদার্ন সমিতির কর্তা তথা অনুষ্ঠানের আয়োজক সৌরভ পাল-সহ আরও অনেকে।

ইন্ডোরে রক্তদান

প্রতিবেদন : ২৫তম বার্ষিকীতে এবারও ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সকাল ৯টায় শুরু হয়ে এই অনুষ্ঠান চলবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। এই উপলক্ষে শনিবার কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সংস্থার সচিব স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্টদের অনেকেই।

দোহায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের হাতে জার্সি তুলে দিলেন সুনীলরা।

সিরিয়ার বিরুদ্ধেও সমর্থন চান সুনীল

দোহা, ২০ জানুয়ারি : এএফসি এশিয়ান কাপে গ্রুপের শেষ ম্যাচে বুধবার ভারতের প্রতিপক্ষ সিরিয়া। শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া ও উজবেকিস্তানের কাছে হারের পর স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে ভারতের। গ্রুপের সেরা চার তৃতীয় স্থানাধিকারী দলের মধ্যে থেকে নক আউটে যাওয়ার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকলেও সেই আশা দেখছেন না সমর্থকরা। কাতারে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ভারতীয় দল। শেষ ম্যাচের আগে সুনীল ছেত্রী, লালিয়ানজুয়ালা ছাংতেদের উজ্জীবিত করেন রাষ্ট্রদূত। সুনীলদের প্রথম দু'টি ম্যাচে মাঠে ছিলেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিপুল। সিরিয়ার বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচেও মাঠে যাবেন ভারতকে সমর্থন করতে।

ভারতীয় ফুটবলারদের সই করা জার্সি রাষ্ট্রদূতকে উপহার দেন সুনীলরা। '৫০ ও '৬০-এর দশকের ভারতীয় কিংবদন্তিদের জীবনী প্রকাশিত হয় অনুষ্ঠানে। সুনীল বলেন, ''আমরা প্রথম দুই ম্যাচে ভাল ফল করতে পারিনি। তবু আমি চাই, সিরিয়া ম্যাচেও সবাই স্টেডিয়ামে থেকে আমাদের সমর্থন করুন। তাহলেই আমরা ভাল লড়াই করে জয়ের কাছাকাছি পৌঁছতে পারব।'' সিরিয়া ম্যাচ খেলতে পারেন সাহাল আব্দুল সামাদ। ফিট হয়ে পুরোদমে অনুশীলন শুরু করেছেন তরুণ অ্যাটাকিং মিডিও।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

21 January, 2024 • Sunday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২১ জানুয়ারি
২০২৪
রবিবার

বাবা ইমরান মির্জার মন্তব্যে জল্পনা। সানিয়া কি আগেই শোয়েবের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছিলেন

লেভারের বাজি

■ মেলবোর্ন : কোনও আলৌকিক ঘটনা না ঘটলে, অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতবেন নোভাক জকোভিচ। সাফ জানালেন রড লেভার। অস্ট্রেলীয় টেনিস কিংবদন্তি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ''জকোকে দেখে মনে হচ্ছে আরও একটা গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। এই বয়সেও দুর্দান্ত ফিট। কোর্টে নেমে প্রতিটি ম্যাচেই নিজের সেরাটা দিচ্ছে। সবথেকে বড় কথা, প্রতিদিন উন্নতি করছে।'' লেভার আরও বলেছেন, ''যেমন দুর্দান্ত সার্ভিস করছে, তেমনই অসাধারণ ক্রস কোর্ট ভলি মারছে। গ্রাউন্ড স্ট্রোকেও ওকে অপরাজেয় মনে হচ্ছে। আমি অন্তত ওকে থামাতে পারে, তেমন কাউকে দেখছি না। কোনও অলৌকিক ঘটনা না ঘটলে জকোই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হবে।''

ইস্তফা জাকার

■ লাহোর : পাক ক্রিকেটে ডামাডোল অব্যাহত। এবার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন জাকা আশরফ। শুক্রবার লাহোরে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির একটি বৈঠকের পরেই প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার উল হকের কাছে নিজের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন তিনি। ২০২৩ সালের জুলাই থেকে পিসিবির চেয়ারম্যান ছিলেন জাকা। তিনি বোর্ড প্রধান থাকাকালীন নানা বিতর্কের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে পাক ক্রিকেট। কয়েক মাস আগে তৎকালীন অধিনায়ক বাবর আজমের সঙ্গে এক বোর্ড কর্তার হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। এরপর একদিনের বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ব্যর্থতার পর বেশ কিছু বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন জাকা। তাঁর নির্দেশেই সম্প্রতি পাকিস্তানের টেস্ট এবং টি-২০ দলের জন্য নতুন অধিনায়ক বেছে নিয়েছিল পিসিবি।

ছিটকে গেলেন ইগা, আলকারেজ এগোচ্ছেন

মেলবোর্ন, ২০ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে অঘটন। তৃতীয় রাউন্ড থেকেই বিদায় নিলেন মেয়েদের শীর্ষ বাছাই ইগা সুইয়াটেক। শনিবার বিশ্বের এক নম্বর মহিলা খেলোয়াড়কে হারিয়ে বড় চমক দিলেন অবাছাই লিন্ডা নোসকোভা। চেক প্রজাতন্ত্রের তরুণীর কাছে ৬-৩, ৩-৬, ৪-৬ সেটে হেরে ছিটকে গেলেন ইগা।

অথচ এদিন চেনা মেজাজেই শুরু করেছিলেন ইগা। প্রথম সেট সহজেই জিতে এগিয়েও গিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় সেট থেকেই ছন্দপতন। একের পর এক অনফোর্সড এরর করে ডুবলেন ইগা। এমনকী, তাঁর প্রথম সার্ভিসও ঠিকঠাক জায়গায় পড়ছিল না। দ্বিতীয় সেটে দু'বার ব্রেক পয়েন্ট পেয়েও ইগা কাজে লাগাতে পারেননি। তাঁর এই ভুলের সুযোগ দারুণভাবে কাজে লাগালেন ১৯ বছর বয়সি লিন্ডা।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডেই বিদায় ইগার।

তবে প্রত্যাশামতোই জয় পেয়েছেন কার্লোস আলকারেজ, দানিল মেদভেদভরা। দ্বিতীয় বাছাই আলকারেজ কোর্টে নেমেছিলেন চিনের শাং জুনচেংয়ের বিরুদ্ধে। শাং আগের রাউন্ডে হারিয়েছিলেন সুমিত নাগালকে। এদিন আলকারেজ যখন ৬-১, ৬-১, ১-০ সেটে এগিয়ে, তখন চোটের জন্য ম্যাচ ছেড়ে দেন শাং। ছেলেদের তৃতীয় বাছাই মেদভেদেভ ৬-৩, ৬-৪, ৬-৩ সেটে ফেলিক্স আগারকে হারিয়ে চতুর্থ রাউন্ডে উঠেছেন। তবে এদিন ছিটকে গেলেন ছেলেদের দুই বাছাই ক্যাসপার রুড ও গ্রিগর দিমিত্রভ। একাদশ বাছাই রুড ৪-৬, ৭-৬ (৯/৭), ৪-৬, ৩-৬ সেটে হেরেছেন ব্রিটেনের ক্যামেরন নরির কাছে। অন্যদিকে, ১৩তম বাছাই দিমিত্রভকে ৬-৭(৩/৭), ৬-৪, ৬-২, ৭-৬(৮/৬) নুনো বর্জেস।

ভারতীয়রা খুব ভদ্র : জকো

মেলবোর্ন, ২০ জানুয়ারি : এ যেন নোভাক 'ভারতপ্রেমী' জকোভিচ! ভারতে এসেছেন মাত্র একবার, ২০১৪ সালে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে। এবার সেই ভারতের টেনিসের উন্নয়নে হাত লাগাতে চান সার্বিয়ান কিংবদন্তি স্বয়ং। টেনিস সুন্দরী সানিয়া মির্জাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানালেন জকো।

এক সম্প্রচারকারী চ্যানেলের হয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন সানিয়া। সেখানে একটি সাক্ষাৎকারে জকোভিচের বক্তব্য, "ভারতের সঙ্গে আমার আত্মিক যোগ রয়েছে। সার্বিয়ার সঙ্গে ভারতের মিলও অনেক। আমার দেখা বিশ্বের সেরা ভদ্র মানুষ হচ্ছে ভারতীয়রা। যারা ক্রিকেটের পাশাপাশি টেনিস ভালবাসে ও আমায় ভালবাসে।" ২২টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক আরও বলেন, "সানিয়াকে দেখে ভারতের নতুন প্রজন্মরা এগিয়ে আসুক। ওদের টেনিসের উন্নতিতে আমি নিজে কাজ করতে চাই। আমার ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য এটাই যে র‍্যাকেট হাতে ছোটরা এগিয়ে এলে তাদের সবরকমভাবে সাহায্য করা। আরও বেশি সংখ্যায় ভারতের ছেলে-মেয়েরা টেনিস কোর্টে নামলে খুশি হব আমি।"

৩৮-এও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ছেন সিআর সেভেন। এবার তাঁর হাতে পুরস্কার।

লোকেদের ভুল প্রমাণ করেই আমার আনন্দ

তিন বিভাগে সেরা হলেন রোনাল্ডো

দুবাই, ২০ জানুয়ারি : ২০২৩ সালটা স্বপ্নের মতোই কেটেছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। তারই পুরস্কার হিসাবে গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডসের মঞ্চে তিনটি বিভাগে সেরা হয়েছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। বছরের সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসাবে জিতেছেন মারাদোনা ট্রফি, ফ্যানস ফেভারিট প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার এবং মধ্যপ্রাচ্যের সেরা ফুটবলারের পুরস্কার।

আর পুরস্কার মঞ্চ থেকেই রোনাল্ডোর ঘোষণা, সমালোচকদের ভুল প্রমাণ করতে ভালবাসি। ৩৮ বছর বয়সি রোনাল্ডো ২০২৩ সালে সব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে মোট ৫৪ গোল করেছেন। টেক্কা দিয়েছেন আর্লিং হালান্ড, কিলিয়ান এমবাপেদের মতো তরুণদের। সিআর সেভেনের বক্তব্য, ''এই বয়সেও হালান্ডদের মতো তরুণদের থেকে বেশি গোল করেছি। আমি গর্বিত। খুব দ্রুত ৩৯-এ পা রাখব। কিছু মানুষের সমালোচনা সত্ত্বেও যখন সফল হই, তখন দারুণ লাগে। সত্যি কথাটা হল, সমালোচনা আমাকে প্রভাবিত করে না।'' অবসর প্রসঙ্গে রোনাল্ডো মজা করে বলেছেন, ''জানি না কবে থামব। তবে এটা দ্রুতই হবে। হয়তো আরও ১০ বছর!''

তিনি আরও বলেন, ''সত্যি কথা বলতে কী, আমার মতে, ফরাসি লিগের থেকে সৌদি লিগ কোনও অংশে পিছিয়ে নয়। বরং বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ।'' রোনাল্ডোর সংযোজন, ''যার যা খুশি বলতেই পারে। তবে এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সৌদি লিগে খেলছি। তাই এই লিগের মান সম্পর্কে আমার স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়েছে।''

মেসি-সুয়ারেজেও ড্র

ম্যাচের আগে সতীর্থদের সঙ্গে মেসি ও সুয়ারেজ।

সান সালভাদোর, ২০ জানুয়ারি : নেহাতই প্রি-সিজন ফ্রেন্ডলি। যদিও ইন্টার মায়ামি বনাম এল সালভাদোর জাতীয় দলের ম্যাচটা নিয়ে ফুটবলপ্রেমীদের আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। কারণ প্রায় সাড়ে তিন বছর পর ফের একই দলের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজ। ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত গোলশূন্য ড্র হলেও, মেসি-সুয়ারেজের যুগলবন্দি উপভোগ করেছেন দর্শকরা।

তবে মেসিকে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই তুলে নেন মায়ামি কোচ। কিছুক্ষণ পরে তুলে নেওয়া হয় সুয়ারেজ, সের্জিও বুসকেটস, জর্ডি আলবার মতো তারকাদেরও। তবে যতক্ষণ মাঠে ছিলেন বল পায়ে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন মেসি। ৩৫ মিনিটে মেসির পা থেকে নিশ্চিত গোল বাঁচান সালভাদোরের গোলকিপার। পাঁচ মিনিট পরেই একা গোলকিপারকে পেয়েও গোল করতে পারেননি আলবা। বিরতির ঠিক আগে মেসির ফ্রি-কিক অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

নতুন ক্লাবের জার্সি গায়ে প্রথমবার মাঠে নামা সুয়ারেজও মন্দ খেললেন না। তবে তিনি কোনও গোলের জন্য তৈরি করতে পারেননি। দ্বিতীয়ার্ধে মেসি-সুয়ারেজরা উঠে যাওয়ার পর সালভাদোর কিছুটা হলেও চেপে ধরেছিল মায়ামিকে। পাল্টা সুযোগ তৈরি করেছিল মায়ামিও। তবে গোল হয়নি।

বিদায় সানিয়া, ফের বিয়ে শোয়েবের

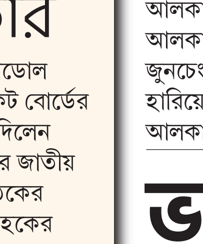

করাচি, ২০ জানুয়ারি : জল্পনার অবসান! পাক অভিনেত্রী সানা জাভেদকে বিয়ে করলেন শোয়েব মালিক। দীর্ঘদিন ধরেই সানার সঙ্গে প্রাক্তন পাক অধিনায়কের সম্পর্ক নিয়ে চর্চা চলছিল। শোয়েব এতদিন এই সম্পর্ক নিয়ে মুখ না খুললেও শনিবার সানার সঙ্গে তাঁর বিয়ের ছবি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেন। সঙ্গে তিনি লেখেন, "অবশেষে আমাদের যুগলবন্দি তৈরি।"

গত কয়েকদিন থেকেই সমাজমাধ্যমে ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া মির্জার সঙ্গে শোয়েব মালিকের বিচ্ছেদ নিয়ে জল্পনা চলছিল। ফের বিয়ে করে সেই জল্পনায় সিলমোহর দিলেন শোয়েব। এদিকে, সানিয়ার বাবা ইমরান মির্জাও জানিয়ে দিয়েছেন, সম্পূর্ণ ধর্মীয় আইন (খুলা) মেনে শোয়েবকে ডিভোর্স দিয়েছেন সানিয়া।

এই ঘটনায় ভারতীয়দের পাশাপাশি পাকিস্তান থেকেও অনেকে সানিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকে বলছেন, গোটা সিস্টেমের বিরুদ্ধে গিয়ে শোয়েবকে বিয়ে করেছিলেন সানিয়া, শোয়েব সেটার দাম দিলেন না। প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে সানিয়া তাঁর নিজের শহর হায়দরাবাদে শোয়েবের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে সানিয়া তাঁদের সন্তান ইজাহানের সঙ্গে শোয়েবের একটিমাত্র ছবি রেখে বাকি সব ছবি মুছে দিয়েছিলেন। পরে ইনস্টাগ্রামে তিনি লিখেছিলেন, "বিবাহ কঠিন। বিচ্ছেদ কঠিন। জীবন সহজ নয়। তাও আমাদের সঠিককে বেছে নিতে হবে।"

মাঠে ময়দানে
21 January, 2024 • Sunday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভারতের পিচেও স্টোকসরা বাজবল আঁকড়ে থাকে কিনা দেখার কৌতূহল থাকল : জাহির খান

অভিমন্যুর দলে রিঙ্কু

মুম্বই : ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে বেসরকারি টেস্ট খেলছে ভারত 'এ' দল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচের দলে ডাক পেলেন রিঙ্কু সিং এবং তিলক ভার্মা। লাল বলের ক্রিকেটে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরির মাধ্যমে পালাবদলের ইঙ্গিত বোর্ডের দল ঘোষণায়। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আপাতত দুই টেস্টের জন্য দল ঘোষণা হয়েছে। বাকি তিনটি টেস্টের জন্য রিঙ্কুদের যে ভাবা হতে পারে, ভারত 'এ' দলে তাঁদের রেখে সেই বার্তাই দিল ভারতীয় বোর্ড। আপাতত রঞ্জি ট্রফি নয়, রিঙ্কু ও তিলককে ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে বেসরকারি টেস্ট খেলতে পাঠানো হল। রিঙ্কুকে শুধু তৃতীয় ম্যাচের জন্য দলে রাখা হলেও তিলককে দু'টি দলেই রাখা হয়েছে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে দলে থাকা ওয়াশিংটন সুন্দর এবং অর্শদীপ সিংকেও বেসরকারি টেস্টের দলে রাখা হয়েছে। ভারত 'এ' দলের অধিনায়ক হিসেবে বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণের উপরই আস্থা রাখা হয়েছে।

ভোটে সংশয় আইপিএল নিয়ে

নয়াদিল্লি : লোকসভা নির্বাচনের মধ্যেই ২০২৪ আইপিএল ভারতেই আয়োজনের সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছিল। শনিবার বিসিসিআই-এর অন্যতম ভাইস-প্রেসিডেন্ট রাজীব শুক্লা জানিয়ে দিলেন, দেশে না বিদেশের মাটিতে হবে এবারের আইপিএল, তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তিনি জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে বোর্ডের। প্রাক্তন আইপিএল চেয়ারম্যান নিশ্চিত করেছেন, এবার মেয়েদের ডব্লুপিএলের অর্ধেক ম্যাচ হবে বেঙ্গালুরুতে। বাকি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে দিল্লিতে। এদিকে আইপিএলের টাইটেল স্পনসর হিসেবে থাকছে টাটা গ্রুপ। শুধু চব্বিশের আইপিএলেই নয়, আগামী পাঁচ বছরের জন্য টাটার সঙ্গে রেকর্ড ২৫০০ কোটি টাকার চুক্তি সেরে ফেলল বিসিসিআই।

চোট সারাতে লন্ডন যাচ্ছেন শামি

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : বিশ্বকাপের পর থেকেই মাঠের বাইরে মহম্মদ শামি। গোড়ালির চোটে ভুগছেন অভিজ্ঞ ভারতীয় পেসার। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ব্যাটিং প্র্যাকটিসের ভিডিও পোস্ট করে মাঠে ফেরার জল্পনা উস্কে দিয়েছিলেন শামি নিজেই। কিন্তু বিসিসিআই সূত্রের খবর, তাঁর চোট এখনও সারেনি। তাই শামিকে লন্ডন পাঠানো হবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে। সঙ্গে যাবেন জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির স্পোর্টস সায়েন্সের প্রধান নীতিন প্যাটেল।

২৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। প্রথম দু'টি দলের জন্য ঘোষিত দলে শামিকে রাখা হয়নি। তবে বোর্ড আশাবাদী ছিল, তৃতীয় টেস্টের আগেই তিনি ফিট হয়ে যাবেন। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। তাই শামিকে লন্ডনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিসিসিআই সূত্রের খবর, শামির সঙ্গে লন্ডন যেতে পারেন ঋষভ পন্থও। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়া পন্থ এখনও পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে পারেননি। কয়েক মাস পরেই টি-২০ বিশ্বকাপ। তার আগে রয়েছে আইপিএল। তাই পন্থকে দ্রুত ফিট করে তোলার জন্যই এই উদ্যোগ।

অশ্বিনের দুসরা নিয়ে পিটারসেনের পরামর্শ

লন্ডন, ২০ জানুয়ারি : পাঁচ টেস্টের সিরিজ শুরুর আগে ভারতীয় স্পিনারদের নিয়ে ইংল্যান্ড ব্যাটারদের সতর্ক করে দিলেন প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়করা। বিশেষ করে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের 'দুসরা' বোঝার পরামর্শ বেন স্টোকস, জনি বেয়ারস্টোদের দিয়েছেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক কেভিন পিটারসেন।

পিটারসেন বলেছেন, ''২০১২ সালে আমরা শেষবার সিরিজ জিতেছিলাম ভারতে। আমি সেবার অশ্বিনের 'দুসরা' ডেলিভারি পড়ে ফেলেছিলাম। রান-আপের সময় ও বলটা লুকিয়ে রাখত। আমার মনে হয়, ও এখনও সেটা করে। বাকি অফ স্পিনারের মতো অশ্বিন কখনও বল হাতের সামনে নিয়ে দৌড় শুরু করে না। 'দুসরা' ডেলিভারির জন্য এই কৌশল ও বদলায়নি।'' অশ্বিনের দুসরা সামলানো নিয়ে পিটারসেনের পরামর্শ, ''যদি পায়ের ব্যবহার ঠিক থাকে তাহলে ফ্রন্ট ফুটে এসে ডাউন দ্য লাইন খেলা সহজ হয়। শুধু নিশ্চিত হতে হবে, বোল্ড বা এলবি যাতে না হও।'' শুধু অশ্বিন নন, ভারতের পিচে রবীন্দ্র জাদেজাকে খেলার জন্যও সঠিক টেকনিকের প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন পিটারসেন।

নাসের হুসেন, মাইকেল আথার্টনের মতো প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়করা মনে করছেন, ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজে স্পিনের একটা বড় ভূমিকা থাকবে।

রোহিত শর্মাদের এগিয়ে রেখেও নাসেরের সতর্কবার্তা, ''ভারতই ফেভারিট। বাজবল দেশে দারুণ সফল। কিন্তু ভারত ও অস্ট্রেলিয়া খুব কঠিন জায়গা। বড় চ্যালেঞ্জ ইংল্যান্ডের সামনে। তবে ইংল্যান্ডেরও সুযোগ থাকবে। বাজবল ক্রিকেটকে মুছে ফেলা যাবে না।'' আথার্টন বলেছেন, ''ভারতের চারজন স্পিনার আলাদা ধরনের। এই স্পিন অস্ত্রের মোকাবিলা কতটা ভালভাবে করতে পারে ইংল্যান্ড, তার উপর সিরিজের ভাগ্য নির্ভর করবে।''

শুধু স্টাম্প লক্ষ্য করে বল করে যাও

অ্যান্ডারসনদের টিপস ডোনাল্ডের

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : ভারতীয় পিচে বাউন্স কম। তাই স্টাম্প লক্ষ্য করে টানা বোলিং করে যাওয়াটা জরুরি। আসন্ন টেস্ট সিরিজের আগে ইংল্যান্ডের জোরে বোলারদের এই পরামর্শ দিলেন অ্যালান ডোনাল্ড।

খেলোয়াড় জীবনে দু'বার ভারত সফর করেছেন ডোনাল্ড। এর মধ্যে ১৯৯৯-২০০০ মরশুমে ভারতের বিরুদ্ধে হ্যান্সি ক্রোনিয়ের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকা ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল। আর এই জয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন জোরে বোলাররা। সেই অভিজ্ঞতা থেকে ডোনাল্ড বলছেন, ''হ্যান্সি ছিল আক্রমণাত্মক মেজাজের অধিনায়ক। আমাদের তৎকালীন কোচ বব উলমারেরও ভারতের মাটিতে খেলার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। তাই টিম মিটিংয়ে ঠিক হয়েছিল, নতুন বলে প্রথম ২৫-৩০ ওভার খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই ফুল লেংথে স্টাম্প লক্ষ্য করে বল করে যেতে হবে।''

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন পেসার আরও যোগ করেছেন, ''আমরা জানতাম, ভারতের পিচে বাউন্স কম। তাই প্রতিটি বলই স্টাম্প লক্ষ্য করে করতে হবে। যদি বল সামান্য সুইং করে, তাহলে সেটা কাজে লাগাতে হবে। ইংল্যান্ডের জোরে বোলারদেরও উচিত এই স্ট্যাটেজি মেনে বোলিং করা। কারণ, এভাবে বল করেই আমরা সেবার টেস্ট সিরিজ জিতেছিলাম।'' ডোনাল্ডের বক্তব্য, ''বল পুরনো হলেও নেতিবাচক ফিল্ড সাজানো চলবে না। তাতে ভারতীয় ব্যাটারদের উপর থেকে চাপ আলগা হয়ে যাবে। সুইপার পজিশনে ফিল্ডার রাখার প্রয়োজন নেই। বরং কভারে একজন বাড়তি ফিল্ডার রাখা যেতে পারে। তাহলেই রান আটকানো সম্ভব।''

ভারতে ওয়ার্ন হতে চান রেহান

আবু ধাবি, ২০ জানুয়ারি : চার স্পিনার নিয়ে ভারতে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলতে আসছে ইংল্যান্ড। জ্যাক লিচের মতো অভিজ্ঞ বাঁ-হাতি স্পিনারের সঙ্গে টম হার্টলি, শোয়েব বসির এবং ১৯ বছরের লেগ স্পিনার রেহান আহমেদও রয়েছেন দলে। রেহানকে নিয়ে ব্রিটিশ মিডিয়ার উৎসাহ বেশি। তারা মনে করে ভারতে টেস্ট সিরিজে রেহান নিজেকে অন্য উচ্চতায় তুলে ধরতে পারেন। ২০২২ সালেই টেস্টে সর্বকনিষ্ঠ অভিষেককারী হিসেবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছেন। টিনএজার রেহান ভারতে সফল হওয়ার জন্য নিজের স্পিন-অস্ত্রে শান দিচ্ছেন। শেন ওয়ার্নের ভক্ত রেহান চান, ফ্লিপারকে অস্ত্র করেই ব্যাটারদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে।

আবু ধাবিতে ইংল্যান্ড দলের সঙ্গে প্রস্তুতির মধ্যেই রেহান এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ''ভারতে আমি নতুন কিছু চেষ্টা করব না। যতটা সম্ভব সহজ সরল থেকে বোলিং করতে চাই। জানি, ভারতীয় কন্ডিশনে কাজটা সহজ নয়। তবে চ্যালেঞ্জ নিতে আমি তৈরি। হাতে একটু সময় পেলে বিশেষ কিছু করার চেষ্টা করতেই পারি। ফ্লিপার নিয়ে আমি কাজ করছি। দারুণ একটা ডেলিভারি, বিশেষ করে টি-২০ এবং টেস্ট ক্রিকেটেও। ওয়ার্নি (শেন ওয়ার্ন) এত সুন্দরভাবে এটা করত, সেট ব্যাটারদেরও বোকা বানাত, সেটা দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।''

ইংল্যান্ডের হয়ে খেলাকে অগ্রাধিকার দিতেই এবারের আইপিএল নিলাম থেকে শেষ মুহূর্তে নাম তুলে নিয়েছেন রেহান।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

21 January, 2024 • Sunday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

প্রাচীন বাংলার অখ্যাত শীতমেলা

হেমন্তের শুরু থেকে শীতের মরশুমে বাংলার গ্রামীণ মেলার স্বাদই ছিল আলাদা। সেকালের বাংলার প্রাণ ছিল এই শীতের গ্রামীণ মেলাগুলি। বৈষ্ণবরা তো সারাবছরই এক মেলা থেকে আর-এক মেলায় ঘুরে কাটয়ে দিতেন কাল! তবে এই মেলাকে ঘিরেই ছিল বহু মানুষের জীবন, জীবিকা। শীতের সেই মেলার যাত্রাগান ছিল ভারি আকর্ষণের। গরুর গাড়িতে করে এক মেলা থেকে আর এক মেলায় ঘুরত অপেরার দল। বিবেকের গান, গরুগাড়ির গাড়োয়ানের গান কোথাও যেন মিশত বাংলার মেলার টানে আর প্রেমের ভাজা বাদাম ছিল মেলার আকর্ষণ, লিখছেন **রাধামাধব মণ্ডল**

'এই বাংলা গ্রামে গাথা দেশ', যা ছিল রবীন্দ্রনাথের বড় প্রিয়। সেই বাংলার প্রাচীন মহামিলনের তীর্থভূমি গ্রামীণ উৎসবকে ঘিরে গড়ে ওঠা মেলাগুলি। শুধু শিশুদের জন্যই নয়, বড়দের কাছেও এই গ্রামীণ মেলার আকর্ষণের এক গুরুত্ব রয়েছে। শিশুদের নানান ধরনের খেলনা পাওয়া যায়, এই মেলায়। যেমন— পুতুল, বাঁশি, বল, লাটিম, মার্বেল ইত্যাদি। তাই তাদের কাছে মেলা প্রিয় এবং আকর্ষণেরও। মেয়েদের কাছেও মেলা প্রিয়। তাদের প্রসাধন উপকরণের মধ্যে ফিতে, চুড়ি, ক্লিপ, স্নো-পাউডার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য জিনিস মেলাতে পাওয়া যায়। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে মুড়ি-মুড়কি, খই, খাজা, কদমা, চিনি বাতাসা, জিলাপি, নিমকি, রসগোল্লা, তেলেভাজা, পিঠাপুলি, নারকেলের নাড়ু, ঘুগনি, চা-সহ নানারকমের খাবার মেলে বাংলার মেলায়-মেলায়। ভাবের আদান-প্রদান হয় মেলাকে ঘিরে। আর গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্বকীয় ভূমিকা নেয় এই সব মেলা। গ্রামের মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে দিনযাপন করে যা তাঁদের জীবনের ছন্দপতন ঘটায় মাঝে মাঝে। আর এই গ্রামীণ মেলা তখন তাঁদের কাছে অনাবিল শান্তি ও আনন্দের উৎস হয়ে ওঠে। গ্রামের অনেক দরিদ্র, অবহেলিত মানুষ আছে যাঁরা এই মেলা উপলক্ষে আয়-উপার্জন করতেও পারে। যেমন কামার, কুমোর, তাঁতি, দোকানদার, ছুতোর তাদের জিনিসগুলো মেলাতে বিক্রি করে কিছু আয় করতে পারে। সুতরাং অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এই মেলার তাৎপর্য রয়েছে গভীরভাবে।

মেলা আবহমানকাল ধরে বাংলার লোক সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের ফলে গ্রাম বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতি এখন বিলুপ্তির পথে। গ্রামীণ সংস্কৃতি ধারক, বাহক গ্রাম্যমেলাকে টিকিয়ে রাখতে হলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন।

অতীতের মেলায় কৃষিকাজ, ঘর-গেরস্থালির জন্য নানারকম জিনিসপত্র আসত। কুমোররা মাটির হাঁড়ি, কলসি, কুঁজো, ঘট, সরা, মালসার সঙ্গে মাটির পুতুল, হাতি-ঘোড়া ইত্যাদির পশরা সাজিয়ে বসত। কামাররা নিয়ে আসত দা, কাটারি, হাঁসুয়া, ছেনি, বাটালি, কাস্তে, কুড়ুল, বঁটি, চাটু, খুন্তি, হাতা ইত্যাদি। আসত ডোমেদের তৈরি ঝুড়ি, কুলো, চালুনি, ধুচুনি, আরও অনেককিছু। যেসব এলাকায় অনেক দূরে হাট-বাজার, সেখানে মেলায় কপি, আলু ইত্যাদি সবজিও বিক্রি হত। আর শীতের মেলায় বিক্রি হত শাঁকআলু। বড় বড় গৃহস্থঘরের লোকেরা বস্তা ভরে শাঁকআলু কিনতেন, কলা কিনতেন নবান্নের জন্য। বীরভূমের কেন্দুলীর মেলায় এখনও কলা বিক্রি হয়। মেলার কয়েকদিন আগে থেকেই গ্রামে গ্রামে শুরু হয়ে যেত গরুর গাড়ির ছই বানানোর কাজ। গরুকে ভাল করে স্নান করিয়ে তাদের শিং-এ তেল মাখিয়ে দেওয়া হত। মেলার আগের রাতে উত্তেজনায় বাচ্চারা ঘুমোত না। তাদের সঙ্গে বড়রাও একজন যেতেন, গরুর গাড়ির গাড়োয়ান হিসেবে। তিনি ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিস তো কিনতেনই, সেইসঙ্গে শাঁকআলু, মুড়কি, গুড়, চিনির সুটি বা কাঠিগজা, তিলের খাজা, গুড়ের লবাত (পাটালি), গজা, খাজা, জিলিপি, সন্দেশ ইতাদি অনেক পরিমাণে কিনতেন। মেলা থেকে এইসমস্ত মণ্ডা-মিঠাই শুধু যে নিজেরা খাওয়ার জন্য কিনতেন তা নয়। আত্মীয়স্বজনদের ঘরে, মেয়ের শ্বশুরঘরে পাঠানোও হত। এটা অজয়, দামোদর, ময়ূরাক্ষী নদীতীরবর্তী গ্রাম অঞ্চলের রীতি বলা যায়। জামাইকে মেলা দেখার জন্য শ্বশুরমশাই টাকা দিতেনও বর্ধমানের গ্রামে গ্রামে।

সে-কালের রাঢ়ের মেলায় রসগোল্লা, পান্তুয়া, লেডিকেনি, বোঁদে আর মস্ত বড় বড় কদমা বিক্রি হত। আজও হয়। মেলার দোকানের পাটাতনে বড় থেকে ছোট কদমা সাজানো থাকত। মেলায় কেউ বেলুন, কেউ বাঁশি, কেউ ছোলা-মটর ভাজা বিক্রি করত। কোনও কোনও মেলায় সাঁওতালি নাচ, তরজা, বাউলগান, কবিগান, যাত্রাপালা হত। আজও হয়। তখন গ্রামের মানুষের কাছে এইগুলোই ছিল বিনোদনের একমাত্র বিষয়। অতীতের মহরমের মেলায় যেমন লাঠি, মশাল, তরবারি নিয়ে মানুষ নানারকম কসরত দেখাত, তেমন চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজনের মেলায় শিবের ভোক্তারা আগুন ঝাঁপ, পিঠফোঁড়া, কাঁটায় চলার মতো ইত্যাদি ভয়ঙ্কর সব খেলা দেখায় এখনও।

গ্রামের কামার, কুমোর, হাড়ি থেকে নিম্নবর্ণের দরিদ্র মানুষেরা বছরের এই দিনগুলোর জন্যই অপেক্ষা করে থাকে। বড় থেকে ছোট, সবাই পায়ে হেঁটে দূর দূর গ্রামে মেলা দেখতে যেত কুলির ধুলো উড়িয়ে। শীতের বাংলার অখ্যাত কিছু প্রাচীন মেলা তুলে ধরা হল—

কালীদহের ছোট কেন্দুলীর মেলা

পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের বেরেণ্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিদাস মাঠের কাঁদর পাড়ে হয় মেলা। ৭ মাঘ থেকে ১৬ মাঘ পর্যন্ত হয় গ্রামীণ এই মেলাটি। স্থানীয়রা বলেন, এটি ছোট কেন্দুলীর মেলা। পূর্বে এই মেলাটি শুরু হয় বেলুটি গ্রামের জমিদার মজুমদারদের উদ্যোগে, ১২৬৮ বঙ্গাব্দে কালীদহের মেলার সূচনা হয়েছিল। মূলত রাধাবল্লভ আর রসিকনাগরের পুজোকে কেন্দ্র করেই এই মেলা। রসিকনাগরকে আনা হত আউশগ্রামের গলিগ্রাম থেকে। তবে মেলা হলেও ঠাকুরটিকে আর আনা হয় না। রাধাবল্লভকে আনা হয় মেলাতে পাশের নবগ্রাম থেকে।

খটিলা বিবির মেলা

বাবুরবাঁধ নামের একটি গ্রাম রয়েছে আউশগ্রামের বসন্তপুর গ্রামের পাশে। আউশগ্রামের বেরেণ্ডা অঞ্চলের কুনুর নদী তীরের এই বাবুরবাঁধেই হয় একটি গ্রামীণ মেলা। সেই মেলার নাম 'খটিলা বিবির মেলা'। মেলাটি হয় প্রত্যেক বছর ১৭ পৌষ থেকে ২৭ পৌষ পর্যন্ত চলে। 'খটিলা বিবি' নামের এক পিরের আস্তানা রয়েছে গ্রামে। সেখানেই মেলা হয় বলে এমন নাম মেলার।

(এরপর ১৮ পাতায়)

রবিবার

21 January, 2024 • Sunday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অখ্যাত শীতমেলা

(১৭ পাতার পর)

১৯৯৯-এ শুরু হয় মেলাটি। বসন্তপুর গ্রামের বাসিন্দা ডাঃ আয়নাল হক মণ্ডলের উদ্যোগে এই মেলাটি শুরু হয়।

খণ্ডঘোষের কুমিরকোলার মেলা

বর্ধমানের খণ্ডঘোষ। বর্ধমান থেকে বিষ্ণুপুর, ভায়া খণ্ডঘোষ বাসে যেতে হয়। বেশ বড়, প্রাচীন এই গ্রামেই রয়েছে হিন্দু, মুসলমানদের বসবাস। এই গ্রামে রেবতী বলরামের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, গ্রামের নন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পরিবারের পূর্বপুরুষরা বংশানুক্রমে ছিলেন জমিদার। নন্দরাম প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দের ফাল্গুন মাসে বাৎসরিক পুজোর সময়, চারদিনের উৎসব হয়। চারদিনই মেলা বসে এখানে। বন্দ্যোপাধ্যায়রাই এই মেলাটি পরিচালনা করেন।

চব্বিশ প্রহর মেলা

চারদিনের মেলা চব্বিশ প্রহরকে ঘিরে, বীরভূমের রায়পুরে। শুরু হয় ১৯২০ সালে, দুর্গাপদ চক্রবর্তী তাঁর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বছর ৭ জ্যৈষ্ঠ মেলা শুরু হয়, শেষ হয় চব্বিশ প্রহরের শেষ দিন ১০ জ্যৈষ্ঠ।

দেউলির মেলা

বীরভূমের অজয়-তীরের দেউলি গ্রামে হয় একটি অখ্যাত পৌষসংক্রান্তির প্রাচীন মেলা। একদিনের মকরস্নানের মেলা হলেও, মেলাটিতে আজও লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটে। আজও বীরভূম ও বর্ধমানের বহু গ্রাম থেকে গরুর গাড়ি নিয়ে এই দেউলির মেলায় পিকনিক করতে যায়। সারাদিন মেলায় কাটিয়ে ফিরে আসে সন্ধেবেলা। এই গ্রামীণ মেলাটিকে ঘিরে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির পশরা বসে। হাতা, খুন্তি, হাঁড়ি, হোলা-সহ নানান মাটির জিনিসের পাশাপাশি মিষ্টি এবং খাবারের দোকান বসে। অনেক দূর থেকে আসে বাচ্চাদের খেলনাপাতির দোকানও। পৌষসংক্রান্তির এই দিনে বহু মানুষ অজয়ের জলে সকালের পুণ্যস্নান সেরে, দেউলির দেউলেশ্বর শিব এবং খাদা পার্বতীর মন্দিরে পুজো দেয়।

ব্রহ্মদৈত্য মেলা

পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে রামনগর গ্রামে হয় একদিনের ব্রহ্মদৈত্য মেলা। খাবারের দোকানের পাশাপাশি মাটির জিনিস, পুতুল, হাতি, ঘোড়া আর বাচ্চাদের খেলনাপাতির দোকান বসে। প্রতি বছর পয়লা মাঘ, বিকেলে শুরু হয় মেলা। শেষ হয় অধিক রাতে। গ্রামীণ এই মেলাটি হয় ব্রহ্মদৈত্য ঠাকুরের পুজোকে ঘিরে।

ভেদিয়ার মেলা

বত্রিশ ফুঁকোর স্নানের মেলাটি হয় পৌষপার্বণকে কেন্দ্র করে। পৌষসংক্রান্তির দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে মেলা। অনেকেই এদিন অজয়ের চরে বক্স বাজিয়ে করে চড়ুইভাতি। এখানে প্রথম জানুয়ারির দিনও মেলা বসে। সারাদিনই পিকনিক ও মেলা হয়। পূর্ব বর্ধমানের ভেদিয়াতে অজয়-তীরের মেলাটি কয়েক বছর ধরে হচ্ছে। খুব প্রাচীন নয়। ১৯৯৯-এর কাছাকাছি সময়ের মেলা এটি।

রঘুনাথগঞ্জের মেলা

মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের সাগরদিঘির এই মেলাটি বেশ প্রাচীন। সাগরদিঘির অনুপপুরে হয় গ্রামীণ এই শীতমেলা। পৌষপার্বণকে ঘিরে বসে এই মেলাটি।

নিউ টাউন সবলা মেলা

শীতের আমেজে সাড়ম্বরে হয় প্রতি বছরই সবলা মেলা। গ্রামীণ মেয়েদের স্বনির্ভর করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে প্রতিবছর এই মেলার আয়োজন করা হয়। ফেব্রুয়ারি মাসের কোনও এক সময় থেকে শুরু হওয়া এই সবলা মেলা চলে সাত দিন পর্যন্ত। নিউ টাউন মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হয় এই মেলা। প্রতিদিন বেলা দুটো থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত চলে মেলা। মেলায় রয়েছে রকমারি শিল্প ও খাবারের সন্ধানও।

বিষ্ণুপুর মেলা

শীতের মরশুম শুরু হতেই গোটা বাংলার মানুষ মেতে ওঠেন উৎসবের আনন্দে। এই সময় আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই উৎসবমুখর হয়ে ওঠেন। ঠিক তেমনই পর্যটন, হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প প্রভৃতিকে মাথায় রেখে বাঁকুড়া জেলার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন নগরীতে সাড়ম্বরে শুরু হয় বিষ্ণুপুর মেলা। বিষ্ণুপুর মেলা হয় ডিসেম্বরের শেষ থেকে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। হস্তশিল্প, সংস্কৃতি এবং পর্যটনকে তুলে ধরতেই বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন এই মেলার আয়োজন করেছে। প্রত্যেক জেলায় হয় এমন মেলা। জেলা বইমেলাগুলিও চলছে এই সময়ে।

জামালপুরের মেলা

বর্ধমান জেলার জামালপুরে বুড়োরাজের মন্দির। বৈশাখী পূর্ণিমা যা বুদ্ধপূর্ণিমা বলেও পরিচিত সেদিনের বর্ধমান জেলার সবুজে ঘেরা ছোট গ্রাম জামালপুরে বুড়োরাজের মহামেলা বসে আজও। বৈশাখের দাবদাহকে উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হন। কেউ অস্ত্র দিয়ে দেবতার উদ্দেশে বলি দিতে আসে, তো কেউ আবার দলবদ্ধ হয়ে অস্ত্র প্রদর্শন করে বীরত্বে। এখানে মন্দির বলতে একটি খড়ের চালাঘর। মেঝেটি আজও মাটির। শিব, যম-ধর্মরাজের এক মিলিত রূপ এই বুড়োরাজ। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের ফলেই ধর্মরাজের পুজোর প্রচলন ঘটেছিল।

কোচবিহারের রাসমেলা

কোচবিহারের এই রাসমেলা সব মেলার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী। প্রতি বছর নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে হয় এই মেলা। রাস পূর্ণিমাতে। পুজোর পট কোচবিহারের লোকেরা শ্রীমদনমোহন ঠাকুরের রাসযাত্রা উদযাপন করতে প্রস্তুতি নেয়। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুসারে কার্তিক মাসে পূর্ণিমার শুভ দিন থেকে রাস মেলা উদযাপন শুরু হয়। মেলার সূচনা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। উৎসটি ১৭৮৩-১৮৩৯ সালের মধ্যে ধরা হয়। কোচবিহারের ১৭তম রাজা অর্থাৎ মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের শাসনের সময় খুঁজে পাওয়া যায় এই উৎসব। এই রাসের উৎপত্তির কারণের প্রমাণ পাওয়া যায় জৈনাথ মুন্সির বিখ্যাত গ্রন্থ 'রাজ্যোপাখ্যান'-এ। এই রাসমেলাটি প্রথমে ভেটোগুড়িতে, তারপর বৈরাগী দিঘি সংলগ্ন কোচবিহার শহরের মদনমোহন মন্দিরে এবং পরে প্যারেড গ্রাউন্ড বা বর্তমান রাসমেলা গ্রাউন্ডে ১৯১২ সাল থেকে উদযাপিত হচ্ছে।

মেদিনীপুরের রাস

রাস উৎসবকে ঘিরে আজকাল মেতে ওঠে গোটা রাজ্য। আর রাস উৎসবের কথা বললে পঁচেটগড় রাজবাড়ির কথা না বললেই নয়। প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর থানা এলাকার পঁচেটগড় একটি প্রসিদ্ধ স্থান। পঁচেটগড় রাজবাড়ি রাস উৎসবের জন্যই সকলের কাছে এক ডাকে ইতিহাস। একসময় এই রাস উৎসবের জাঁকজমক দুর্গোৎসবের চেয়েও কোনও অংশে কম ছিল না। রাজ পরিবারের দাবি, ওড়িশার কটকের আটঘর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন আদি পুরুষ কালুমুরারিমোহন দাস মহাপাত্র। এই দুঃসাহসিক যুবক সম্রাট আকবরের রাজ কর্মচারী ছিলেন। ওড়িশার রাজা মুকুন্দদেব আকবরের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে উভয়ে যৌথ শত্রু গৌড়েশ্বর সুলেমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাতে তাঁরা জয়ী হন। এখানে কালুমুরারির অসামান্য কৃতিত্ব প্রকাশ পায়।

মেদিনীপুরের তাঁতমেলা

জেলা শহর মেদিনীপুরের পুজোর আগেই বসে ঐতিহ্যের তাঁতমেলা! শহরের জেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এই 'তাঁতবস্ত্র প্রদর্শনী ও মেলা'। জেলার তাঁত শিল্পীদের কথা ভেবেই এই মেলা হয়। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে সাড়ম্বরে হয় এই তাঁতমেলা। রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রদর্শনী এবং মেলায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের তাঁতশিল্পীরা উপস্থিত হন। বিভিন্ন জেলার ঐতিহ্যবাহী তাঁত, খাদি, সুতি বা হ্যান্ডলুমের শাড়ি, জামাকাপড়ের পশরা সাজিয়ে বসেন শিল্পীরা। সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর মাসে হয় মেলা। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত বেচাকেনা হয়। প্রতি বছরই হয় মেলাটি।

চৈত্রগাজনের শিব মেলা

চৈত্রগাজনের সংক্রান্তির দিন থেকে ৪ বৈশাখ পর্যন্ত শিবের গাজন মেলা হয়, জেলায় জেলায়। দুই বর্ধমান ও বীরভূমে এই রকম অজস্র মেলা হয়। তার মধ্যে প্রাচীন মেলাটি বসে বর্ধমানের আউশগ্রামের ধনকোড়াতে। মেলায় রাত গাজনের দিন বহু লোকের সমাগম হয়।

কলকাতায় রথের মেলা

আজ থেকে ৫৫০ বছর আগে ওড়িয়া-গৌড়ীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধন রচনা করেছিলেন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁর অনুপ্রেরণায় গুপ্তিপাড়ায় বাংলার প্রাচীন রথযাত্রার সূচনা হয়। বাংলায় মেলা সংস্কৃতির সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন রথের মেলা। শ্রীক্ষেত্রে রথে চড়েন জগন্নাথ, তাতে কী! রথের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার রাস্তায় ধারে পাঁপড় ভাজা, জিলিপি, বেলুন, তালপাতার ভেঁপু, কাচের চুড়ির বাহার দেখতে ভিড় করেন অসংখ্য মানুষ। ছোটদের হাতে হাতে কাঠের রথে মাটির জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রা ঘুরে বেড়ান পথে পথে।

হুগলির শ্রীরামপুরে মাহেশের রথ, কলকাতায় ইসকন মন্দিরের রথ, পরেশনাথ মন্দিরে জৈনদের রথযাত্রা, শহর আর শহরতলির সবচেয়ে বড় এবং প্রাচীন রথযাত্রার তালিকায় রয়েছে দীর্ঘ। এছাড়াও বিভিন্ন জেলায় ঐতিহ্য, পরম্পরা মেনে রথযাত্রার প্রচলন রয়েছে। রথটানার পর বাড়ির কচিকাঁচাদের দ্বিগুণ আনন্দ দিতে কলকাতা, আর তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অসংখ্য রথের মেলা হয়।

মানভূমের প্রাচীন মেলা

কংসাবতী নদীর তীরে পুঞ্চা থানার বুধপুর গ্রামে মাকুড়ি মেলা হয়ে আসছে কয়েক শতাব্দী ধরে। ফি-বছর সরস্বতী পুজোর একদিন পরে নদীর চরে মেলা বসে। প্রায় ১ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে মেলা বসে। প্রায় চল্লিশ হাজার লোক সমাগম হয় মেলায়। মাকুড়ি মেলার চরিত্র পশ্চিমবঙ্গের আর পাঁচটা মেলার মতোই। প্রচুর খাবার দোকান, সস্তার মনোহারি, সংসারের প্রয়োজনে লাগে এই রকম বহু দোকান বসে। মেলার মেয়াদ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। মানভূমের প্রাচীন মেলা এটি। কংসাবতী নদীর এই ঘাটে সিজানোর পরদিন স্নান করানোর রীতি ছিল। অনেকেই এই রীতি এখনও মানেন।

মাহেশের মেলা

মাহেশের রথযাত্রা ভারতের দ্বিতীয় প্রাচীনতম ধরা হয়। বাংলার প্রাচীনতম রথযাত্রা উৎসব এটি। এই উৎসব ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুর শহরের মাহেশে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। রথযাত্রার সময় মাহেশের স্নানপিড়ি ময়দানে এক মাস ধরে মেলা চলে। বহু মানুষ আসে এই মেলায় দেশ-বিদেশ থেকে।

জয়চণ্ডীর কোলে মেলা

শীতের জমজমাটে এখানে হয় উৎসব। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে জয়চণ্ডী পাহাড়ের মাথায় উঠে মেলা দেখার আকর্ষণ। কনকনে হিমেল হাওয়ায় নীল আকাশের কাছাকাছি বসে মেলা। একটু উঁকি দিয়ে মেলার হরেক রং উপভোগ করা। অন্য স্বাদ এই মেলার। পুরুলিয়ার জয়চণ্ডী পাহাড়। প্রতি বছর শীতে যেখানে পর্যটন উৎসবে হাজির হন ভ্রমণপাগল মানুষ। প্রকৃতির সঙ্গে মেলার রং মেশে এখানে। ১৫ বছরে পা রাখল এই মেলা। জয়চণ্ডীর পর্যটন উৎসবে এসে পর্যটকেরা সটান উঠে পড়ছেন পাহাড়ে। উপর থেকে দেখছেন মেলা। সত্যজিৎ রায়ের হীরকরাজার দেশে এই মেলার জাঁকজমকই আলাদা ছিল। রঘুনাথপুর শহরের গা-ঘেঁষে থাকা জয়চণ্ডী পাহাড়ে হীরকরাজার দেশে ছবির শুটিং করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। তবে তার আগে ১৯৬৯ সালে তৈরি হয়েছিল গুপি গাইন বাঘা বাইন। শিরশিরে বাতাসে মাঠ জুড়ে আর পাঁচটা মেলার মতো বিনোদনের পশরা বসে। তিনদিনের মেলা বসে জানুয়ারিতে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

21 January, 2024 • Sunday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

এক ডজন পিকনিক স্পট

শীতকাল মানেই লেপের উষ্ণ আদর, নলেন গুড়, পিঠেপুলি এবং পিকনিক। উত্তুরে হাওয়া গায়ে লাগতেই শুরু হয় পিকনিকের পরিকল্পনা। এই একটা দিন অফিস-কাজ-সংসারের যাবতীয় ঝক্কি ফেলে বেরিয়ে পড়া কাছেপিঠে বা একটু দূরে কোথাও। প্রকৃতিবিলাস, নির্ভেজাল আড্ডা তো আছেই, সঙ্গে কবজি ডুবিয়ে রসনাতৃপ্তি— এই তো পিকনিকের প্রাপ্তি। দলবেঁধে কোথায় যাবেন ভাবছেন? একডজন পিকনিক স্পটের সন্ধান দিলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

মহুয়া

■ আলিপুরদুয়ার জেলার মহুয়া। অফবিট পিকনিক স্পট। জায়গাটা হাসিমারার দলশিংপাড়ার ভারত-ভুটান সীমান্তের কাছেই। রয়েছে পাহাড়, চা-বাগান এবং বনাঞ্চল। সবুজের বুক চিরে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে করতে পৌঁছে যাওয়া যায় তোর্সা নদীর চরে। খরস্রোতা পাহাড়ি তোর্সার স্বচ্ছ শীতল জল কলকল শব্দে বয়ে চলেছে। প্রাকৃতিক নৈসর্গিক দৃশ্যে মন মুগ্ধতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। নদীর ঠান্ডা জল স্পর্শ মাত্রই শিউরে উঠবে দেহ, মন। কিছুটা দূরে রয়েছে ভুটান পাহাড়। পর্যটকদের হাতছানি দেয়। সব মিলিয়ে এক অনবদ্য প্রাকৃতিক পরিবেশ। এই অঞ্চলে আছে বেশকিছু খোলামেলা জায়গা। সেখানে অনেকেই বেড়াতে এসে সময় কাটান। প্রকৃতির মাঝে চড়ুইভাতির জন্য স্থানীয়রা গড়ে তুলেছেন ইন্দো-ভুটান গ্রিন ওসান পিকনিক স্পট। শীতকালে প্রচুর মানুষ পিকনিকের জন্য আসেন। কাছাকাছি দোকান-বাজার আছে। সেখান থেকে কেনা যায় জিনিসপত্র। রাঁধেন, বাড়েন, একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেন। সারাদিন ঘুরে বেড়ান নদীর চরে।

কীভাবে যাবেন? আলিপুরদুয়ার শহর থেকে দূরত্ব ৫৫ কিলোমিটার। শিয়ালদহ বা হাওড়া স্টেশন থেকে আলিপুরদুয়ার স্টেশনে নেমে যাওয়া যায়। থাকা যায় আলিপুরদুয়ারের হোটেলে। আছে বেশকিছু হোমস্টে।

জগজীবনপুর

■ মালদহে রয়েছে বেশকিছু পিকনিক স্পট। প্রায় প্রতিটি জায়গায় পিকনিক করার পাশাপাশি রয়েছে প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্য দেখার সুযোগ। ফলে পিকনিকে এসে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়ে যায়। জগজীবপুরও তেমন একটি জায়গা। প্রতি বছর ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত প্রচুর মানুষ ভিড় করেন। মালদহ শহর থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে। হবিবপুর ব্লকের এই গ্রামে রয়েছে প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধবিহার। ইতিহাসবিদরা জানতে পারেন, এই বৌদ্ধবিহারটি পাল আমলের। তখন পাল রাজা মহেন্দ্রর রাজত্ব ছিল। জগজীবনপুরে মাটি খুঁড়ে বৌদ্ধবিহার আবিষ্কার হতেই এই রাজার উল্লেখ মেলে। ইতিহাসবিদের মতে, এটি ছিল বৌদ্ধমঠ। বর্তমানে এখানে ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই নেই। বহু পর্যটক এখনও বৌদ্ধবিহারের টানে এই গ্রামে ছুটে আসেন। গড়ে উঠেছে পর্যটন স্থল। অধিকাংশ মানুষ বর্তমানে এখানে পিকনিকের জন্য ভিড় করছেন। কারণ বৌদ্ধ বিহারের আশপাশে রয়েছে বিশাল ফাঁকা জায়গা। দিনভর সেখানে পিকনিক করা যায়। সুন্দর গ্রামীণ মনোরম পরিবেশ। খাওয়াদাওয়ার পর অনেকেই ঘুরে বেড়ান।

কীভাবে যাবেন? শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে মালদহ। মালদহ থেকে স্থানীয় গাড়িতে যাওয়া যায় জগজীবনপুরে। থাকতে হবে মালদহে। আছে প্রচুর হোটেল।

চুপির চর

■ চুপ থেকেই সম্ভবত চুপি নাম। নদীর চরে অবস্থান। তাই চুপির চর। জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র ও পিকনিক স্পট। নবদ্বীপ থেকে সামান্য দূরে। পূর্বস্থলীর চুপি গ্রামে শীতকালে পরিযায়ী পাখির দল ভিড় জমায়। নভেম্বরের শেষ বা ডিসেম্বরের গোড়া থেকেই শুরু হয়ে যায় তাদের আনাগোনা। ভাগীরথীর অন্যতম একটি শাখা যা অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ হয়ে গঙ্গাবক্ষে মিশেছে। সেই হ্রদই এখন পর্যটন কেন্দ্র। শান্ত নদী, একেবারে স্রোতহীন মনোরম পরিবেশ। স্বচ্ছ হ্রদের জলে সবুজ জলজ উদ্ভিদের দেখা মেলে নৌকা থেকেই। পাখিদের কলতান আর মাঝির দাঁড় টানার শব্দই জায়গাটির মূল আকর্ষণ। গঙ্গার এক প্রান্তে কুয়াশায় ঢাকা মায়াপুর মন্দির, অপর প্রান্তে সবুজ কচুরিপানায় মোড়া এই হ্রদ। প্রকাণ্ড আমবাগান, চারটি কটেজ, দু'টি গেস্ট হাউস রয়েছে। বহু মানুষ পিকনিক করতে আসেন। খাওয়াদাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়া যায়। হাতে একটু সময় থাকলে ঘুরে আসা যায় নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, মায়াপুর। ফেরার পথে কালনার ১০৮ শিবমন্দির আর হংসেশ্বরী মন্দিরেও ঢুঁ মারতে পারেন।

কীভাবে যাবেন? হাওড়া কিংবা শিয়ালদহ থেকে কাটোয়া লাইনের ট্রেনে চড়ে পূর্বস্থলী স্টেশন। সেখান থেকে চুপি কাষ্ঠশালী পাখিরালয় যাওয়া যায় টোটোতে।

বাথানবাড়ি

■ পশ্চিম বর্ধমান জেলার বাথানবাড়ি। আসানসোলের মাইথনে অবস্থিত। দুর্গাপুর থেকে দূরত্ব ৬০ কিলোমিটার। পিকনিক স্পট হিসেবে এর জনপ্রিয়তা রয়েছে। দামোদর নদীর পাড়ে, বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানায় রয়েছে এই পর্যটনস্থল। মাইথন ড্যামের জলে তৈরি লেকও এখানকার অন্যতম আকর্ষণ। সারা বছর বহু মানুষ আসেন। শীতের মরশুমে বসে পিকনিকের জমজমাট আসর। জলাধার, পাহাড়, জঙ্গল নিয়ে অন্য রকমের প্রাকৃতিক পরিবেশ। এখানে ডিজে বাজানো নিয়ে রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। পিকনিকে আসা মানুষদের সেটা জানিয়ে দেওয়া হয়। মাইথন ড্যামের নৌকাবিহারে লাইফ

জ্যাকেট ছাড়া চাপতে দেওয়া হয় না। শীতের পিকনিক এবং পর্যটনের মরশুমে মাইথনে ঘুরতে আসা প্রত্যেক ভ্রমণপিপাসুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই কড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ। এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত হয়ে একযোগে বৈঠক করেছে ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রশাসন ও মাইথন জলাধারের নৌকা চালকেরা। প্রতিটি সিদ্ধান্ত মেনে চলেন পর্যটকরা। তাঁরা পিকনিক এবং ভ্রমণের আনন্দ নিয়ে হাসি মুখে বাড়ি ফেরেন।

কীভাবে যাবেন? হাওড়া থেকে ট্রেনে আসানসোল। আসানসোল থেকে বাসে মাইথন। ভাড়া গাড়িতেও যাওয়া যায়।

গনগনি

■ শীতকালে পিকনিকের জন্য পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতার কাছে অবস্থিত গনগনি খুবই জনপ্রিয় একটি পিকনিক স্পট। দূর থেকে বহু মানুষ এখানে আসেন। লালমাটির আঁকাবাঁকা পথ ধরে দু'দিকে কাজুবাদামের ঘন জঙ্গল পেরিয়ে পৌঁছতে হয় বাংলার গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে। এটি একটি নদী উপকূল। শিলাবতী নদীর ভূমিক্ষয়ের ফলে প্রাকৃতিক নিয়মে বছরের পর বছর ধরে অভূতপূর্ব ভাস্কর্য তৈরি হয়েছে। পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। খাদের গায়ে এই অভূতপূর্ব ভাস্কর্য দেখে মনে হবে যেন কোনও শিল্পী তাঁর নিজস্ব হাতে ছেনি আর হাতুড়ি দিয়ে খোদাই করেছেন। একদম নিচে নামার জন্য রয়েছে আঁকাবাঁকা সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে নদীর তটে পৌঁছে যাওয়া যায়। ইতিউতি ঘুরতে ঘুরতে হারিয়ে যাওয়া যায় এই গিরিখাতের বিভিন্ন গুহায়। জনবিরল স্থান। পিকনিকের সময়ে এবং বিশেষ কিছু দিনে গনগনিতে ভিড় জমে। সরকারি উদ্যোগে এই জায়গাটিকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। পিকনিকের জন্য রয়েছে আলাদা স্পট। পরিবেশ সচেতনার জন্য এখানে থার্মোকল ও প্লাস্টিকের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং পিকনিকের সময় তারস্বরে মাইক-ডিজে বাজানোও নিষিদ্ধ। পিকনিক ছাড়াও যেকোনও সময় এখানে ঘুরতে আসা যায়। তবে দলবেঁধে এলেই ভাল। গনগনির কাছে রয়েছে কয়েকটি প্রাচীন মন্দর। টোটো রিজার্ভ করে ঘুরে দেখা যায়।

কীভাবে যাবেন? হাওড়া থেকে সকালে রূপসী বাংলা এক্সপ্রেসে বা শালিমার থেকে আরণ্যক এক্সপ্রেসে গড়বেতা স্টেশনে নেমে টোটোয় প্রায় ২ কিলোমিটার।

সবুজ দ্বীপ

■ কলকাতা থেকে ৭৫ কিলোমিটার দূরে বেহুলা ও হুগলি নদীর সংযোগস্থলে রয়েছে এক চর, সবুজ দ্বীপ। হুগলি জেলা পরিষদ ও মৎস্য দফতরের উদ্যোগে স্বপ্নের মতো সুন্দর এই জায়গার সংস্কার হয়েছে। **(এরপর ২০ পাতায়)**

রবিবার

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
21 January, 2024 • Sunday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

এক ডজন পিকনিক স্পট

(১৯ পাতার পর)
ঝাউ, পাম, ইউক্যালিপটাস, অর্জুন, শাল, সেগুন, মেহগনি, সুপারি, নারকেল ও দেবদারুর মহীরুহে এই দ্বীপের নাম 'সবুজ দ্বীপ' সার্থকতা পেয়েছে। মৃদুমন্দ ছন্দে বয়ে চলা নদীর মাঝে ছবির মতো সুন্দর একটি জায়গা। শীতের মরশুমে সবুজের সমারোহে পিকনিকে মেতে ওঠেন বহু মানুষ। নির্জন নিরিবিলির মধ্যে প্রিয়জন বা পরিবারের সকলের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটানোর এক আদর্শ জায়গা। দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে বেড়িয়ে পড়া যায়। কাছেপিঠে আছে বেশকিছু প্রাচীন মন্দির। সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসা যায়।

কীভাবে যাবেন? হাওড়া থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরের ব্যান্ডেল হয়ে ব্যাক লুপ লাইনে ত্রিবেণী, বলাগড়, সোমড়াবাজার রেল স্টেশন থেকে যাওয়া যায় সবুজ দ্বীপ। সরাসরি ট্রেনও রয়েছে। সোমড়াবাজার রেল স্টেশন থেকে রিকশা নেওয়া যায়।

গোকুলপুর

■ পিকনিকের জন্য একটু অফবিট জায়গা খুঁজতে বসলে বসিরহাটের পাশে টাকির কথা মাথায় আসে। কিন্তু বসিরহাট থেকেই জাস্ট ১৫ কিলোমিটার দূরে ইছামতীর বুকে রয়েছে ছোট সবুজে ঘেরা গ্রাম গোকুলপুর। অসাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশ। পিকনিকের জন্য আদর্শ জায়গা। লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা এই গ্রামে একটা সময় পর্যন্ত স্থানীয়রাই পিকনিক করতেন। এখন বাইরের লোকজন যাচ্ছেন। পিকনিকের কোনও স্পট ভাড়া দিতে হয় না। একটাই শর্ত, পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। নদীর ভেড়ির উপর স্পট নিজেদের সুবিধামতো বেছে নেওয়া যায়। ইলেক্ট্রিসিটি নেই, রান্নার বাসনপত্র, গ্যাস ওভেন, সবই নিয়ে যেতে হবে। অথবা একটু সকাল সকাল গিয়ে এলাকায় ডেকরেটরের থেকে ভাড়া করে নেওয়া যায়। জমিয়ে খাওয়াদাওয়া করুন এবং সবুজ প্রকৃতির বুকে ঘুরে বেড়ান।

কীভাবে যাবেন? কলকাতা থেকে টাকি রোড হয়ে বসিরহাট। বসিরহাট থেকে গোকুলপুর। রয়েছে স্থানীয় যানবাহন। টানা গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়। সমস্যা হল ভেড়ির উপর গাড়ি নিয়ে ওঠা যাবে না। রাখতে হবে অনেকটা দূরে।

কৈখালি

■ শীতের পিকনিক স্পটের মধ্যে অন্যতম সুন্দরবন। জঙ্গল নদী ভরা এই বাদাবন অঞ্চল সকলের মন কাড়ে। সুন্দরবনে আছে বেশকিছু পিকনিক স্পট। তার মধ্যে অন্যতম কৈখালি। কুলতলি ব্লকের গোপালগঞ্জ পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ে জায়গাটা। এই সময়ে মাতলা নদীর পাড়ে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত কৈখালি পর্যটন কেন্দ্রে বসছে পিকনিকের দেদার আসর। মানুষের যাতায়াত বেড়েছে। চলছে জোরদার খাওয়াদাওয়া, ঘোরাঘুরি। পুলিশ ও কুলতলি ব্লক প্রশাসনের তৎপরতা তুঙ্গে। মাতলা নদীর পাড়ে পিকনিক দলের ভিড় শুরু হয় মোটামুটি ডিসেম্বর থেকে। চলে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। কাছাকাছি দোকানবাজার আছে। জিনিসপত্র কিনে নেওয়া যায়। সহযোগিতায় করেন স্থানীয়রা। কৈখালি পর্যটন কেন্দ্রে রাত্রিবাস করে বহু পর্যটক খেয়াঘাটে চলে আসেন। বেরিয়ে পড়েন সুন্দরবনের বনি ক্যাম্প, কলস ক্যাম্প, সজনেখালি, সুধন্যখালি দেখার উদ্দেশ্যে। বোট বা লঞ্চে নদীবক্ষে ভেসে বেড়ানোর সময় একবার বাঘের দেখা পাওয়া গেলে বাড়তি আনন্দ।

কীভাবে যাবেন? শিয়ালদহ থেকে নামখানা লোকাল। জয়নগর-মজিলপুর স্টেশনে নেমে ট্রেকার জাতীয় গাড়িবা অটোয় যাওয়া যায়।

গড়চুমুক

■ হাওড়া জেলার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র গড়চুমুক। হুগলি নদী ও দামোদর নদের সংযোগস্থলে অবস্থিত। উলুবেড়িয়া-শ্যামপুর রোডের পূর্বদিকে নদীর ধারে চড়ুইভাতির ব্যবস্থা হয়। মনোরম পরিবেশ। শীতের মরশুমে বহু মানুষ বেড়াতে আসেন। পিকনিকে মেতে ওঠেন। দিনকয়েক আগেই গড়চুমুকে খুলেছে মিনি জু। উপচে পড়ছে পর্যটকদের ভিড়। পিকনিকে আসা মানুষদের পাশাপাশি বেড়াতে আসা মানুষরাও ভিড় জমাচ্ছেন। মিনি জুয়ের মধ্যে পাখির পাশাপাশি রক পাইথন, ইমু, সজারু, কুমির, বাঘরোল দেখার আনন্দে মেতে উঠছেন ছোট থেকে বড় সকলেই। গড়চুমুক জমজমাট জায়গা। রয়েছে অনেক দোকানপাট। পিকনিকে আসা মানুষরা অনেকেই সেখান থেকে কেনাকাটা করেন। অনেকেই পিকনিকের জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে যান। সারাদিন হইহই করে কাটান। একাধিক পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে বহু মানুষ এখানে পিকনিক করতে আসেন।

কীভাবে যাবেন? হাওড়া থেকে উলুবেড়িয়া রেল স্টেশনে নেমে শ্যামপুরের বাসে গড়চুমুক যাওয়া যায়। পাশাপাশি স্টেশন থেকে পাওয়া যায় ছোট যানবাহন।

বালুঘাটা

■ শীত-পিকনিকের নতুন ঠিকানা বালুঘাটার পাখি চড়া। পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমার রেঞ্জের অধীন বালুঘাটা অরণ্য খাতায়-কলমে ১৮০ হেক্টরের কাছাকাছি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। হলদি নদীর পাশে এখানে রয়েছে কয়েক লক্ষ ঝাউ আর ম্যানগ্রোভ গাছ। পূর্ব মেদিনীপুর তো বটেই, শীতের মরশুমে পার্শ্ববর্তী জেলা থেকেও হাজার হাজার পর্যটক আসেন। সন্ধে নামলেই এলাকার গাছগাছালিতে হাজার হাজার পাখি বাসায় ফেরে। সেই দৃশ্য এবং পাখিদের কলকাকলি উপভোগ করতে ভিড় জমান বহু মানুষ। বর্তমানে এই পাখি চড়াতেই নতুন করে বনসৃজন করছে বন দফতর। বালুঘাটায় পর্যটকরা এতদিন ভিড় জমাতেন সানসেট ভিউ পয়েন্টে। পাশাপাশি পাখি চড়া দিনে দিনে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। শীতের মরশুমে এলাকাটি হয়ে উঠেছে পিকনিকের নতুন ঠিকানা। জায়গাটি তার দিয়ে ঘেরা। কড়া পাহারাও রয়েছে। বেড়াতে আসা মানুষেরা বাসায় ফেরা পাখিদের যাতে বিরক্ত না করেন, সেই জন্য ওই ব্যবস্থা। পিকনিকের পরে থার্মোকলের থালা, প্লাস্টিক ছড়িয়ে যাতে এলাকা নোংরা না করে সেই দিকেও প্রশাসনের নজর রয়েছে।

কীভাবে যাবেন? জায়গাটা হলদিয়ার খুব কাছেই। ধর্মতলা, হাওড়া বা মেচেদা থেকে বাসে যাওয়া যায়। যাওয়া যায় ট্রেনেও। আছে হলদিয়া লোকাল।

ব্যান্ডেল

■ হুগলির ব্যান্ডেল। প্রাচীন এই শহরটি ফরাসি উপনিবেশের ইতিহাস আজও বহন করে চলেছে। পর্তুগিজরা বাণিজ্য করতে এসে এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিল ব্যান্ডেল চার্চ। সারা বছর বহু মানুষ আসেন। তবে বেশি ভিড় দেখা যায় শীতের মরশুমে। ব্যান্ডেল চার্চের কাছে বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে পিকনিক স্পট। নদীর ধারেই। ব্রেকফাস্ট সেরে ব্যাডমিন্টনে ঘাম ঝরিয়ে নেওয়া যায়। তারপর দুপুরে জমিয়ে খাওয়াদাওয়া। এ-ছাড়াও আছে আরও কয়েকটি পিকনিক স্পট। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আমার বাংলা পিকনিক স্পট, উল্লাস পিকনিক স্পট, মাতৃনিবাস পিকনিক গার্ডেন, রাজহাট পিকনিক গার্ডেন, বাড়ি বাগান পিকনিক স্পট, অমরকুঞ্জ পিকনিক গার্ডেন। আগে থেকে বুকিং করে গেলেই ভাল। প্রতিটি জায়গা সুসজ্জিত। রয়েছে বাগান, ছোটদের বিনোদনের ব্যবস্থা। মন ভাল হয়ে যাবে। কাছেপিঠে আছে বেশ কয়েকটি দেখার মতো জায়গা। ঘুরে আসতে পারেন ইমামবাড়া ও দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। সবমিলিয়ে কয়েক ঘণ্টা মন্দ কাটবে না।

কীভাবে যাবেন? হাওড়া থেকে ট্রেনে ব্যান্ডেল। সেখান থেকে রিকশা, টোটো। টানা গাড়িতেও যেতে পারেন। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে ফেরা যায় সন্ধেবেলায়।

ফলতা

■ কলকাতার অদূরে বিখ্যাত পিকনিক স্পট ফলতা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই অঞ্চলটি এককালে ছিল বন্দর। বহু পুরনো জায়গা। এখনও ছোটখাটো জাহাজ দাঁড়াতে দেখা যায় নদীর তীরে। তবে অধিকাংশ সময়ে মাছ ধরার নৌকা দেখতে পাওয়া যায়। একটু দূরেই রয়েছে প্রায় দুশো বছরের পুরনো কেল্লা, ওয়াচটাওয়ার। কয়েক পা এগোলে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বাগানবাড়ি। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এককথায় অসাধারণ। শীতের মরশুমে সকালের অনেকটা সময় পর্যন্ত মুড়ে থাকে কুয়াশার চাদরে। সিজন চলছে। দলে দলে মানুষ এখানে আসছেন পিকনিক করতে। নদীর তীরে ভিড় জমাচ্ছেন। স্থানীয় মানুষজন নানারকম ভাবে সহযোগিতা করেন। আছে দোকান-বাজার। সহজেই পাওয়া যায় রন্ধনসামগ্রী। জলখাবার খেয়ে ঘুরে বেড়ানো যায় নদীর ধারে। দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে যাওয়া যায় আর একটু দূরে। সেই তালিকায় থাকতে পারে ডায়মন্ড হারবার, নৈনান। ফলতায় ট্যুরিস্টদের জন্য বোটিংয়ের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। চাইলে গঙ্গাবক্ষে কাটিয়ে দেওয়া যায় বেশকিছুটা সময়।

কীভাবে যাবেন? ধর্মতলা থেকে ডায়মন্ড হারবারগামী বাসে ফলতা যাওয়া যায়। যাওয়া যায় নিজস্ব গাড়িতেও।